সূচীপত্র

মجلة
شعار التضامن الإسلامي

সাপ্তাহিক আরাফাত

মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক

প্রতিষ্ঠাতা: আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)

www.weeklyarafat.com

৬৬ বর্ষ

সংখ্যা: ৩৯-৪০

১৪ জুলাই ২০২৫

সোমবার

ইসলামিক সোসাইটি অব বস্টন কালচারাল সেন্টার (ISBCC), ম্যাসাচুসেটস, যুক্তরাষ্ট্র

সাপ্তাহিক
প্রতিষ্ঠাকাল- ১৯৫৭

আরাফাত

মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক

عرفات الأسبوعية
شعار التضامن الإسلامي
مجلة أسبوعية دينية أدبية ثقافية وتاريخية الصادرة من مكتب الجمعية

প্রতিষ্ঠাতা : আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)
সম্পাদকমন্ডলীর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি : প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুল বারী (রহ)

গ্রাহক ও এজেন্ট হওয়ার নিয়মাবলী

বছরের যে কোনো সময় গ্রাহক হওয়ার যায়। ছয় মাসের কমে গ্রাহক করা হয় না। প্রতি সংখ্যার জন্য অগ্রীম ১০০/- (একশ টাকা) পাঠিয়ে বছরের যে কোন সময় এজেন্সি নেওয়া যায়। ১০ কপির কমে এজন্সি দেওয়া হয় না। ১০-২৫ কপি পর্যন্ত ২০%, ২৬-৭০ কপির জন্য ২৫% এবং ৭০ কপির উর্দ্ধে ৩০% কমিশন দেওয়া হয়। প্রত্যেক এজেন্টকে এক কপি সৌজন্য সংখ্যা দেওয়া হয়। জামানতের টাকা পত্রিকা অফিসে নগদ অথবা বিকাশ বা সাপ্তাহিক আরাফাতের নিজস্ব একাউন্ট নাম্বারে জমা দিয়ে এজেন্ট হওয়া যায়।

ব্যাংক একাউন্টসমূহ

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি.
নওয়াবপুর রোড শাখা
সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর-২০৫০১১৮০২০০২৮৫৬০০
যোগাযোগ : ০১৯৩৩৩৫৫৯০১

বিকাশ নম্বর

০১৯৩৩৩৫৫৯০৫
চার্জসহ বিকাশ নম্বরে টাকা প্রেরণ করে
উক্ত নম্বরে ফোন করে নিশ্চিত হোন।

সাপ্তাহিক আরাফাত

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি. বংশাল শাখা
সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর-২০৫০১৭৯০২০১৩৩৫৯০৭
যোগাযোগ : ০১৯৩৩৩৫৫৯১০

মাসিক তর্জুমানুল হাদীস

শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লি.
বংশাল শাখা
সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর-৪০০৯১৩১০০০০১৪৪০
যোগাযোগ : ০১৯৩৩৩৫৫৯০৮

বিশেষ দ্রষ্টব্য : প্রতিটি বিভাগে পৃথক পৃথক মোবাইল নম্বর প্রদত্ত হলো। লেনদেন-এর পর সংশ্লিষ্ট বিভাগে প্রদত্ত মোবাইল নম্বরে ফোন করে নিশ্চিত হওয়ার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

Arrow EXPRESS
We keep trust at any cost

আপনার ব্যবসার ডেলিভারি পার্টনার
(দ্রুত, নিরাপদ ও বিশ্বস্ত কুরিয়ার সার্ভিস)

আপনি কি ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম বা ওয়েবসাইটের মাধ্যমে পণ্য বিক্রি করেন?
তাহলে আপনার পণ্যের নিরাপদ ও দ্রুত ডেলিভারির দায়িত্ব আমাদের উপর ছেড়ে দিন!

Arrow Express : বাংলাদেশের প্রতিটি জেলা ও উপজেলা জুড়ে সেম ডে/নেক্সট ডে ডেলিভারি সুবিধাসহ দিচ্ছে সহজ বুকিং, ট্র্যাকিং এবং বিশ্বস্ত সার্ভিস।

কেন Arrow Express?
- ক্যাশ অন ডেলিভারি (COD)
- সেম ডে / নেক্সট ডে ডেলিভারি
- দ্রুত বুকিং ও ট্র্যাকিং সুবিধা
- বড় অর্ডারে বিশেষ রেট

আজই যোগাযোগ করুন: ০১৫৩৭-১১৫৭৬১
www.arrowexpressbd.com

مجلة عرفات الأسبوعية

شعار التضامن الإسلامي

সাপ্তাহিক

আরাফাত

মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক

ধর্ম-দর্শন, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ইতিহাস-ঐতিহ্য বিষয়ক সাপ্তাহিকী

প্রতিষ্ঠাকাল - ১৯৫৭
রেজি - ডি.এ. ৬০
প্রকাশ মহল - ৯৮, নবাবপুর রোড,
ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ

প্রতিষ্ঠাতা: আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)

- বর্ষ : ৬৬
- সংখ্যা : ৩৯-৪০
- বার : সোমবার

১৪ জুলাই -২০২৫ ঈসায়ী
৩০ আষাঢ়-১৪৩২ বাংলা
১৮ মুহাররম-১৪৪৭ হিজরি

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি
অধ্যাপক ডক্টর আব্দুল্লাহ ফারুক

সম্পাদক
আবু আদেল মুহাম্মাদ হারুন হুসাইন

সহযোগী সম্পাদক
মুহাম্মদ গোলাম রহমান

প্রবাস সম্পাদক
মুহাম্মাদ রফিকুল ইসলাম মাদানী

ব্যবস্থাপক
রবিউল ইসলাম

উপদেষ্টামণ্ডলী

প্রফেসর এ. কে. এম. শামসুল আলম
মুহাম্মদ রুহুল আমীন (সাবেক আইজিপি)
আলহাজ্ব মুহাম্মদ আওলাদ হোসেন
প্রফেসর ড. দেওয়ান আব্দুর রহীম
প্রফেসর ড. আ. ব. ম. সাইফুল ইসলাম সিদ্দিকী
অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ রঈসুদ্দীন

সম্পাদনা পরিষদ

প্রফেসর ড. আহমাদুল্লাহ ত্রিশালী
উপাধ্যক্ষ ওবায়দুল্লাহ গযনফর
প্রফেসর ড. মো. ওসমান গনী
ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী
উপাধ্যক্ষ আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ
ড. মুহাম্মদ ইবরাহীম বিন আব্দুল হালীম মাদানী

যোগাযোগ

সাপ্তাহিক আরাফাত

জমঈয়ত ভবন, ৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ী, বিবির বাগিচা ৩নং গেইট, ঢাকা-১২০৪।

সম্পাদক	: ০১৭৬১-৮৯৭০৭৬	বিপণন অফিসার	: ০১৯৩৩-৩৫৫৯১০
সহযোগী সম্পাদক	: ০১৭১৬-৯০৬৪৮৭	কম্পিউটার বিভাগ	: ০১৯৩৩-৩৫৫৯০৭
ব্যবস্থাপক	: ০১৯৩৩-৩৫৫৯০১	টেলিফোন	: ০২-৭৫৪২৪৩৪

weeklyarafat@gmail.com
www.weeklyarafat.com
jamiyat1946.bd@gmail.com

মূল্য : ২৫/-
(পঁচিশ) টাকা মাত্র।

www.jamiyat.org.bd
f/shaptahikArafat
f/group/weeklyarafat

©AH

সূচীপত্র

مجلة عرفات الأسبوعية

تصدر من المكتب الرئيسي لجمعية أهل الحديث ببنغلاديش

٩٨ نواب فور، داكا–١١٠٠.

الهاتف: ٠٢٧٥٤٢٤٣٤، الجوال: ٠٩٣٣٣٥٥٩٠١

المؤسس: العلامة محمد عبد الله الكافي القريشي (رحمه الله تعالى)

الرئيس المؤسس لمجلس الإدارة:

الفقيد العلامة د. محمد عبد الباري (رحمه الله تعالى)

الرئيس الحالي لمجلس الإدارة:

الأستاذ الدكتور عبد الله فـاروق (حفظه الله تعال)

رئيس التحرير: أ/أبو عادل محمد هارون حسين

গ্রাহক চাঁদার হার (ডাকমাশুলসহ)

দেশ	বার্ষিক	ষান্মাসিক
বাংলাদেশ	৭০০/-	৩৫০/-
দক্ষিণ এশিয়া	২৮ U.S. ডলার	১৪ U.S. ডলার
এশিয়ার অন্যান্য দেশ	৩০ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
সিঙ্গাপুর	৩৫ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া ও ব্রুনাই	৩০ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
মধ্যপ্রাচ্য	৩৫ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
আমেরিকা, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়াসহ পশ্চিমা দেশ	৫০ U.S. ডলার	২৬ U.S. ডলার
ইউরোপ ও আফ্রিকা	৪০ U.S. ডলার	২০ U.S. ডলার

"সাপ্তাহিক আরাফাত"

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড

বংশাল শাখা: (সঞ্চয়ী হিসাব নং- ১৩৩৫৯)

অনুকূলে **জমা/ডিডি/টিটি/অনলাইনে** প্রেরণ করা যাবে।

অথবা

"সাপ্তাহিক আরাফাত"

অফিসের বিকাশ (পার্সোনাল): ০১৯৩৩ ৩৫৫ ৯০৫

নম্বরে বিকাশ করা যাবে। উল্লেখ্য যে, বিকাশে অর্থ পাঠানোর পর কল করে নিশ্চিত হোন!

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ০৩

আল কোরআনুল হাকীম :
- নিরাপদ প্রত্যাবর্তন : নিজ ও পরিজনের মুক্তির পথ
  আবূ সা'আদ আব্দুল মোমেন বিন আব্দুস্ সামাদ- ০৪

হাদীসে রাসূল ﷺ :
- মুক্তির উপায়
  গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক- ০৭

প্রবন্ধ :
- পিতা-মাতার স্নেহ-ছায়া ও সন্তান গঠনের পথনির্দেশ
  অধ্যাপক মো. আবুল খায়ের- ১১
- দু'আ : একটি পর্যালোচনা
  অধ্যাপক ড. আহমাদুল্লাহ- ১৫
- দুনিয়া এক রঙিন ধোঁকা
  আব্দুল্লাহ্ আল নুমান- ১৮
- বিবাহোত্তর ওলিমা : সুন্নাহসম্মত আয়োজনের সুষম নির্দেশনা
  জান্নাতুল মহল- ২১

আলোকিত জীবন :
- প্রফেসর অধ্যক্ষ আব্দুন নূর সালাফী (১৯৩১-১৯৯৪ খ্রি.)
  ড. এ. বি. এম সাইফুল ইসলাম সিদ্দিকী- ২৩

কাসাসুল কোরআন :
- সূরা ফীলে বর্ণিত হাতিওয়ালাদের ঘটনা
  আবু তাহসীন মুহাম্মদ- ২৪

বিশেষ মাসায়িল :
- কোনো আলেমকে মাওলানা বলা যাবে কী
  আরাফাত ডেস্ক- ২৮

সাময়িক প্রসঙ্গ :
- সফর মাস প্রসঙ্গ
  আরাফাত ডেস্ক- ২৯

মহিলা জগৎ :
- পশ্চিমা বিশ্বে নারীদের ইসলামগ্রহণ : একটি বিশ্লেষণ
  মুহাম্মদ রেজাউল ইসলাম- ৩২

আত্মগঠন :
- তারুণ্যের শক্তি : কিছু কথা
  আবূ সা'দ ড. মো. ওসমান গনী- ৩৪

নিভৃত ভাবনা :
- বিশ্বসভ্যতায় মুসলিমদের অবদান
  আব্দুল্লাহ বিন বেলাল হোসাইন- ৩৭

পরিবেশ-প্রকৃতি :
- প্রকৃতি ও পরিবেশ সুরক্ষায় ইসলাম
  আরাফাত ডেস্ক- ৩৮

তথ্য-প্রযুক্তি ৩৯

কবিতা ৪০

জমঈয়ত সংবাদ ৪১

শুব্বান সংবাদ ৪৩

ফাতাওয়া ও মাসায়িল ৪৪

প্রচ্ছদ রচনা ৪৭

৬৬ বর্ষ ॥ ৩৯-৪০ সংখ্যা ❖ ১৪ জুলাই- ২০২৫ ঈ. ❖ ১৮ মুহার্‌রম- ১৪৪৬ হি.

সম্পাদকীয়

দোষারোপ নয়, সংশোধনের সংস্কৃতি গড়ি

আজকের বিশ্ব মুসলিম সমাজ এক গভীর সঙ্কটের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করছে। একদিকে রাজনৈতিক অস্থিরতা, অন্যদিকে সাংস্কৃতিক আগ্রাসন; একদিকে বৈষয়িকতায় নিমজ্জিত প্রজন্ম, অপরদিকে ধর্মীয় অনুশীলনে চরম অবক্ষয়। তবে এসবের চেয়েও যে বিষয়টি সবচেয়ে মারাত্মক, তা হলো– উম্মাহর ভেতরে পারস্পরিক দোষারোপ, ফেতনা সৃষ্টি এবং মতবিরোধকে হিংসা ও বিদ্বেষের রূপ দেওয়া। অথচ মহান প্রভু আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে আমাদের সতর্ক করে বলেছেন, "নিশ্চয়ই শয়তান চায়, তোমাদের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করিয়ে দিতে...।"

আমরা আজ সেই শয়তানী ফাঁদে পা দিচ্ছি প্রতিনিয়ত। দ্বীনের কথা বলতে গিয়ে, ইসলামী আন্দোলনে কাজ করতে গিয়ে, এমনকি একটি মসজিদে সালাত আদায় নিয়েও আমরা বিভক্ত হয়ে পড়ছি। এই বিভক্তি ছড়িয়ে পড়ছে আপনজনের মাঝেও– পিতা-পুত্র, ভাই-ভাইয়ের মাঝে। একজন আরেকজনকে দোষারোপ করছে, কখনো ব্যক্তিগত নাম ধরে, কখনো গোষ্ঠী, দল বা মাযহাবের পরিচয়ে। অথচ আল্লাহ তা'আলা সূরা আল হুজুরা-ত-এ ঘোষণা করেন,

"তোমরা একে অপরকে উপহাস করো না। হতে পারে, যাকে তোমরা তুচ্ছ জ্ঞান করছো, সে-ই তোমাদের চেয়ে উত্তম।"

এই আয়াত কেবল নফসকে সংযত করার আহ্বান নয়; বরং একটি পূর্ণাঙ্গ সামাজিক শৃঙ্খলার নির্দেশনা রয়েছে।

অনুসরণীয় ও অনুকরণীয় মহামানব, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কখনোই কাউকে সরাসরি অপমান করে ভুল ধরতেন না। কেউ ভুল করলে তিনি দা'ওয়াতের মাধ্যমে সংশোধন করতেন। তাঁর আচরণে ছিল স্নেহ, করুণা, আর অন্তরের দরজা খুলে দেওয়ার মতো এক আলোকিত পদ্ধতি।

মতপার্থক্য থাকবেই, তবে তা থেকে যেন প্রতিহিংসার বীজ অঙ্কুরিত না হয়। ইসলামী ঐতিহ্যে মতভেদ নতুন কিছু নয়। সাহাবায়ে কিরামের মধ্যেও ফিকহি ও দীনী বিষয়ে মতানৈক্য ছিল। কিন্তু তাঁরা কখনো একে অপরকে ছোট করেননি; বরং সৌহার্দ্য বজায় রেখে নিজেদের অবস্থান তুলে ধরেছেন। আর এটিই ইসলামের সৌন্দর্য। ইমাম শাফি (রহিমাহুল্লাহ) বলতেন,

"আমার মত সঠিক, তবে এতে ভুল থাকতে পারে; আর অন্যের মত ভুল, তবুও তাতে সত্য থাকতে পারে।"

এমন উদারতা ও ইখলাসপূর্ণ মানসিকতা আজ কোথায়? আজ আমরা কেউ ভুল করলেই সঙ্গে সঙ্গে তাকে 'ফাসিক', 'গোমরাহ', 'মুনাফিক্ব', এমনকি 'কাফির' পর্যন্ত বলতেও কুণ্ঠাবোধ করি না! এই প্রবণতা ইসলামের মৌলিক আদর্শ ও রূহের সঙ্গে সম্পূর্ণ সাংঘর্ষিক।

এটা নিছক বাহুল্য বাক্য নয়– দোষারোপের সংস্কৃতি থেকেই উম্মাহর মাঝে বিভক্তি জন্ম নেয়। আর এই বিভক্তিই প্রতিনিয়ত মুসলিম উম্মাহকে দুর্বল করে তুলছে। এর ফলে ইসলামী দা'ওয়াহ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে, অমুসলিমদের কাছে ইসলামের সৌন্দর্য প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়ছে। ফলত, উম্মাহ হারাচ্ছে সাহস, হারাচ্ছে সক্ষমতা।

সমাধানের পথ কী?

***প্রথমতঃ** আমাদের আত্মসমালোচনার চর্চা করতে হবে। নিজেকে প্রশ্ন করতে হবে– আমি নিজেই কতটা দ্বীনের ওপর আছি? বাহ্যিকভাবে সাদাসিধে পোশাক ধারণ করলেও, আমি কি কাম-ক্রোধ, লোভ-মোহ, হিংসা-অহংকার, পরশ্রীকাতরতা থেকে মুক্ত? আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে বলেন,*

"তোমরা কি মানুষকে সৎকর্মের আদেশ দাও আর নিজেদের কথা ভুলে যাও?"

***দ্বিতীয়তঃ** আমাদের বিনয়, নম্রতা, হিকমতপূর্ণ আচরণ ও শিষ্টাচারের চর্চা করতে হবে– যে চারিত্রিক গুণ আমাকে সর্বমহলে গ্রহণযোগ্য করে তুলবে।*

***তৃতীয়তঃ** ভিন্নমতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে। ভিন্নমতকে অবজ্ঞা না করে, শালীনতার সঙ্গে আচরণ করতে হবে। সর্বোপরি আত্মশুদ্ধি (তাযকিয়া) অর্জন এবং তাক্বওয়ার পথে চলার চেষ্টা করতে হবে।*

আজ আমাদের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন– আত্মসমালোচনার, ক্ষমাশীলতার এবং মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে দীনী ঐক্যের।

দোষারোপ নয়– সংশোধনের মানসিকতা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে, যেন দুনিয়াতেও সফল হতে পারি এবং আখিরাতে মহান আল্লাহর দরবারে সম্মান নিয়ে দাঁড়াতে পারি।

***একটি আন্তরিক আহ্বান :** আসুন, আমরা প্রত্যেকে এই সংস্কৃতির পরিবর্তন নিজের ভিতর থেকেই শুরু করি। ফেসবুকে, ওয়াজে, বক্তৃতায়, আলোচনায় –এমনকি পারিবারিক জীবনেও একটু ধৈর্য, একটু নম্রতা ও আত্মসংযম যেন এই উম্মাহকে আরো একতাবদ্ধ ও শান্তিময় করে তোলে।*

আল্লাহ তা'আলা আমাদের এমন অন্তর দিন, যা দোষারোপে নয়– সংশোধনে উদ্বুদ্ধ হয়। উম্মাহর ঐক্য রক্ষার তাওফীক্ব দান করো প্রভু –আমীন। ☒

৬৬ বর্ষ ॥ ৩৯-৪০ সংখ্যা ❖ ১৪ জুলাই- ২০২৫ ঈ. ❖ ১৮ মুহার্‌রম- ১৪৪৬ হি.

আল কোরআনুল হাকীম

নিরাপদ প্রত্যাবর্তন : নিজ ও পরিজনের মুক্তির পথ

–আবূ সা'আদ আব্দুল মোমেন বিন আব্দুস্ সামাদ★

আল্লাহ্ তা'আলার বাণী

﴿يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَ اَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَ الْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَآ اَمَرَهُمْ وَ يَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ﴾

বাংলা অনুবাদ

"হে মু'মিনগণ! নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবারবর্গকে রক্ষা করো সেই আগুন থেকে যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর। তাতে নিয়োজিত আছে কঠোর স্বভাব, কঠিন হৃদয় ফেরেশ্‌তাগণ, যারা আল্লাহর কোনো হুকুমে তার অবাধ্যতা করে না এবং সেটাই করে, যার নির্দেশ তাদেরকে দেওয়া হয়।"[১]

শাব্দিক বিশ্লেষণ

يَا শব্দটি حرف النداء অর্থাৎ- আহ্বান সূচক অব্যয়। اَلَّذِيْنَ এটি اسم موصول অর্থ- যারা শব্দটি দু'দিক معرفة (الاسماء موصولة – مندى) হওয়ার কারণে এবং ال যুক্ত হওয়া فاصلة হিসেবে اَيُّهَا যুক্ত হয়েছে। আর اٰمَنُوْا অর্থ- তারা ঈমান এনেছে। قُوْٓا শব্দটি جمع مذكر আমরে হাযের অর্থ- তোমরা রক্ষা করো বা বাঁচিয়ে রাখো। اَنْفُسَكُمْ -তোমাদের নিজেদেরকে। وَ অর্থ- এবং আর اَهْلِيْكُمْ অর্থ- তোমাদের পরিবারবর্গকে। نَارًا - আগুন। এখানে এ আগুন বলে জাহান্নামের অগ্নিকাণ্ডকে বুঝানো হয়েছে। وَقُوْدُ -ইন্ধন هَا -তার অর্থাৎ- সে আগুনের। النَّاسُ -মানুষ ও الْحِجَارَةُ -পাথর। عَلَيْهَا - তার ওপর নিয়োজিত আছে, مَلٰٓئِكَةٌ -ফেরেশ্‌তা। غِلَاظٌ - কঠোর স্বভাব। شِدَادٌ -কঠিন হৃদয়। لَّا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ-তারা আল্লাহর অবাধ্য হয় না। مَآ اَمَرَهُمْ -যা তাদের হুকুম করা হয়। يَفْعَلُوْنَ -তারা করে, مَا يُؤْمَرُوْنَ -তাদেরকে যা নির্দেশ করা হয়।

সূরা ও আয়াতের পরিচয়

দরসে উল্লেখিত আয়াতটি মহাগ্রন্থ আল-কোরআনুল কারীমের ৬৬ নং সূরা, সূরা আত্ তাহ্‌রীম-এর ৬ নং আয়াত।

আলোচ্য বিষয়

উপর্যুক্ত আয়াতে মু'মিনদের পালনীয় অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি দায়িত্বের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। আর তা হলো– নিজেদেরকে সংশোধনের সাথে সাথে পরিবারের লোকদেরকেও সংশোধন করতে হবে। নচেৎ জাহান্নামের আগুনের ভয় দেখানো হয়েছে এবং জাহান্নামের শাস্তির ভয়াবহতা ও সেখানে নিয়োজিত ফেরেশ্‌তাদের কঠোর স্বভাবের বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

আয়াতের সংক্ষিপ্ত তাফসীর

ইরশাদ হচ্ছে–

﴿يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَ اَهْلِيْكُمْ نَارًا﴾

অর্থ- "হে মু'মিনগণ! নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবারবর্গকে আগুন থেকে রক্ষা করো।"

পূর্ববর্তী আয়াতের বর্ণনানুসারে যখন রাসূলের বিবিগণেরও সৎকর্ম ও আনুগত্য ছাড়া গত্যান্তর (অন্য উপায়) নেই এবং রাসূলকেও তাঁর বিবিগণকে উপদেশ দিয়ে সৎকর্মে উদ্বুদ্ধ করতে আদেশ করা হয়েছে, তখন অবশিষ্ট সব উম্মতের ওপরও এই কর্তব্য আরো জোরদার হয়ে গেছে যে, তারা যেন তাদের পরিবার-পরিজনের কর্ম ও চরিত্র গঠনে শৈথিল্য না করে। তাই আদেশ দেওয়া হয়েছে যে, হে মু'মিনগণ! নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবারবর্গকে রক্ষা করো।

قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَ اَهْلِيْكُمْ نَارًا বলে সাধারণ মুসলমানদেরকে বলা হয়েছে– তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে জাহান্নামের অগ্নি থেকে রক্ষা করো। অতঃপর জাহান্নামের অগ্নির ভয়াবহতা উল্লেখ করে অবশেষে এ কথাও বলা হয়েছে যে, যারা জাহান্নামের যোগ্য পাত্র হবে, তারা কোনো শক্তি, দলবল, খোশামোদ অথবা ঘুষের মাধ্যমে জাহান্নামে নিয়োজিত কঠোর প্রাণ ফেরেশ্‌তাদের কবল থেকে আত্মরক্ষা করতে সক্ষম হবে

★ *এমফিল গবেষক, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়।*

[১] *সূরা আত্ তাহরীম : ৬।*

না। এই ফেরেশ্‌তাদের নাম 'যাবানিয়া'। أَهْلِيكُمْ শব্দের মধ্যে পরিবার-পরিজন তথা স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি, গোলাম-বাঁদী সবই অন্তর্ভুক্ত। এমনকি, সার্বক্ষণিক চাকর-নওকরও এতে অন্তর্ভুক্ত থাকা অবান্তর নয়। এক রিওয়ায়েতে আছে– এই আয়াত নাযিল হলে পর 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আরয করলেন : হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)! নিজেদেরকে জাহান্নামের অগ্নি থেকে রক্ষা করার ব্যাপারটি তো বুঝে আসে (যে, আমরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকব এবং মহান আল্লাহর বিধি-বিধান পালন করব) কিন্তু পরিবার-পরিজনকে আমরা কিভাবে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করব? রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন : এর উপায় এই যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে যেসব কাজ করতে নিষেধ করেছেন, তোমরা তাদেরকে সেসব কাজ করতে নিষেধ করো এবং যেসব কাজ করতে আদেশ করেছেন, তোমরা পরিবার-পরিজনকেও সেগুলো করতে আদেশ করো। এই কর্মপন্থা তাদেরকে জাহান্নামের অগ্নি থেকে রক্ষা করতে পারবে।[২]

জাহান্নাম থেকে বাঁচো ও পরিবার-পরিজনকে বাঁচাও : জাহান্নামের শাস্তি অত্যন্ত ভয়ানক! সেখানে রয়েছে বহু শাস্তির আয়োজন। বেশিরভাগ শাস্তিই দেওয়া হবে আগুন দিয়ে। যা দুনিয়ার আগুনের চেয়েও উনসত্তর গুণ বেশি উত্তপ্ত।[৩] **এ আগুনের বর্ণনা স্বয়ং আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা দিয়েছেন এইভাবে–**

﴿ٱلَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى ٱلْأَفْـِٔدَةِ نَارُ ٱللَّهِ ٱلْمُوقَدَةُ﴾

অর্থ- "আল্লাহর প্রজ্জ্বলিত আগুন। যা হৃদপিণ্ড পর্যন্ত পৌঁছে যায়।"[৪]

তিনি আরো বলেন–

﴿سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُم بَدَّلْنَٰهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا۟ ٱلْعَذَابَ﴾

অর্থ- "আমি তাদেরকে এমন আগুনে নিক্ষেপ করব। তাদের চামড়াগুলো যখন জ্বলে-পুড়ে যাবে তখন আবার আমি অন্য চামড়া দিয়ে তা পাল্টে দেবো। যাতে তারা 'আযাব ভোগ করতে পারে।"[৫]

এই শাস্তি যেন তারা চিরকাল ভোগ করতে পারে তাই সেখানে তাদের কারো মৃত্যু হবে না। তারা আর্তনাদ করতে থাকবে। ইরশাদ হয়েছে–

[২] *তাফসীরে রূহুল মা'আনী।*
[৩] *সহীহুল বুখারী- হা. ৩২৬৫।*
[৪] *সূরা আল হুমাযাহ্ : ৬-৭।*
[৫] *সূরা আন্ নিসা : ৫৬।*

'তবে যারা কুফ্‌রী করে তাদের জন্য জাহান্নামের শাস্তি রয়েছে।'

তাদের মৃত্যুর আদেশ দেওয়া হবে না এবং শাস্তিও হালকা করা হবে না, এভাবে আমি অকৃতজ্ঞদের শাস্তি দিয়ে থাকি। তারা সেখানে আর্তনাদ করে বলবে–

'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের বের করুন, আমরা ভালো কাজ করব, আগে যা করেছি তা করব না। আল্লাহ তা'আলা বলবেন, আমি কি তোমাদের এত দীর্ঘ জীবন দেইনি? তখন কেউ সতর্ক হতে চাইলে সতর্ক হতে পারত। অতএব তোমরা শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করো, জালিমদের কোনো সাহায্যকারী নেই।'[৬]

আমরা সদা-সর্বদা এই জাহান্নাম ও তার শাস্তি থেকে বাঁচার চেষ্টা করব। সাথে সাথে আমরা আমাদের পরিবার-পরিজনকেও বাঁচানোর চেষ্টা করব। পরিবার-পরিজন, সন্তান-সন্ততিকে জাহান্নাম থেকে বাঁচানোর উপায় হলো– তাদের ইসলামী শিক্ষা দেওয়া, তাদের অন্তরে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ﷺ)-এর আনুগত্যের মানসিকতা গড়ে তোলা, শিশুকাল থেকেই মহান আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মানার ওপর অভ্যস্ত করা, কখনো প্রয়োজন হলে শরিয়তসম্মত উপায়ে শাসনের প্রয়োগ করে হলেও মহান আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মেনে চলতে বাধ্য করা।

স্ত্রী সন্তান-সন্ততির শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা করা : ফিকাহবিদগণ বলেন, স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিকে ফর্‌য কর্মসমূহ এবং হালাল ও হারামের বিধানাবলী শিক্ষা দেওয়া এবং তা পালন করানোর চেষ্টা করা প্রত্যেক ব্যক্তির ওপর আবশ্যক। একথা আলোচ্য আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়েছে। এক হাদীসে এসেছে–

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, আল্লাহ তা'আলা ঐ ব্যক্তিকে রহমত করুন, যে নিজে রাতে সলাত আদায় করতে দাঁড়িয়েছে এবং তার স্ত্রীকে জাগিয়েছে, সে যদি দাঁড়াতে অস্বীকার করে তার মুখে পানি ছিটিয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ঐ মহিলাকেও রহমত করুন যে নিজে রাতে সালাত আদায় করতে দাঁড়িয়েছে এবং তার স্বামীকে জাগিয়েছে, যদি সে দাঁড়াতে অস্বীকার করে তার মুখে পানি ছিটিয়েছে।[৭]

হাদীসে আরো এসেছে– রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে সালাতের জন্য সাত বছর বয়সে পৌঁছলেই নির্দেশ দাও, আর তাদেরকে দশ বছর

[৬] *সূরা ফা-ত্বির : ৩৬-৩৭।*
[৭] *আবূ দাউদ- হা. ১৪৫০; সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ১৩৩৬।*

হলে এর জন্য প্রহার করো। আর তাদের শোয়ার জায়গা পৃথক করে দাও।[৮]

অনুরূপভাবে পরিবার-পরিজনকে সালাতের সময়, সাওমের সময় হলে স্মরণ করিয়ে দেয়াও এর অন্তর্ভুক্ত। রাসূল (ﷺ) যখনই বিত্‌র পড়তেন তখনি ‘আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-কে ডাকতেন এবং বলতেন,

“হে ‘আয়িশাহ্! দাঁড়াও এবং বিত্‌র আদায় করো।”[৯]

আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

﴿وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ﴾

অর্থাৎ- “যার ইন্ধন (জালানি) হবে মানুষ ও পাথর।”

তাফসীর : মানুষকে তাদের অপরাধের কারণে জাহান্নামের ইন্ধন বানিয়ে শাস্তি দেওয়া হবে। কিন্তু পাথরকে জাহান্নামের ইন্ধন বানানো হবে কেন? মুফাস্‌সিরগণ বলেন, এখানে الْحِجَارَةُ (পাথর) দ্বারা উদ্দেশ্য– পাথর দ্বারা নির্মিত প্রতিমা, মূর্তিপূজকরা যাদের পূজা করে থাকে। তাদেরকে জাহান্নামে ফেলে তাদের পূজারীদের শিক্ষা দেওয়া হবে যে, দেখো তোমরা যাদেরকে উপাস্য মনে করতে আজ তাদেরও কী শোচনীয় পরিণাম হয়েছে।

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন :

﴿عَلَيْهَا مَلٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ﴾

অর্থাৎ- “তাতে নিয়োজিত আছে কঠোর স্বভাব, কঠিন হৃদয় ফেরেশ্‌তাগণ!”

তাফসীর : মহান আল্লাহর ফেরেশ্‌তাদের মধ্য হতে এমন একদল ফেরেশ্‌তাকে এই আগুনের ওপর নিয়োজিত করা হয়েছে যাদের কাছে জাহান্নামীদের জন্য কোনো দয়া নেই, তাদের ওপর এ সকল ফেরেশ্‌তার কোনো মায়া-মমতা নেই। সর্বদায়ই তাদের ওপর এরা কঠোর হয়ে থাকে।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

﴿لَّا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَآ اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ﴾

অর্থাৎ- “যারা আল্লাহর কোনো হুকুমে তার অবাধ্যতা করে না এবং সেটাই করে, যার নির্দেশ তাদেরকে দেওয়া হয়।”

তাফসীর : এই ফেরেশ্‌তাদের একটি বৈশিষ্ট্য হলো– তারা মহান আল্লাহর কোনো নির্দেশই অমান্য করে না এবং তাদেরকে যা নির্দেশ করা হয় তারা তাই করে থাকে।

জাহান্নাম থেকে বাঁচতে পারাই জীবনের প্রকৃত সফলতা : সকল পিতা-মাতাই তাদের সন্তানের সফলতা কামনা করেন। তাই তারা তাদের সন্তানদেরকে শিক্ষা দানের জন্য স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠিয়ে থাকেন। ক্লাসের পর প্রাইভেট, কোচিং কোনোকিছুরই ঘাটতি রাখেন না। সন্তানকে দুনিয়ার জীবনে সফল করতে যেই পিতা-মাতার এত চেষ্টা-তদবীর, সেই পিতা-মাতারা কি কখনো চিন্তা করে দেখেছেন মৃত্যুর পর আপনার সেই সন্তান জাহান্নামের দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকা আগুন থেকে বাঁচতে পারবে কি? তা থেকে যদি বাঁচতে না-ই পারে তাহলে কিসের সফলতা? আল্লাহ সুবহানাহু তা‘আলা বলেন–

﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ ؕ وَاِنَّمَا تُوَفَّوْنَ اُجُوْرَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَاُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ؕ وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ﴾

অর্থ- “প্রতিটি প্রাণী মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। আর অবশ্যই কিয়ামতের দিনে তাদের প্রতিদান পরিপূর্ণভাবে দেওয়া হবে। সুতরাং যাকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে সে-ই সফলতা পাবে। আর দুনিয়ার জীবন শুধু ধোঁকার সামগ্রী।”[১০]

জাহান্নামের এ আগুন থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহ সুবহা-নাহু তা‘আলা দু‘আও শিক্ষা দিয়েছেন–

﴿رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ ۖ اِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ○ اِنَّهَا سَآءَتْ مُسْتَقَرًّا وَّمُقَامًا﴾

অর্থ- “হে আমার পালনকর্তা, আমাদের কাছ থেকে জাহান্নামের শাস্তি হটিয়ে দিন। নিশ্চয় এর শাস্তি নিশ্চিত ধ্বংস। বসবাস ও অবস্থানস্থল হিসেবে তা কত নিকৃষ্ট জায়গা!”[১১]

শিক্ষাসমূহ

এক- জাহান্নামের শাস্তি ও এর ভয়াবহতা সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞান অর্জন করা।

দুই- জাহান্নামের শাস্তির কাজে নিয়োজিত ফেরেশ্‌তাদের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারণা লাভ।

তিন- জাহান্নাম থেকে বাঁচার জন্য সর্বান্তকরণে চেষ্টা করা।

চার- পরিবার-পরিজনকে জাহান্নাম থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করা।

পাঁচ- প্রকৃত সফলতার পরিচয় লাভ। ☒

---

[৮] *সুনান আবূ দাঊদ- হা. ৪৯৫; মুসনাদে আহমাদ- ২/১৮০।*
[৯] *সহীহ মুসলিম- হা. ৭৪৪; মুসনাদে আহমাদ- ৬/১৫২।*
[১০] *সূরা আ-লি ‘ইমরান : ১৮৫।*
[১১] *সূরা আল ফুরক্বা-ন : ৬৫-৬৬।*

৬৬ বর্ষ ॥ ৩৯-৪০ সংখ্যা ❖ ১৪ জুলাই- ২০২৫ ঈ. ❖ ১৮ মুহার্‌রম- ১৪৪৬ হি.

হাদীসে রাসূল (ﷺ)

মুক্তির উপায়

–গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক★

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর অমিয় বাণী

عَنْ عُقْبَةَ بن عَامِرٍ قَالَ : لَقِيتُ رَسُوْلَ اللهِ (ﷺ) فَقُلْتُ : مَا النَّجَاةُ؟ فَقَالَ : أَمْلِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ وَابْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ.

সরল অনুবাদ

‘উক্ববাহ্ ইবনু ‘আমির (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমি রসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করে জিজ্ঞেস করলাম, (হে আল্লাহর রাসূল!) মুক্তির উপায় কী? তিনি (ﷺ) বললেন, তুমি নিজের জিহ্বাকে আয়ত্তে রাখো, নিজের ঘরে পড়ে থাকো এবং নিজের পাপের জন্য ক্রন্দন করো।[১২]

রাবী পরিচিতি

নাম- ‘উক্ববাহ্, উপনাম- আবূ হাম্মাদ, কারো মতে আবূ সা’দ, কারো মতে আবূ ‘আমের। পিতার নাম- ‘আমের।

বংশধারা : ‘উক্ববাহ্ ইবনু ‘আমির ইবনে আবস ইবনুল ‘আম্‌র ইবনু আদি ইবনে ‘আম্‌র ইবনুল রেফায়া ইবনু মারদুয়া ইবনে আদী ইবনুল গানম ইবনু রিবয়া ইবনে বিশদান ইবনুল কায়স ইবনু জুহাইনা আল-জুহানি।

জন্ম : তিনি মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মের সঠিক তারিখ জানা যায়নি।

ইসলাম গ্রহণ : ইসলামের প্রথম যুগে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন।

হিজরত : তিনি ছিলেন প্রাচীন হিজরতকারীদের একজন। তিনি ছিলেন আনসারদের মিত্র।

জিহাদে অংশগ্রহণ : তিনি রাসূল (ﷺ)-এর সাথে বিভিন্ন জিহাদে অংশগ্রহণ করেন। সিরিয়া বিজয়ের সময় সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। ‘আলী (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) ও মু‘আবিয়াহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)’র মতবিরোধের সময় তিনি মু‘আবিয়াহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)’র পক্ষ অবলম্বন করেছিলেন।

গুণাবলি : ‘উক্ববাহ্ ইবনু ‘আমির (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) একজন প্রখ্যাত ক্বারী, ফরায়েযবিদ, ফিকহবিদ, বিশিষ্ট কবি, লেখক ও পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। যারা কোরআন মাজিদ সংকলন করেছেন তিনি ছিলেন তাঁদের একজন। তিনি স্বীয় হস্তে কোরআন মাজিদের পাণ্ডুলিপি তৈরি করেন। তাছাড়া তিনি সুললিত কণ্ঠের অধিকারী ছিলেন। তিনি একজন খ্যাতনামা তীরন্দাজও ছিলেন।

হাদীস শাস্ত্রে তাঁর অবদান : তিনি হাদীস শাস্ত্রে বিরাট অবদান রেখেছেন। রাসূল ও ‘উমার (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে সর্বমোট ৫৫টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। বহু সাহাবী ও তাবেয়ী তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালন : তিনি মু‘আবিয়াহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)’র সময় হিজরি ৪৪ সনে তিন বছর মিসরের গভর্নরের দায়িত্ব পালন করেন।

ইন্তেকাল : তিনি মু‘আবিয়াহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)’র শাসনামলে হিজরি ৫৮ সনে মৃত্যুবরণ করেন। কারো কারো মতে, তিনি ৬০ হিজরি সনে মৃত্যুবরণ করেন।

হাদীসের ব্যাখ্যা

আলোচ্য হাদীসে রাসূল (ﷺ) মানব জাতির নাজাতের তথা মুক্তির পথ সম্পর্কে তিনটি কথা বলেছেন–

প্রথম কথা–

أَمْلِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ.

‘তুমি নিজের জিহ্বাকে আয়ত্তে রাখো।’

জিহ্বা বা মুখের ব্যবহার থেকেই বুঝে নেওয়া যায়, কোনো ব্যক্তি কতটা বুদ্ধিমান অথবা নির্বোধ? কে কতটা সভ্য অথবা অসভ্য? এই জিহ্বার অযাচিত ব্যবহারের ফলেই অনেককে হতে হয় বিপন্ন অথবা লাঞ্ছিত। এই জিহ্বার অপব্যবহারের কারণেই জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে অনেক মানবসন্তানকে। পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ের অন্যতম অনুষঙ্গ এই জিহ্বা। এটি একটি মাংসল অঙ্গ, যা মুখের ভেতর অবস্থিত। জিহ্বার গোড়াকে বলে শিকড়। এই শিকড় গলার ভেতরের অঙ্গের সাথে সংযুক্ত তথা হাইওয়েড নামক

★ প্রভাষক (আরবী), মহিমাগঞ্জ আলিয়া কামিল মাদ্‌রাসা, গাইবান্ধা।

[১২] আহমাদ- ১৭৩৩৪; আত্ তিরমিযী- ২৪০৬; সহীহাহ্- ৮৮৮; সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব- হা. ২৭৪১; মুসান্নাফ ইবনু আবূ শায়বাহ্- হা. ৩৪৫২৫; হিলইয়াতুল আওলিয়া- ২/৯; আল মু‘জামুল কাবীর লিত্ব ত্ববারানী- হা. ১৪১৬০; শু‘আবুল ঈমান- হা. ৪৯৩০; সহীহুল জামি‘- হা. ২২৭২।

হাড়ের সঙ্গে যুক্ত। চোয়ালের হারের সঙ্গেও রয়েছে এ অঙ্গের সংযুক্তি।

জিহ্বা মূলত অন্তরের দরজা। মানুষের অন্তরের গোপনীয়তা জিহ্বা দ্বারা প্রকাশ পায়। এর ক্ষমতা প্রবল। এটা মানুষকে ধ্বংসের অতল গহ্বরে নিক্ষেপ করতে পারে। আবার সাফল্যের স্বর্ণ শিখরে আরোহণ করাতে পারে। অধিকাংশ পাপ ও নেকীর কাজ জিহ্বা দ্বারাই সংঘটিত হয়ে থাকে। গীবত-পরনিন্দা, কুটনামী, মিথ্যা, অশ্লীল কথা, গালমন্দ ইত্যাদি জিহ্বারই কাজ। সুতরাং জিহ্বাকে সংযত রাখাই মানুষের জন্য অতীব জরুরি কর্তব্য। আল্লাহ বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ﴾

"হে ঐসব লোক, যারা ঈমান এনেছ! তোমরা বেশি বেশি অনুমান করা থেকে বিরত থাকো। কারণ, কোনো কোনো অনুমান গুনাহের কাজ। আর তোমরা একে অপরের গোপন বিষয় তালাশ করো না এবং তোমাদের মধ্যে কেউ যেন কারো গীবত না করে। তোমাদের মধ্যে কি এমন কেউ আছে যে তার মৃত ভাইয়ের গোশ্‌ত খাওয়া পছন্দ করে? তোমরা তা ঘৃণা করে থাকো। আল্লাহকে ভয় করো। আল্লাহ বড়ই তাওবাহ্ কবুলকারী ও মেহেরবান।[১৩]

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) مَنْ يَضْمَنْ لِي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ.

সাহ্‌ল ইবনু সা'দ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আমার কাছে (এই অঙ্গীকার করবে যে, সে) তার দুই চোয়ালের মধ্যস্থিত বস্তুর এবং তার দু'পায়ের মধ্যস্থিত বস্তুর জিম্মাদার হবে তবে আমি তার জন্য জান্নাতের জিম্মাদার হব।'[১৪]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ الْجَنَّةَ فَقَالَ تَقْوَى اللهِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ وَسُئِلَ عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارَ فَقَالَ الْفَمُ وَالْفَرْجُ.

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, 'তোমরা কি জানো! কোন জিনিস মানুষকে সবচেয়ে বেশি জান্নাতে প্রবেশ করাবে? তা হচ্ছে– আল্লাহভীতি ও উত্তম চরিত্র। তোমরা কি জানো মানুষকে কোন জিনিস সবচেয়ে বেশি জাহান্নামে প্রবেশ করাবে? তা হচ্ছে– দু'টি মধ্যস্থান। একটি মুখ বা জিহ্বা, অপরটি লজ্জাস্থান।'[১৫] ইমাম আত্ তিরমিযী (রহিমাহুল্লাহ) বর্ণনা করেন :

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ : كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ (ﷺ) فِيْ سَفَرٍ... ثُمَّ قَالَ : أَلَا أُخْبِرُكَ بِرَأْسِ الْأَمْرِ كُلِّهِ وَعَمُوْدِهِ، وَذِرْوَةِ سَنَامِهِ؟ قُلْتُ : بَلَى يَا رَسُوْلَ اللهِ، قَالَ : رَأْسُ الْأَمْرِ الْإِسْلَامُ، وَعَمُوْدُهُ الصَّلَاةُ، وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ، ثُمَّ قَالَ : أَلَا أُخْبِرُكَ بِمَلَاكِ ذٰلِكَ كُلِّهِ؟ قُلْتُ : بَلَى يَا نَبِيَّ اللهِ، فَأَخَذَ بِلِسَانِهِ قَالَ : كُفَّ عَلَيْكَ هَذَا، فَقُلْتُ : يَا نَبِيَّ اللهِ، وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُوْنَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ؟ فَقَالَ : ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ يَا مُعَاذُ، وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِيْ النَّارِ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ أَوْ عَلٰى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ.

'মু'আয ইবনু জাবাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একবার রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সাথে সফরে ছিলাম। পুনরায় তিনি বললেন, আমি কি সমস্ত কাজের মূল, স্তম্ভ ও সর্বোচ্চ শিখর সম্পর্কে তোমাকে অবহিত করব না? আমি বললাম, হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)! তিনি বললেন, সকল কাজের মূল হলো ইসলাম, তার স্তম্ভ হলো সালাত, আর তার সর্বোচ্চ শিখর হলো জিহাদ। তিনি আরো বললেন, আমি কি তোমাকে এসব কিছুর সার সম্পর্কে বলব না? আমি বললাম, হ্যাঁ, হে আল্লাহর নবী (ﷺ)! তিনি তার জিহ্বা ধরে বললেন, এটা সংযত রাখো। আমি প্রশ্ন করলাম, হে আল্লাহর নবী (ﷺ)! আমরা যে কথাবার্তা বলি, এগুলো সম্পর্কেও কি আমাদের পাকড়াও (জবাবদিহি করা) হবে? তিনি বললেন, হে মু'আয! তোমার মা তোমাকে হারিয়ে ফেলুক! মানুষকে তো কেবল জিহ্বার উপার্জনের কারণেই অধঃমুখে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।'[১৬]

হাদীসটি নিয়ে একটু চিন্তা করুন– বেশি না, সামান্য। 'মানুষকে তো কেবল জিহ্বার উপার্জনের কারণেই অধঃমুখে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে' –এ অংশটি আবারও পড়ুন, আবারও, আবারও। একটু চোখ বন্ধ করে ভেবে দেখুন, আমাদের জবানের হিফাজত হচ্ছে তো?

[১৩] *সূরা আল হুজুরা-ত : ১২।*
[১৪] *বুখারী; মিশকা-তুল মাসা-বীহ- বঙ্গানুবাদ, হা. ৪৬০১।*
[১৫] *আত্ তিরমিযী; মিশকাত- বঙ্গানুবাদ, হা. ৪৬২১, সহীহ।*
[১৬] *সুনানুত্ তিরমিযী- ৪/৩০৮, হা. ২৬১৬, দারুল গারবিল ইসলামী, বৈরুত।*

দ্বিতীয় কথা–

وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ. ‘নিজের ঘরে পড়ে থাকো।’

অর্থাৎ- ঘরে অবস্থান করবে। বিনা প্রয়োজনে ঘর থেকে বের হবে না। ঘরে আছ তো নিরাপদ। জান-মাল নিরাপদ। ইজ্জত-আব্রু নিরাপদ। ফিৎনা থেকে নিরাপদ। ঘর থেকে বের হলেই গুনাহ হতে পারে। চোখের গুনাহ, কানের গুনাহ, মুখের গুনাহ হতে পারে। কোনো গোমরাহ লোকের কথায় ফেঁসে ঈমান- ‘আক্বীদাহ্ নষ্ট হতে পারে। ‘আমল নষ্ট হতে পারে। কোথাও ঝগড়া-বিবাদ হলো, তুমি নিরপরাধ, কিন্তু সেখানে উপস্থিত থাকার কারণে তুমিও ফেঁসে গেলে। মোকাদ্দমায় তোমারও নাম এসে গেল। জান-মালের ক্ষতি হয়ে গেল। তো ঘর হচ্ছে নিরাপদ। বিনা প্রয়োজনে ঘর থেকে বের হয়ো না। ঘরে স্ত্রীকে সময় দাও, সন্তানকে সময় দাও। কিংবা অন্তত বিশ্রাম নাও। বিশ্রাম দ্বারা উদ্যম সৃষ্টি হবে। এ উদ্যম নেককাজে ব্যয় করতে পারবে।

প্রয়োজনের কারণে বের হতে পার। জামায়াতে নামায পড়ার জন্য মসজিদে যাবে। পড়া-শোনার জন্য মাদ্‌রাসায়। ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য, উপার্জনের জন্য কর্মস্থলে যাবে। আত্মীয়-স্বজনের সাথে সাক্ষাতের জন্য, খোঁজ-খবর নেওয়ার জন্য যাবে। কিন্তু রাস্তা-ঘাটে ঘোরাঘুরি করো না, হাট-বাজারে, চা-স্টলে, পার্কে শুধু শুধু বসে থেকো না, গল্প-গুজবে সময় নষ্ট করো না। জীবনের এক একটি মুহূর্তের হিসাব দিতে হবে। হাদীসে এসেছে–

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ (ﷺ) قَالَ "لَا تَزُوْلُ قَدَمَا ابْنِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ حَتّٰى يُسْأَلَ عَنْ خَمْسٍ عَنْ عُمْرِهِ فِيْمَا أَفْنَاهُ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيْمَ أَنْفَقَهُ وَمَاذَا عَمِلَ فِيْمَا عَلِمَ".

ইবনু মাস‘ঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত আছে, নবী (ﷺ) বলেছেন, কিয়ামত দিবসে পাঁচটি বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ হওয়ার আগ পর্যন্ত আদম সন্তানের পদদ্বয় আল্লাহ তা‘আলার নিকট হতে সরতে পারবে না। তার জীবনকাল সম্পর্কে, কিভাবে অতিবাহিত করেছে? তার যৌবনকাল সম্পর্কে, কী কাজে তা বিনাশ করেছে; তার ধন-সম্পদ সম্পর্কে, কোথা হতে তা উপার্জন করেছে এবং তা কী কী খাতে খরচ করেছে এবং সে যতটুকু জ্ঞান অর্জন করেছিল সে মুতাবিক কী কী ‘আমল করেছে।’[১৭]

[১৭] *জামে‘ আত্ তিরমিযী- হা. ২৪১৬; সহীহাহ্- হা. ৯৪৬।*

তৃতীয় কথা হচ্ছে–

وَابْكِ عَلٰى خَطِيْئَتِكَ.

“এবং নিজের গুনাহের জন্য কাঁদতে থাকো।”

গুনাহের পরকালীন শাস্তির কথা আমরা সবাই জানি। কিন্তু আমরা অনেকেই গুনাহের ইহকালীন কুপ্রভাব সম্পর্কে জানি না। আসলে আমাদের ব্যক্তি জীবনে, পারিবারিক জীবনে, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে গুনাহের অনেক কুপ্রভাব রয়েছে। গুনাহ আমাদের জীবনযাপনকে প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত করে। কখনো কখনো ব্যক্তির করা গুনাহের প্রভাব ব্যক্তির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে, আবার কখনো সেই প্রভাব ব্যক্তিকে ছাড়িয়ে পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্রে এমনকি সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে।

আমরা নিয়মিত গুনাহ করে যাচ্ছি। অথচ এসব গুনাহ আমাদের জীবনে কিভাবে কুপ্রভাব বিস্তার করে যাচ্ছে তা আমরা অনেকেই বুঝি না, বুঝার চেষ্টাও করি না। খারাপ থেকে বাঁচার জন্যই খারাপকে চিনতে হবে।

নিজ পাপের জন্য ক্রন্দন করো। অর্থাৎ- নিজের অন্যায় ও পাপাচারের কারণে মহান আল্লাহর নিকট লজ্জিত অন্তরে তাওবাহ্ করা এবং বাস্তবে ক্রন্দন করা। কেননা, তাওবাহ্ ও ক্রন্দনের মাধ্যমে আত্মশুদ্ধি অর্জিত হয়।

গুনাহের কারণে ক্রন্দনের গুরুত্ব অত্যধিক। যা বিভিন্ন হাদীস দ্বারা প্রতীয়মান হয়। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

لَوْ تَعْلَمُوْنَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيْلًا، وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيْرًا.

‘আমি যা জানি তোমরা যদি তা জানতে, তবে খুব কম হাসতে এবং অধিক কাঁদতে।’[১৮]

অন্য হাদীসে এসেছে, আবূ যার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

إِنِّيْ أَرٰى مَا لَا تَرَوْنَ، وَأَسْمَعُ مَا لَا تَسْمَعُوْنَ، إِنَّ السَّمَاءَ أَطَّتْ، وَحَقَّ لَهَا أَنْ تَئِطَّ، مَا فِيْهَا مَوْضِعُ أَرْبَعِ أَصَابِعَ إِلَّا وَمَلَكٌ وَاضِعٌ جَبْهَتَهُ سَاجِدًا لِلّٰهِ، وَاللّٰهِ لَوْ تَعْلَمُوْنَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيْلًا، وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيْرًا، وَمَا تَلَذَّذْتُمْ بِالنِّسَاءِ عَلَى الْفُرُشَاتِ، وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى الصُّعُدَاتِ، تَجْأَرُوْنَ إِلَى اللّٰهِ، وَاللّٰهِ لَوَدِدْتُ أَنِّيْ كُنْتُ شَجَرَةً تُعْضَدُ.

[১৮] *বুখারী- হা. ৬৪৮৫; জামে‘ আত্ তিরমিযী- হা. ২৩১৩।*

‘আমি যা দেখি তোমরা তা দেখো না, আর আমি যা শুনতে পাই তোমরা তা শুনতে পাও না। আসমান তো চড়চড় শব্দ করছে, আর সে এই শব্দ করার যোগ্য। তাতে এমন চার আঙুল পরিমাণ জায়গাও নেই যেখানে কোনো ফেরেশ্‌তা মহান আল্লাহর জন্য সিজদারত নেই। আল্লাহর শপথ! আমি যা জানি তোমরা যদি তা জানতে তাহলে তোমরা খুব কম হাসতে, বেশি কাঁদতে এবং বিছানায় স্ত্রীদের উপভোগ করতে না, বাড়ী-ঘর ছেড়ে পথে-প্রান্তরে বেরিয়ে পড়তে এবং চিৎকার করে মহান আল্লাহর কাছে দু‘আ করতে যে, আল্লাহর শপথ! হায়, আমি যদি একটি গাছ হতাম এবং তা কেটে ফেলা হত।’[১৯]

‘উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু)’র মুক্ত দাস হানী বলেন,

كَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ إِذَا وَقَفَ عَلَى قَبْرٍ يَبْكِي حَتَّى يَبُلَّ لِحْيَتَهُ، فَقِيلَ لَهُ : تَذْكُرُ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ، وَلَا تَبْكِي، وَتَبْكِي مِنْ هَذَا؟ قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ (ﷺ)، قَالَ : إِنَّ الْقَبْرَ أَوَّلُ مَنَازِلِ الْآخِرَةِ، فَإِنْ نَجَا مِنْهُ، فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ، وَإِنْ لَمْ يَنْجُ مِنْهُ، فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ قَالَ : وَقَالَ رَسُولُ اللهِ (ﷺ) : مَا رَأَيْتُ مَنْظَرًا قَطُّ إِلَّا وَالْقَبْرُ أَفْظَعُ مِنْهُ.

‘উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কোনো কবরের পাশে দাঁড়িয়ে এত বেশি কাঁদতেন যে, তাঁর দাঁড়ি ভিজে যেত। তাঁকে প্রশ্ন করা হলো, জান্নাত-জাহান্নামের আলোচনা করলে তো আপনি কাঁদেন না, অথচ কবর দর্শনে এত বেশি কাঁদেন কেন? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, ‘আখিরাতের মনযিলগুলোর মধ্যে কবর হলো প্রথম মনযিল। এখান থেকে কেউ মুক্তি পেয়ে গেলে তার জন্য পরবর্তী মনযিলগুলোতে মুক্তি পাওয়া খুব সহজ হয়ে যাবে। আর এখান থেকে মুক্তি না পেলে তার জন্য পরবর্তী মনযিলগুলো আরো বেশি কঠিন হবে।’ ‘উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আরো বলেছেন, ‘আমি কবরের দৃশ্যের চাইতে অধিক ভয়ংকর দৃশ্য আর কখনো দেখিনি।’[২০]

‘উমাইয়াহ্ খলীফা ‘উমার ইবনু আব্দুল ‘আযীয ইসলামের ইতিহাসে অধিক ক্রন্দনকারী হিসাবে খ্যাত। তাঁর পুণ্যময় জীবনের বিস্ময়কর একটি ঘটনা হচ্ছে– ফাতিমাহ্ বিনতু ‘আব্দুল মালেক কেঁদে কেঁদে তাঁর দৃষ্টিশক্তি দুর্বল করে ফেলল। অতঃপর তাঁর ভাই মাসলামা ও হিশাম তাঁর নিকট এসে বলল, কোন জিনিসটি তোমাকে এভাবে কাঁদাচ্ছে? তোমার যদি দুনিয়ার কোনো কিছু হারায় তাহলে আমাদের সম্পদ ও পরিজন দ্বারা তোমাকে আমরা সাহায্য করব। তাদের জবাবে ফাতিমাহ্ বললেন, ‘উমরের কোনো কিছুর জন্যে আমি দুঃখ করছি না। কিন্তু আল্লাহর কসম! গত রাত্রে দেখা একটি দৃশ্য আমার ক্রন্দনের কারণ। অতঃপর ফাতিমাহ্ বিনতু ‘আব্দুল মালেক বললেন, আমি গত রাত্রে ‘উমার ইবনু ‘আব্দুল ‘আযীযকে সালাতরত অবস্থায় দেখেছি। অতঃপর তিনি মহান আল্লাহর বাণী–

﴿يَوْمَ يَكُوْنُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوْثِ. وَتَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوْشِ﴾

“যেদিন মানুষ হবে বিক্ষিপ্ত পতঙ্গের মতো এবং পর্বতমালা হবে ধুনিত রঙিন পশমের মতো”[২১] –এই আয়াত পাঠ করে চিৎকার করে উঠলেন এবং মাটিতে পড়ে গেলেন। অতঃপর কঠিনভাবে চিৎকার করতে থাকলে আমার মনে হলো তাঁর রূহ্ বের হয়ে যাবে। অতঃপর তিনি থামলে আমার মনে হলো তিনি হয়ত মারা গেছেন। এরপর তিনি চেতনা ফিরে পেয়ে ফরিয়াদ করে বলতে লাগলেন, হায়! মন্দ সকাল! এরপর তিনি লাফিয়ে উঠে ঘরের মধ্যে ঘুরতে থাকলেন আর বলতে লাগলেন, ‘হায়! আমার জন্য দুর্ভোগ। সেদিন কোনো লোক হবে বিক্ষিপ্ত পতঙ্গের মতো এবং পর্বতমালা হবে ধুনিত রঙিন পশমের মতো?’[২২]

হাদীসের শিক্ষা

১. সর্বাবস্থায় জিহ্বাকে হিফাজত করতে হবে। কেননা জিহ্বার মাধ্যমেই বেশিরভাগ গুনাহ সংঘটিত হয়ে থাকে।
২. বাইরে বের হয়ে যদি আমি গুনাহের কাজে লিপ্ত হই, যেখানে-সেখানে চায়ের দোকানে আড্ডা দিয়ে মানুষের গীবত, চোগলখুরিতে যদি ব্যস্ত থাকি তাহলে আমার জন্য বাড়ীতে অবস্থান করাই শ্রেয়।
৩. মহান আল্লাহর ভয়ে বেশি বেশি কাঁদা উচিত যাতে গুনাহ না হয়। গুনাহ ভুলক্রমে হয়ে গেলে আরো বেশি মহান আল্লাহর কাছে কাঁদা প্রয়োজন। ☒

---

[১৯] *সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ৪১৯০।*
[২০] *ইবনু মাজাহ্- হা. ৪২৬৭; আত্ তিরমিযী- হা. ২৩০৮।*
[২১] *সূরা আল ক্বারি‘আহ্ : ৪-৫।*
[২২] *আল-মুনতাযাম ফী তারীখিল উমাম ওয়াল মুলূক- জামালুদ্দীন আল-জাওযী, তাহ্‌ক্বীক্ব : মুহাম্মাদ আব্দুল কাদির ও মোস্তফা আব্দুল ক্বাদির, বৈরূত : দারুল কুতুবুল ইলমিয়াহ, প্রথম সংস্করণ, ১৪১২ হি./১৯৯২ খ্রি., ৭/৭২।*

৬৬ বর্ষ ॥ ৩৯-৪০ সংখ্যা ❖ ১৪ জুলাই- ২০২৫ ঈ. ❖ ১৮ মুহার্‌রম- ১৪৪৬ হি.

প্রবন্ধ

পিতা-মাতার স্নেহ-ছায়া ও সন্তান গঠনের পথনির্দেশ

–অধ্যাপক মো. আবুল খায়ের*

সাধারণতঃ পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে সর্বত্রই শোনা যায়। কিন্তু সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার ও যে অনেক দায়িত্ব-কর্তব্য আছে সে সম্পর্কে তেমন বেশি কিছু শোনা যায় না। তাই এ সম্পর্কে কিছু লেখার জন্য কাগজ-কলম হাতে নিয়ে একটু লেখার চেষ্টা করছি মাত্র।

দেখুন, আমি মনে করি পৃথিবীর এ জীবনে একজন মানুষের সবচেয়ে প্রিয়তম বস্তু ও হৃদয়ের অন্যতম আনন্দ হচ্ছে তার সন্তান-সন্ততি। শুধু তাই নয়, আখিরাতের জীবনেরও সাথী ও আনন্দ। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের একাধিক স্থানে ঘোষণা করা হয়েছে যে, জান্নাতে মু'মিনগণ তাদের সন্তানদের সাহচর্য উপভোগ করবেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَالَّذِيْنَ آمَنُوْا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيْمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ﴾

“যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের সন্তান-সন্ততি যারা ঈমানের বিষয়ে তাদের অনুগামী হয়েছে, তাদের সাথে মিলিত করব, তাদের সন্তান-সন্ততিকে এবং তাদের কর্মফল কিছুমাত্র হ্রাস করবো না।”[২৩]

অর্থাৎ- যে সকল ঈমানদার তাদের তাক্বওয়া ও সৎ 'আমলের মাধ্যমে জান্নাতের সুউচ্চ মর্যাদা লাভে ধন্য হবে, তাদের সন্তান-সন্ততিরাও যদি বাপ-দাদাদের ঈমানের অনুসারী হয়ে সঠিকভাবে 'আমল করে তাহলে ঐ সকল সন্তানেরাও বাপ-দাদার সাথে জান্নাতে থাকবে। এ সম্পর্কে রাসূল (ﷺ) বলেছেন,

إن الله ليرفع ذرية المؤمن إليه في درجته وإن كانوا دونه في العمل لتقر بهم عينه ثم قرأ : ﴿وَالَّذِيْنَ آمَنُوْا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيْمَانٍ﴾ الآية ثم قال : وما نقصنا الآباء بما اعطينا البنين.

“নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদের সন্তানদেরকে জান্নাতে, মু'মিনদের সমমর্যাদা দান করবেন যদিও 'আমলে তাদের সমপর্যায়ে না পৌঁছে। যাতে তাদের সন্তানদের দেখে চক্ষু শীতল হয়। তারপর এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন।”[২৪]

সম্মানিত পাঠকমণ্ডলী! সত্যিকার অর্থে আমরা আন্তরিকভাবে কামনা করি আখিরাতে যেন আমাদের সন্তানদেরকে আমরা দেখতে পাই। তাই আখিরাতে সত্যিকার আনন্দ পেতে হলে সন্তানদের প্রতি আমাদের অনেক দায়িত্ব-কর্তব্য রয়েছে। সর্বদা মনে রাখতে হবে দায়িত্বে অবহেলার কারণে সন্তান যেন চিরস্থায়ী পরিতাপের কারণে পরিণত না হয়। এজন্য কোরআন ও হাদীসে সন্তানদের প্রতি পিতা-মাতার কর্তব্য ও দায়িত্ব বিশেষরূপে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথম দায়িত্ব হচ্ছে সন্তানের জন্য যোগ্য পিতা ও মাতা বাছাই করা। শুধুমাত্র পাত্র বা পাত্রীর ব্যক্তিগত আনন্দ, তৃপ্তি ও জাগতিক সুবিধাদির দিকে দৃষ্টি না দিয়ে আগত প্রজন্মের কল্যাণের দিকে লক্ষ্য রেখে বিবাহের পাত্র-পাত্রী নির্ধারণ করতে হবে। এ জন্য হাদীসে উভয় পক্ষকে সততা, ধার্মিকতা ও নৈতিক দৃঢ়তার দিকে লক্ষ্য রাখতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার প্রাথমিক দায়িত্বসমূহ

(১) সন্তানের জন্মের সময় তার কানে আযান দেওয়া, সুন্দর নাম রাখা, মুখে মিষ্টি বা খাদ্য ছোয়ানো, 'আক্বীক্বাহ্ করা, খাতনা করা ইত্যাদি। নবজাতকের কানে যেন সর্বপ্রথম মহান আল্লাহর নাম ও তাঁর মহত্ব ও একত্বই প্রথম প্রবেশ করে। তার জন্য জন্মের পরেই কানে আযান দেওয়ার কথা হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। সাহাবী আবূ রাফি (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন,

---

*সহকারী অধ্যাপক, বোয়ালিয়া মুক্তিযোদ্ধা কলেজ ও খতীব, মুরারী কাঠি জমঈয়তে আহলে হাদীস মসজিদ, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

[২৩] সূরা আত্ তূর : ২১।

[২৪] সিলসিলাহ সহীহাহ্- হা. ২৪৯০

সূচীপত্র

رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ (ﷺ) أَذَّنَ فِيْ أُذُنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ حِيْنَ وَلَدَتْهُ فَاطِمَةُ بِالصَّلَاةِ.

"আমি দেখলাম যে, ফাতিমাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) যখন হাসানকে জন্ম দিলেন তখন রাসূল (ﷺ) হাসানের কানে নামাযের আযানের মতো আযান দিলেন।"[২৫]

বর্তমানে অধিকাংশ সন্তান-সন্ততি হাসপাতালে, ক্লিনিকে বা মাতৃসদনে জন্মগ্রহণ করে, ফলে শিশুর কানে আযান দেওয়ার এ মূল্যবান সুন্নাতটির অবহেলা হচ্ছে। তাই এ ব্যাপারে পিতা বা অভিভাবককে যথেষ্ট সচেতন থাকতে হবে। তাছাড়া ক্লিনিক বা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকেও এ বিষয়ে একটি ব্যবস্থা রাখতে হবে।

(২) এবার সন্তানের মুখে ভাত দেওয়ার রেওয়াজ আমাদের দেশে প্রচলিত আছে। যেটি ইসলামী শরীয়তে নেই। তবে এ ব্যাপারে একটি বৈধ রীতি আছে। যাকে আরবীতে "তাহনীক" বলে। অর্থাৎ- শিশু জন্মের সাথে সাথে কোনো নেক্কার মু'মিন ব্যক্তির নিকট নিয়ে তার মুখের মধ্যে খেজুর, মধু বা অনুরূপ কোনো খাদ্যদ্রব্য ছোয়ানোকে তাহনীক বলে। সাহাবীগণ তাদের নবজাতককে রাসূল (ﷺ)-এর নিকট নিয়ে তাহনীক করাতেন।[২৬]

(৩) এবার সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার অন্যতম দায়িত্ব হচ্ছে তার জন্য সুন্দর এবং অর্থবোধক নাম রাখা। জন্মের পরেই তাহনীক করানোর সময় রাসূল (ﷺ) অনেকের নাম রেখেছেন। অন্যান্য হাদীসে জন্মের ৭ম দিনে নাম রাখার কথা বলা হয়েছে।

রাসূল (ﷺ) শিশুদের নাম রাখার জন্য সুন্দর বা সঠিক অর্থবহ নাম, মহান আল্লাহর নামের দাসত্ববোধক নাম, নবীগণের নাম ইত্যাদি পছন্দ করতেন। 'আব্দুল্লাহ এবং 'আব্দুর্ রহমান নাম দু'টি মহান আল্লাহর নিকট প্রিয়তম বলে তিনি বলেছেন। অন্যদিকে যে সকল নামের অর্থ খারাপ বা কঠিন এরূপ নাম তিনি রাখতে অপছন্দ করতেন। অনেক সময় তিনি এ ধরনের নাম পরিবর্তনও করে দিতেন।[২৭]

অথচ আমাদের সমাজে অত্যন্ত আপত্তিকর একটা অভ্যাস হচ্ছে নাম বিকৃত করা। তাও দু'ভাবে এটা করি। প্রথমত নামকে বিকৃত করা যেমন হাসানকে হাসান্যা বা হাসু বলা। দ্বিতীয়ত মহান আল্লাহর দাসত্ববোধক নামগুলোকে মহান আল্লাহর নামে ডাকা। যেমন- 'আব্দুর রহমান, 'আব্দুর্ রায্যাক ইত্যাদি। অগণিত নাম আমরা 'আব্দুল বাদ দিয়ে শুধু রহমান, রায্যাক ইত্যাদি নামে ডেকে থাকি। এ ধরনের বিকৃতি বেশি মারাত্মক, কঠিন গুনাহ। এ অভ্যাসটি অবশ্যই আমাদের পরিত্যাগ করতে হবে।

(৪) সন্তানের 'আক্বিক্বাহ্ করা : সন্তান জন্মের ৭ম দিনে নবজাতকের শরীরের ময়লা পরিষ্কার করা, চুল কাটা, চুলের ওজনের সমপরিমাণ রৌপ্য দান করা এবং তার পক্ষ থেকে মেষ বা ছাগল 'আক্বিক্বাহ্ হিসাবে জবাই করার নির্দেশ হাদীসে আছে। এ প্রসঙ্গে রাসূল (ﷺ) বলেন,

«مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْهُ فَلْيَنْسُكْ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ».

"যদি কারো সন্তান জন্মগ্রহণ করে তাহলে সে চাইলে তার সন্তানের পক্ষ থেকে পশু জবাই করবে। পুত্র শিশুর পক্ষে দু'টি সমান ছাগল-মেষ এবং কন্যা সন্তানের পক্ষ থেকে একটি।"[২৮]

(৫) শিশুর যথাসময়ে খাতনা করানো : পুত্র সন্তানের প্রতি যথাসময়ে খাতনা করানো পিতা-মাতার অন্যতম দায়িত্ব। হাদীসে জন্মের ৭ম দিনেই খাতনা করানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের দৃষ্টিতেও জন্মের ৭ম দিনের মধ্যে খাতনা করানো উত্তম। তবে পরে খাতনা করানোও নিষিদ্ধ নয়। খাতনা উপলক্ষে অনুষ্ঠানাদি করার কোনো নির্দেশ বা অনুমতি হাদীসে নেই। জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন,

"রাসূলুল্লাহ (ﷺ) হাসান ও হুসাইনের জন্য তাঁদের 'আক্বিক্বাহ্ করেন এবং খাতনা করান তাদের জন্মের ৭ম দিনে।"[২৯]

(৬) শিশুর জন্মের পরই দু'বছর সন্তানকে বুকের দুধ খাওয়ানো মায়ের অন্যতম দায়িত্ব। পিতারও দায়িত্ব আছে মাতার জন্য দুগ্ধদানের যথাযোগ্য ব্যবস্থা করা। ছয় মাস বয়স থেকেই শিশুকে অন্যান্য খাদ্য গ্রহণে অভ্যস্ত করতে হবে। যেন দু'বছরের মধ্যে তাকে মায়ের বুকের

[২৫] *জামে' আত্ তিরমিযী- ৪/৯৭; সুনান আবূ দাউদ- ৪/৩২৮।*
[২৬] *বুখারী- ৩/১৪২২, ৫/২০৮১; সহীহ মুসলিম- ৩/১৬৮৯।*
[২৭] *মুসলিম- ৩/১৬৮৬-১৬৮৮; আত্ তারগীব- ৩/১১১-১১৪।*
[২৮] *জামে' আত্ তিরমিযী- ৪/৯৬-১০১; সুনান আবূ দাউদ- ৩/১০৫-১০৭, মা. শা., হা. ২৮৪২, হাসান।*
[২৯] *মাজমাউয যাওয়াইদ- ৪/৫৯; শু'আবুল ঈমান- ৬/৩৯৪।*

দুধ খাওয়ানো বন্ধ করা যায়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ রাব্বুল ‘আলামীন বলেন,

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾

“মায়েরা তাদের সন্তানদেরকে পূর্ণ দু’বছর বুকের দুধ খাওয়াবে, যে দুধ পান করানোর সময়টি পূর্ণ করতে চায়। সাথে সাথে পিতার ওপর দায়িত্ব হলো যথাবিধি তাদের ভরণপোষণ করা।”[৩০]

সম্মানিত পাঠকমণ্ডলী! সর্বদা মনে রাখতে হবে সন্তানকে দৈহিক, আত্মিক, মানসিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী, স্বাবলম্বী ও সম্মানিতরূপে গড়ে তোলা একজন পিতা-মাতার মূল দায়িত্ব। প্রথমত যে বিষয় সন্তানদের মধ্যে গড়ে তুলতে হবে তা হলো তার সততা ও ধার্মিকতা। তারা ইসলামের সঠিক বিশ্বাস, কর্ম ও আচরণ শিখবে এবং পালন করবে। স্বার্থপরতা, ধোঁকাবাজি, মুনাফিক্বী, বকধার্মিকতা, সৃষ্টির অকল্যাণ ইত্যাদি যে সকল বিষয় আল্লাহ তা‘আলা নিষেধ করেছেন তা তারা ঘৃণা করবে এবং বর্জন করবে। নামায, রোযা, যাকাত, সৃষ্টির সেবা, সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধ ইত্যাদি সকল দায়িত্ব তারা আগ্রহভরে পালন করবে। সন্তানদেরকে এ মানসিকতায় গড়ে তোলা একজন পিতা-মাতার অন্যতম ফর্‌য। এই ফর্‌য দায়িত্বগুলো অবহেলা করে যদি কেউ ফর্‌যে কিফায়া বা নফল দায়িত্ব পালনে ব্যস্ত হন তাহলে তা বকধার্মিকতায় পর্যবসিত হবে। এ জন্য আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا﴾

“হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবারকে জাহান্নামের আগুন হতে রক্ষা করো।”[৩১]

দেখুন, আমরা অনেক সময় ব্যক্তিগত রাগ বা জাগতিক ক্ষতির কারণে সন্তানদেরকে শাসন করে থাকি। কিন্তু ধর্মীয় ও নৈতিক আচরণের ত্রুটিগুলোর প্রতি মোটেই গুরুত্ব দিয়ে দেখি না। অথচ রাসূল (ﷺ) এবং তাঁর সাহাবীগণ আমাদের এর উল্টো আচরণ শিক্ষা দিয়েছেন। জাগতিক বিষয়াদির ক্ষতি, কষ্ট বা ব্যক্তিগত রাগ তাঁরা সহ্য করেছেন। কিন্তু দ্বীনী বিষয়ের কোনো ত্রুটি বা অবহেলা দেখলেই তাঁরা কঠোরভাবে শাসন করেছেন। কারণ জাগতিক ক্ষতি কাটিয়ে ওঠা খুবই সহজ। পক্ষান্তরে নৈতিক ও ধর্মীয় অধঃপতন যুবক-কিশোরদের দুনিয়া ও আখিরাতে চিরতরে ধ্বংস করে দিতে পারে। আনাস ইবনু মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন,

"خَدَمْتُ رَسُوْلَ اللهِ (ﷺ) تِسْعَ سِنِيْنَ، فَمَا أَعْلَمُهُ قَالَ لِيْ قَطُّ : لِمَ فَعَلْتَ كَذَا وَكَذَا؟ وَلَا عَابَ عَلَيَّ شَيْئًا قَطُّ".

“আমি নয়টি বছর রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর খিদমত করেছি। এই দীর্ঘ সময়ে আমি কোনো দিন দেখিনি যে, আমি কোনো কাজ করে ফেললে তিনি আমাকে জবাব চেয়ে বলেছেন কেন তুমি ঐ কাজটি করলে? অথবা আমি তাঁর নির্দেশিত কোনো কাজ না করলে তিনি আমাকে বলেছেন কেন তুমি ঐ কাজটি করলে না।”[৩২]

কিন্তু ধর্মীয় ও নৈতিক বিষয়ে শিক্ষা দিতে তিনি কঠোর হতে বলেছেন। তিনি বলেছেন,

"مُرُوْا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِيْنَ وَاضْرِبُوْهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِيْنَ وَفَرِّقُوْا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ".

“তোমাদের সন্তানদের বয়স ৭ বছর হলে তাদেরকে নামায পড়ার জন্য নির্দেশ দেবে এবং ১০ বছর বয়স হলে তাদেরকে নামাযের জন্য শাসন করবে এবং তাদের বিছানা পৃথক করে দেবে।”[৩৩]

সম্মানিত পাঠকমণ্ডলী! সন্তান-সন্ততিদেরকে যদি ধর্মীয় শিক্ষায় গড়ে তোলা যায় তাহলে একদিকে নিজের ওপর অর্পিত ফর্‌য দায়িত্ব পালন করা হয়, অপরদিকে তা অটোমেটিক দুনিয়া ও আখিরাতের জন্য হয়ে যায় পরম সফলতা। রাসূল (ﷺ) বলেছেন,

"إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ : إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْ لَهُ".

---

[৩০] *সূরা আল বাক্বারাহ্ : ২৩৩।*
[৩১] *সূরা আত্ তাহরীম : ৬।*
[৩২] *সহীহ মুসলিম- ৪/১৮০৫, মা. শা., হা. ৫৩/২৩০৯।*
[৩৩] *সুনান আবূ দাঊদ- ১/১৩৩, হা. ৪৯৫, হাসান সহীহ।*

৬৬ বর্ষ ॥ ৩৯-৪০ সংখ্যা ❖ ১৪ জুলাই- ২০২৫ ঈ. ❖ ১৮ মুহার্‌রম- ১৪৪৬ হি.

"মানুষ যখন মৃত্যুবরণ করে তখন তার সকল কর্ম বন্ধ হয়ে যায়। শুধুমাত্র তিনটি 'আমল ছাড়া। যথা- ১. প্রবহমান দান, ২. কল্যাণকর জ্ঞান, ৩. নেক্‌কার সন্তান যে তার জন্য দু'আ করে।"[৩৪]

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আরো বলেন,

إِنَّ الرَّجُلَ لَتُرْفَعُ دَرَجَتُهُ فِي الْجَنَّةِ فَيَقُوْلُ أَنَّى هَذَا فَيُقَالُ بِاسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ.

"জান্নাতে কোনো কোনো ব্যক্তির মর্যাদা বৃদ্ধি করা হবে। তখন সে বলবে– কিভাবে আমার মর্যাদা বৃদ্ধি পেল? তখন তাকে বলা হবে, তোমার জন্য তোমার সন্তানের ক্ষমা প্রার্থনার জন্য।"[৩৫]

স্নেহের সাথে সন্তানদের বিভিন্ন আচার-আচরণ শিক্ষা দিতে হবে। এ প্রসঙ্গে বাস্তব একটি হাদীসের মাধ্যমেও আমরা বিষয়টি বুঝতে পারি। 'উমার ইবনু আবূ সালামাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন,

كُنْتُ غُلَامًا فِي حَجْرِ رَسُوْلِ اللهِ (ﷺ) وَكَانَتْ يَدِي تَطِيْشُ فِي الصَّحْفَةِ فَقَالَ لِي رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) يَا غُلَامُ سَمِّ اللهَ وَكُلْ بِيَمِيْنِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيْكَ فَمَا زَالَتْ تِلْكَ طِعْمَتِي بَعْدُ.

"আমি কিশোর বয়সে রাসূল (ﷺ)-এর গৃহে লালিত পালিত হয়েছি। খাওয়ার সময় আমি হাত বাড়িয়ে খাঞ্চার বিভিন্ন স্থান থেকে খাদ্য গ্রহণ করতাম। তিনি আমাকে বলেন, হে কিশোর! তুমি মহান আল্লাহর নাম নাও, ডান হাত দিয়ে খাও এবং খাঞ্চার মধ্যে তোমার নিকটবর্তী স্থান থেকে খাদ্য গ্রহণ করো। 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, তখন থেকে আমি সর্বদা এভাবেই খাদ্য গ্রহণ করে থাকি।"[৩৬]

বর্তমান আমাদের সমাজে পিতা-মাতারা সন্তানদের মানসিক বিকাশের দিকে লক্ষ্য করেন না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে পিতা-মাতা নিজেদের কর্ম, বন্ধুত্ব ও সামাজিকতা নিয়ে এত বেশি ব্যস্ত থাকেন যে, সন্তানদেরকে সময় দিতে পারে না। অথচ পিতা-মাতার সময় ও বন্ধুত্বের সবচেয়ে বেশি হক্বদার সন্তানগণ। প্রতিদিন তাদেরকে কিছু সময় দেওয়া, তাদের মনের কথা ও সমস্যাগুলো জানা, তাদের সাথে নিয়মিত কিছু সময় ইসলামসম্মত চিত্তবিনোদন ও খেলাধুলায় সময় কাটানো পিতা-মাতার দায়িত্ব। কোরআন ও হাদীসে বারংবার দয়া, মমতা, ক্ষমা ইত্যাদির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মনে রাখতে হবে, স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক মমতা, বিনম্রতা, ক্ষমা ইত্যাদি সন্তানদেরকে অনেক বেশি প্রভাবিত করে। এ প্রসঙ্গে আনাস ইবনু মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন,

«مَا رَأَيْتُ أَحَدًا كَانَ أَرْحَمَ بِالْعِيَالِ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ (ﷺ)».

"সন্তান-সন্ততি ও পরিবারের সদস্যদের প্রতি স্নেহ, দয়া ও মমতা করার ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর চেয়ে বেশি আমি আর কাউকে দেখিনি।"[৩৭]

আর একটি বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব দেওয়ার জন্য পিতা-মাতাদের অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। সেটি হচ্ছে মায়া-মমতা, হাদিয়া, উপঢৌকন ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে সন্তানদের মধ্যে সমতা বজায় রাখতে হবে। পুত্রদেরকে বেশি আদর-স্নেহ, ভালোবাসা এবং কন্যা সন্তানদেরকে কম ভালোবাসা এটি করা যাবে না। এ প্রসঙ্গে একটি হাদীস দেখুন, নু'মান ইবনু বাশীর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন,

بَشِيْرٍ أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ أَنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ (ﷺ) فَقَالَ إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلَامًا فَقَالَ أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ مِثْلَهُ قَالَ لَا قَالَ فَارْجِعْهُ.

"তার পিতা তাকে নিয়ে রাসূল (ﷺ)-এর নিকট গিয়ে বললেন, আমি আমার এই ছেলেকে একটি খাদেম দান করেছি। তখন রাসূল (ﷺ) বলেন, তোমার সকল সন্তানদেরকে কি তুমি এরূপ দান করেছ? তিনি বললেন, না। তখন নবী (ﷺ) বলেন, এটি ফিরিয়ে দাও।"[৩৮]

পরিশেষে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার নিকট প্রার্থনা করি– হে আল্লাহ! আমরা যেন আমাদের সন্তানদেরকে সঠিকভাবে প্রতিপালন করতে পারি সেই তাওফীক্ব দান করুন –আমীন। ☒

---

[৩৪] *সহীহ মুসলিম- ৩/১২৫৫, মা. শা., হা. ১৪/১৬৩১।*
[৩৫] *ইবনু মাজাহ্- ২/১২০৭, ৩৬৬০, হাসান সহীহ; সহীহাহ্- ৪/১৭২।*
[৩৬] *বুখারী- ৫/২০৫৬, হা. ৫৩৭৬-৫৩৭৮; মুসলিম- ৩/১৫৯৯।*
[৩৭] *সহীহ মুসলিম- ৪/১৮০৮, মা. শা., হা. ৬৩/২৩১৬।*
[৩৮] *বুখারী- ২/৯১৩, হা. ২৫৮৬; মুসলিম- হা. ১২৪১-১২৪২।*

দু‘আ : একটি পর্যালোচনা

–অধ্যাপক ড. আহমাদুল্লাহ★

[চতুর্থ (শেষ) পর্ব]

দু‘আ কবুলের অনুকূল অবস্থা ও সময় : এমন কিছু সময় রয়েছে যাতে দু‘আ কবুল করা হয় এবং এমন কিছু মানুষের অবস্থা ও প্রেক্ষিত আছে যা দু‘আ কবুলের উপযোগী বলে হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে। এমনি কিছু সময়ের কথা নীচে আলোচনা করা হলো।

১. আযানের সময় এবং যুদ্ধের ময়দানে যখন মুজাহিদগণ সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ান : আযান ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ মহান নিদর্শন এবং ‘ইবাদত। এ কারণে আযানের সময় আল্লাহ তা‘আলা বান্দার দু‘আ কবুল করেন। হাদীসে এসেছে–

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) : «ثِنْتَانِ لَا تُرَدَّانِ أَوْ قَلَّمَا تُرَدَّانِ الدُّعَاءُ عِنْدَ النِّدَاءِ وَعِنْدَ الْبَأْسِ حِيْنَ يُلْحِمُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا».

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : দু’টো সময় এমন যাতে দু‘আ ফেরত দেয়া হয় না অথবা খুব কম ফেরত দেয়া হয়। আযানের সময়ের দু‘আ এবং যখন যুদ্ধের জন্য মুজাহিদগণ শত্রুর মুখোমুখি হন।[৩৯]

২. আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময় : রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

«اَلدُّعَاءُ لَا يُرَدُّ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ».

আযান ও ইকামাতের মধ্যবর্তী সময়ে দু‘আ ফেরত দেয়া হয় না। সুতরাং তোমরা দু‘আ করো।[৪০]

৩. সিজদার মধ্যে : রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

«أَقْرَبُ مَا يَكُوْنُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ، وَهُوَ سَاجِدٌ، فَأَكْثِرُوْا الدُّعَاءَ».

বান্দা মহান আল্লাহর সবচেয়ে নিকটবর্তী হয় যখন সে সেজদারত থাকে। সুতরাং তোমরা এ সময় বেশি করে দু‘আ করো।[৪১]

৪. ফরয সালাতের শেষে : রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে জিজ্ঞেস করা হলো–

أَيُّ الدُّعَاءِ أَسْمَعُ قَالَ جَوْفُ اللَّيْلِ الآخِرُ وَدُبُرَ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ.

কোন দু‘আ সবচেয়ে বেশি কবুল করা হয়? তিনি বললেন, শেষ রাতে এবং ফরয সালাতের শেষে।[৪২]

৫. জুমু‘আর দিনের শেষ অংশে : রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন,

يومُ الْجُمُعَةِ ثِنْتَا عشرةَ سَاعَةً، منها ساعةٌ لا يوجَدُ عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللهَ فِيْهَا شَيْئًا إِلَّا أتاهُ اللهُ إيَّاهُ، فالْتَمِسوها آخِرَ ساعةٍ بعدَ العصرِ.

জুমু‘আর দিন বারটি ঘণ্টা। এর মধ্যে এমন একটি সময় আছে, সে সময় একজন মুসলিম বান্দা যা মহান আল্লাহর কাছে চায়, তা-ই তিনি দিয়ে দেন। তোমরা সে সময়টি ‘আসরের পর দিনের শেষ অংশে তালাশ করো।[৪৩]

৬. রাতের শেষ তৃতীয়াংশে : রাত এমন একটা সময় যখন প্রত্যেকে তার আপনজনের সঙ্গে অবস্থান করে। এ সময় একজন মু’মিন ব্যক্তি মহান আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক গভীরতর করার সুযোগ গ্রহণ করে থাকে। আর এটা এমন এক সময় যখন দু‘আ কবুল করার জন্য মহান আল্লাহর ঘোষণা রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

---

★ *সহকারী সেক্রেটারি, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস, রাজশাহী (পশ্চিম) জেলা।*

[৩৯] *আবূ দাঊদ- হা. ৫২১, মা. শা., হা. ২৫৪০, সহীহ; আত্ তিরমিযী- হা. ২২১; মুসনাদে আহমাদ- হা. ১৩৬৬৮; সুনানুল কুবরা- হা. ৯৮৯৫, মা. শা., হা. ৬৬৮৯, আলবানী সহীহ।*

[৪০] *জামে‘ আত্ তিরমিযী- হা. ২১২, সহীহ; সুনান আবূ দাঊদ- হা. ৫২১; সুনানুল কুবরা- হা. ৯৮৯৫, ইসনাদ সহীহ।*

[৪১] *সহীহ মুসলিম- হা. ৪৮২; সহীহুল জামি‘- হা. ৮১৯০।*

[৪২] *আত্ তিরমিযী- ৩৪৯৯; সহীহ আত্ তারগীব- হা. ১৬৪৮।*

[৪৩] *আবূ দাঊদ- হা. ১০৪৮; আন্ নাসায়ী- হা. ১৩৮৯, ১৪৩১, সহীহ; সহীহুল জামি‘- হা. ৮১৯০, আলবানী সহীহ।*

«إِنَّ فِي اللَّيْلِ لَسَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ، يَسْأَلُ اللهَ تعالى خَيْرًا مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ، وَذَٰلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ».

রাতের এমন একটা অংশ আছে যখন মু'মিন বান্দা মহান আল্লাহর কাছে দুনিয়া ও আখিরাতের যা কিছু চায় আল্লাহ তা'আলা তা দিয়ে দেন। আর এ সময়টা প্রতি রাতে।[৪৪]

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আরো বলেন,

قَالَ يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِيْنَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ فَيَقُوْلُ مَنْ يَدْعُوْنِي فَأَسْتَجِيْبَ لَهُ وَمَنْ يَسْأَلُنِيْ فَأُعْطِيَهُ وَمَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ.

আমাদের প্রতিপালক প্রতি রাতে পৃথিবীর আকাশে অবতরণ করেন, যখন রাতের এক তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকে। তখন তিনি বলেন : কে আছে আমার কাছে দু'আ করবে আমি কবুল করব? কে আমার কাছে তার যা দরকার প্রার্থনা করবে আমি তাকে তা দিয়ে দেব? কে আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে আমি ক্ষমা করে দেব।[৪৫]

৭. দু'আ ইউনুস দ্বারা প্রার্থনা করলে : রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

دَعْوَةُ ذِيْ النُّونِ إِذْ دَعَا وَهُوَ فِيْ بَطْنِ الحُوْتِ : لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ، فَإِنَّهُ لَمْ يَدْعُ بِهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ فِيْ شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا اسْتَجَابَ اللهُ لَهُ.

মাছওয়ালা (ইউনুস [আলায়হিস সালাম])-এর দু'আ হলো যা সে মাছের পেটে থাকা অবস্থায় করেছে; লা ইলাহা ইল্লা আনতা সুবহানাকা ইন্নি কুনতু মিনাজ জলিমীন। আপনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই, আপনি পবিত্র, সুমহান। আমিই তো অত্যাচারী। কোনো মুসলমান যদি এ দু'আ পড়ে কোনো কিছু আল্লাহ তা'আলার নিকটে চায় তাহলে আল্লাহ তা'আলা তা তবুল করেন।[৪৬]

৮. মুসলিম ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে তার জন্য দু'আ করা : আল-কোরআনুল কারীম ও হাদীসে সকল মুসলিমের জন্য দু'আ করতে উৎসাহিত করা হয়েছে। বিশেষ করে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে বিপদগ্রস্ত মুসলিমদের জন্য দু'আ করা আমাদের দায়িত্ব। হাদীসে এসেছে–

عَنْ أَبِي الدرداء (رضي الله عنه) أن رسول الله (ﷺ) كان يقول : دَعْوَةُ المَرْءِ المُسْلِمِ لِأَخِيْهِ بظَهْرِ الغَيْبِ مُسْتَجَابَةٌ، عِنْدَ رَأْسِهِ مَلَكٌ مُوَكَّلٌ كُلَّما دَعَا لِأَخِيْهِ بخَيْرٍ، قَالَ الْمَلَكُ المُوَكَّلُ بِهِ : آمِيْنَ وَلَكَ بمِثْلٍ.

আবূ দারদা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলতেন : মুসলিম ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইয়ের জন্য তার অনুপস্থিতিতে দু'আ করলে তা কবুল করা হয়। দু'আকারীর মাথার কাছে একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত ফেরেশ্‌তা থাকে। যখনই তার ভাইয়ের জন্য কল্যাণের দু'আ করে, দায়িত্বপ্রাপ্ত ফেরেশ্‌তা তার দু'আ শুনে আমীন বলতে থাকে এবং বলে, তুমি যে কল্যাণের জন্য দু'আ করলে আল্লাহ তা'আলা অনুরূপ কল্যাণ তোমাকেও দান করুন।[৪৭]

এ হাদীস দ্বারা যেমন আমরা দু'আ কবুলের বিষয়টি বুঝেছি, এমনিভাবে অপর মুসলমান ভাইদের জন্য দু'আ করার বিষয়টিও গুরুত্ব দেয়ার কথা শিখেছি। এতে যার জন্য দু'আ করা হবে তার যেমন কল্যাণ হবে, তেমনি যিনি দু'আ করবেন তিনি লাভবান হবেন দু'দিক দিয়ে, প্রথমত তিনি দু'আ করার সওয়াব পাবেন, দ্বিতীয়ত তিনি যা দু'আ করবেন তা নিজের জন্যও লাভ করবেন।

৯. সিয়াম পালনকারী, মুসাফির, মজলুমের দু'আ এবং সন্তানের জন্যে মাতা-পিতার দু'আ : রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

---

[৪৪] *সহীহ মুসলিম- হা. ৭৫৭; মুসনাদে আহমাদ- হা. ১৪৭৪৬; কিতাবুয যুহদ- হা. ১২১৬।*

[৪৫] *সহীহুল বুখারী- হা. ১১৪৫, ৭৪৯৪; সহীহ মুসলিম- হা. ১৮০৮; মিশকা-তুল মাসা-বীহ- হা. ১২২৩।*

[৪৬] *জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ৩৫০৫; সহীহ আত্ তারগীব- হা. ২/২৮২, সহীহ।*

[৪৭] *সহীহ মুসলিম- হা. ২৭৩৩; মুসনাদে আহমাদ- হা. ২৭৫৫৯; আবি শায়বাহ্- হা. ২৯৭৬৮।*

ثَلَاثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ لَا شَكَّ فِيهِنَّ : دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ.

তিনটি দু'আ কবুল হবে; এতে কোনো সন্দেহ নেই। মজলুম বা অত্যাচারিত ব্যক্তির দু'আ, মুসাফিরের দু'আ এবং সন্তানের জন্যে মাতা-পিতার দু'আ।[৪৮]

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যখন মু'আয ইবনু জাবালকে ইয়েমেনে গভর্নর করে পাঠান তখন তাকে কয়েকটি নির্দেশ দেন। তার একটি ছিল :

وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ.

সাবধান থাকবে মজলুম বা অত্যাচারিত ব্যক্তির দু'আ হতে। জেনে রেখ! তার দু'আ ও মহান আল্লাহর মাঝে কোনো অন্তরায় নেই।[৪৯]

মজলুমের বদদু'আ থেকে নিজেকে বাঁচাতে হবে সর্বদা। এর অর্থ এটা নয় যে, মজলুমকে দু'আ করতে দেয়া যাবে না; বরং রাসূল (ﷺ)-এর বাণীর উদ্দেশ্য হলো– কখনো কাউকে সামান্যতম অত্যাচার করা যাবে না। নিজের কাজ-কর্ম, কথা দ্বারা কেউ যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, এটার প্রতি সতর্ক থাকা হলো রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর এ হাদীসের উদ্দেশ্য। যদি আমার দ্বারা কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহলে সে হবে মজলুম বা অত্যাচারিত। সে আমার বিরুদ্ধে মহান আল্লাহর কাছে দু'আ করলে তা অবশ্যই কবুল হবে। এটা ভয় করে চলতে পারলে এ হাদীস স্বার্থক হবে আমাদের জন্য।

১০. আরাফা দিবসের দু'আ : রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ.

সর্বোত্তম দু'আ হলো আরাফার দু'আ।[৫০]

যিলহাজ্জ মাসের নয় তারিখে যারা আরফাতে অবস্থান করেন তাদের দু'আ কবুল হয়। এটা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর বহু সংখ্যক হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

১১. বিপদগ্রস্ত অসহায় ব্যক্তির দু'আ : বিপদগ্রস্ত অসহায় তথা আর্তের দু'আ কবুল করা হয়। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যখন মুশরিক আর্ত-মানুষের দু'আ কবুল করেন তখন মুসলমানের দু'আ কেন কবুল করবেন না। আবার যদি সে মুসলিম ঈমানদার ও মুত্তাকী হয় তখন তার দু'আ কবুলে কি বাধা হতে পারে? আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন :

﴿أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ﴾

"কে আর্তের প্রার্থনায় সাড়া দেয়? যখন সে তাঁকে ডাকে এবং কে বিপদাপদ দূর করেন।"[৫১]

১২. হজ্জ ও 'উমরাহ্‌কারীর দু'আ এবং মহান আল্লাহর পথে জিহাদে অংশগ্রহণকারীর দু'আ : রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

«اَلْغَازِيْ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ، عَزَّ وَجَلَّ، وَالْحَاجُّ، وَالْمُعْتَمِرُ، وَفْدُ اللهِ، دَعَاهُمْ، فَأَجَابُوْهُ، وَسَأَلُوْهُ، فَأَعْطَاهُمْ».

মহান আল্লাহর পথে জিহাদকারী যোদ্ধা, হজ্জকারী এবং 'উমরাহ্‌কারী মহান আল্লাহর প্রতিনিধি। তারা দু'আ করলে আল্লাহ তা'আলা কবুল করেন এবং প্রার্থনা করলে আল্লাহ তা'আলা দিয়ে থাকেন।[৫২] *[সমাপ্ত]*

আল্লামা শাহ মুহাম্মাদ ইসমা'ঈল শহীদ (রাহিমাহুল্লা-হ) বলেন :

যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো মাসআলা কুরআন ও হাদীস থেকে সাব্যস্ত না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত একজন মুসলমান কোনো মুজতাহিদ বা ইমামের অনুসরণ করতে পারে, কিন্তু তাকে (এ অবস্থায়) প্রকৃত সমাধান লাভের প্রচেষ্টায় রত থাকতে হবে, তাকলীদের ওপর ভরসা করে নিশ্চিন্তে বসে থাকলে চলবে না। অতঃপর যদি কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী সে মাসআলায় মুজতাহিদ বা ইমামের অভিমতবিরোধী সাব্যস্ত হয় তবে তাকলীদ করা হারাম হবে এবং কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী 'আমল করা ফর্‌য হয়ে পড়বে। আর তাকলীদ হলো কোনো দলিল-প্রমাণ ছাড়াই কারো কথা মেনে নেয়া এবং এই কথার পেছনে যুক্তি ও দলিল সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা না করা। *[তাকভিয়াতুল ঈমান]*

---

[৪৮] *সুনান আবূ দাঊদ- হা. ১৫৩৮; জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ১৯০৫, ৩৪৩৮; সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ৩৮৬২।*
[৪৯] *বুখারী- হা. ২৪৪৮; জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ২০২৪।*
[৫০] *জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ৩৫৫৮।*
[৫১] *সূরা আন্ নাম্‌ল : ২৭।*
[৫২] *সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ২৮৯৩; সহীহ ইবনু হিব্বান- হা. ৪৬১৩; সহীহুল জামি'- আলবানী, হা. ৪১৭১।*

দুনিয়া এক রঙিন ধোঁকা

–আব্দুল্লাহ্ আল নুমান★

দুনিয়া –এই শব্দের মধ্যেই রয়েছে ক্ষণস্থায়ী, তুচ্ছ ও পরীক্ষা-নির্ভর এক জীবনের ইঙ্গিত। এই পৃথিবী আমাদের সামনে নানা রঙিন স্বপ্ন ও মোহময় আহ্বান তুলে ধরে– জৌলুস, খ্যাতি, সম্পদ ও আরাম-আয়েশের অসংখ্য চমকপ্রদ দৃশ্যপট। আমরা অনেকেই সেই মায়ার ঘোরে নিজের সত্তাকে হারিয়ে ফেলি। বাহ্যিক চাকচিক্য আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ঠিকই, কিন্তু হৃদয়ের গভীরে জন্ম নেয় এক শূন্যতা, এক অতৃপ্তি, যা কখনো পূরণ করা যায় না।

প্রকৃত মু'মিন সে, যে এই ধোঁকা বাস্তবতাকে চিনে নেয় এবং উপলব্ধি করে– আসল জীবন এই দুনিয়ায় নয়; বরং আখিরাতেই। এ দুনিয়া কেবল এক পরীক্ষাগার, যেখানে মানুষের চরিত্র, নফস, ধৈর্য ও ঈমানের দৃঢ়তা যাচাই করা হয়। আর সেই পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতেই নির্ধারিত হবে আমাদের চিরস্থায়ী পরিণতি। নিচে কোরআন ও হাদীসের আলোকে এই বাস্তবতাগুলো পয়েন্ট আকারে বিশ্লেষণ করা হলো–

১. মহান আল্লাহর কাছে দুনিয়ার কোনো মূল্য নেই : আজকের মানুষ দুনিয়ার সম্পদ, খ্যাতি, বিলাসিতা ও মোহে এতটাই ডুবে গেছে যে, পরকাল ও স্রষ্টার কথা প্রায় ভুলেই যাচ্ছে। এমন কি, সত্য ও ন্যায়ের মূল্যবোধ হারিয়ে শুধু লাভ ও নামের পেছনে দৌড়াচ্ছে। অথচ যার কাছে আমরা সবকিছু চাই, সেই মহান আল্লাহর কাছে এই দুনিয়ার দামই নেই! এটি এমন এক বিস্ময়কর বাস্তবতা যা উপলব্ধি করলে হৃদয় দুনিয়ার প্রতি উদাসীন হয়ে যায়। যেমন- রাসূল (ﷺ) বলেন :

لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللهِ جَنَاحَ بَعُوْضَةٍ، مَا سَقَى كَافِرًا مِنْهَا شَرْبَةَ مَاءٍ.

"মহান আল্লাহর কাছে যদি দুনিয়ার মূল্য একটি মশার ডানার সমানও হতো, তবে তিনি কোনো কাফিরকে এক চুমুক পানিও দিতেন না।"[৫৩]

এই হাদীস আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, আল্লাহ তা'আলার দৃষ্টিতে দুনিয়ার কোনো মূল্য নেই। কাফিররা অনেক সময় দুনিয়ার রাজত্ব ভোগ করে, কিন্তু তা মহান আল্লাহর অনুগ্রহ নয়; বরং উপেক্ষার প্রতীক। কারণ, এসব ধন-সম্পদ তাদেরকে আখিরাত থেকে উদাসীন করে তোলে। আর মু'মিনদের জন্য আল্লাহ তা'আলা আখিরাতে রেখেছেন চিরস্থায়ী জান্নাত– যেখানে আনন্দের কোনো সীমা থাকবে না।

২. দুনিয়া খেলাধুলা ও ধোঁকার জায়গা : এই দুনিয়া মানুষকে আনন্দ, খেলা, সৌন্দর্য আর প্রতিযোগিতার ভেতর ডুবিয়ে রাখে। আমরা শিশুর মতো খেলায় ব্যস্ত থাকি, বড় হয়েও সেই খেলাধুলা বদলে যায় ধন-সম্পদের প্রতিযোগিতায়, সন্তান-সন্ততির গর্বে, বাহ্যিক সৌন্দর্যের মোহে। কিন্তু এ সবই ক্ষণস্থায়ী। এগুলোর কোনো কিছুই চিরস্থায়ী নয়। প্রকৃত আত্মসচেতন মানুষ দুনিয়ার আড়ালে থাকা ধোঁকাকে চিনে নেয় এবং আখিরাতকে গুরুত্ব দেয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

﴿اعْلَمُوٓا۟ أَنَّمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌۢ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِى ٱلْأَمْوَٰلِ وَٱلْأَوْلَٰدِ﴾

"জেনে রাখো! দুনিয়ার জীবন তো কেবল খেলাধুলা, ক্রীড়া, শোভা, নিজেদের মধ্যে গর্ব ও ধন-সন্তানের প্রতিযোগিতা।"[৫৪]

আল্লাহ তা'আলা মানুষকে স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন যে, দুনিয়া একটি 'খেলা ও ক্রীড়া' মাত্র। এটি বাস্তব নয়; বরং একটি পরীক্ষামূলক স্তর। এই আয়াত আমাদের চোখ খুলে দেয়– আমরা যেন বাহ্যিক মোহে পড়ে আসল সত্যকে না ভুলে যাই। সেই সত্য হলো– মহান আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন ও আখিরাতের জীবন।

৩. ধন-সম্পদের দৌড়ে মানুষ কবর পর্যন্ত পৌঁছে যায় : মানুষের একটি বড় ভুল হলো– সেভাবে, ধন-সম্পদ যত বেশি, সে ততো সম্মানিত, ততো সফল। এই চিন্তা তাকে কবর পর্যন্ত ধাওয়া করায়। জীবন যেন এক প্রতিযোগিতা, কে বেশি অর্জন করবে। কিন্তু মৃত্যুর দরজায় পৌঁছানোর পরই মানুষ অনুধাবন করে–

★শিক্ষার্থী, আল-জামিয়াতুল ইসলামিয়্যাহ্ আস সালফিয়্যাহ্, জোরবাড়ীয়া, কোনাপাড়া, ফুলবাড়ীয়া, ময়মনসিংহ্।

৫৩ জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ২৩২০।
৫৪ সূরা আল হাদীদ : ২০।

সবকিছু রেখে চলে যেতে হচ্ছে। তখন আর কিছুই সঙ্গে নেওয়ার সুযোগ নেই। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

﴿أَلۡهَىٰكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ ۝ حَتَّىٰ زُرۡتُمُ ٱلۡمَقَابِرَ﴾

"তোমাদেরকে ধন-সম্পদের প্রতিযোগিতা ব্যস্ত রেখেছে, যতক্ষণ না তোমরা কবরস্থানে পৌঁছালে।"[৫৫]

এই আয়াতটি একটি বাস্তব চিত্র তুলে ধরে। ধন-সম্পদ আমাদের এত ব্যস্ত রাখে যে, মৃত্যুর কথা ভুলে যাই। কিন্তু মৃত্যু অপ্রতিরোধ্য। যারা আগে থেকেই আখিরাতের কথা মনে রাখে, তারাই হয় সফলকাম। অন্যরা কবরের দোরগোড়ায় এসে হঠাৎ জেগে ওঠে, কিন্তু তখন কিছুই করার থাকে না।

৪. দুনিয়ার মোহে না পড়ার উপদেশ : দুনিয়ার স্বাদ যতই মোহনীয় হোক না কেন, তা ক্ষণস্থায়ী। মু'মিনকে হতে হবে দূরদর্শী– সে জানে এ জীবন শুধু সেতু। এখানে নেক 'আমল করে আখিরাতের স্থায়ী ঘর গড়ে নিতে হয়। তাই যারা তাক্বওয়া অবলম্বন করে, তারা জানে কোনটা ক্ষণস্থায়ী আর কোনটা চিরস্থায়ী। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

﴿قُلۡ مَتَٰعُ ٱلدُّنۡيَا قَلِيلٞ وَٱلۡأٓخِرَةُ خَيۡرٞ لِّمَنِ ٱتَّقَىٰ﴾

"বলুন, দুনিয়ার ভোগ তো সামান্য। আর পরকালে উত্তম তাদের জন্য, যারা তাক্বওয়া অবলম্বন করে।"[৫৬]

আল্লাহ তা'আলা আমাদের স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে, দুনিয়ার আনন্দ অল্প, সীমিত এবং ক্ষণস্থায়ী। যিনি মহান আল্লাহকে ভয় করেন, তাক্বওয়ার পথে চলেন, তার জন্য রয়েছে অনন্ত জান্নাত। একজন মু'মিনকে তাই চিন্তাশীল হতে হবে– সে কি সামান্য লাভের জন্য চিরস্থায়ী ক্ষতি করে ফেলছে?

৫. এই দুনিয়া একটি পরীক্ষা : মানুষ এই দুনিয়ায় কেবল বসবাস করতে আসেনি; বরং এই জীবন একটি মহান উদ্দেশ্য নিয়ে সাজানো– এটি এক পরীক্ষা। আল্লাহ তা'আলা আমাদের দিয়েছেন জ্ঞান, ইচ্ছাশক্তি ও স্বাধীনতা; আবার পাঠিয়েছেন রাসূল ও কিতাব। লক্ষ্য একটাই– কে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে চলে, কে চলে না। এই দুনিয়ার প্রতিটি পরিস্থিতি, সুখ-দুঃখ, প্রাপ্তি-বঞ্চনা– সবই আমাদের পরীক্ষা করার উপকরণ। সফল সে-ই, যে মহান আল্লাহর দেওয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। আর যিনি ব্যর্থ হন, তাঁর পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

﴿ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلۡمَوۡتَ وَٱلۡحَيَوٰةَ لِيَبۡلُوَكُمۡ أَيُّكُمۡ أَحۡسَنُ عَمَلٗاۚ﴾

"যিনি সৃষ্টি করেছেন মৃত্যু ও জীবন, যাতে তোমাদের পরীক্ষা করা হয়– কে তোমাদের মধ্যে উত্তম 'আমল করে।"[৫৭]

এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা আমাদের জীবনের মূল উদ্দেশ্য পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন। মৃত্যু ও জীবন– উভয়ই পরীক্ষা। এখানে সফল হতে হলে 'আমল হতে হবে উত্তম (أَحۡسَنُ عَمَلٗا)– শুধু সংখ্যা নয়; বরং নিয়ত ও পদ্ধতিও হতে হবে বিশুদ্ধ। এজন্য মু'মিন প্রতিটি কাজেই চিন্তা করে– আল্লাহ তা'আলা এতে সন্তুষ্ট কিনা।

৬. মু'মিনের জন্য দুনিয়া এক কারাগার : দুনিয়া মু'মিনের জন্য সহজ নয়। সে জানে, এখানে স্বাধীনতা সীমিত, মহান আল্লাহর নির্দেশের বাইরে যেতে পারে না। তার নফস বারবার টানে গাফেল হওয়ার দিকে, কিন্তু ঈমান তাকে টেনে আনে হিদায়াতের পথে। এই জীবন মু'মিনের কাছে ত্যাগ, সংযম ও আত্মনিয়ন্ত্রণের নাম।

তাই মু'মিন কখনো পুরোপুরি দুনিয়াবি সুখে ডুবে যেতে পারে না; বরং সে নিজেকে নফসের কারাগারে আটকে রাখে, যতক্ষণ না জান্নাতের মুক্তি তার জন্য আসে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন–

الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ، وَجَنَّةُ الْكَافِرِ.

"দুনিয়া হলো মু'মিনের জন্য কারাগার, আর কাফিরের জন্য জান্নাত।"[৫৮]

এই হাদীস আমাদের চোখ খুলে দেয়। মু'মিনের জীবনে কষ্ট ও সংগ্রাম থাকতেই পারে, কারণ সে

[৫৫] *সূরা আত্ তাকা-সুর : ১-২।*
[৫৬] *সূরা আন্ নিসা : ৭৭।*
[৫৭] *সূরা আল মুলক : ২।*
[৫৮] *সহীহ মুসলিম- হা. ২৯৫৬।*

সূচীপত্র

নিজের নফসকে লাগাম দিচ্ছে, যা সহজ নয়। কিন্তু কাফির তার নফসের ইচ্ছা পূরণে বাধাহীন, তাই সে এখানে জান্নাত অনুভব করে। আখিরাতে চিত্র হবে বিপরীত। মু'মিন সেই মুক্ত পাখির মতো উড়ে যাবে অনন্ত জান্নাতে, আর কাফির আটকে পড়বে চিরবন্দিত্বে।

৭. প্রকৃত জীবন আখিরাতে : আমরা আজ যে জীবন কাটাচ্ছি, তার প্রতিটি মুহূর্ত ক্ষণস্থায়ী। জন্ম থেকে মৃত্যু, এই পথটা যত দীর্ঘই হোক, তার পরেই শুরু হয় চিরস্থায়ী এক জীবন। সেই জীবন হবে জান্নাতের শান্তিময় জীবন অথবা জাহান্নামের ভয়াবহ শাস্তি। এই বাস্তবতা হৃদয়ে গভীরভাবে ধারণ না করলে আমরা শুধু দুনিয়াকে জীবন ভেবে ভুল করতেই থাকব।

আখিরাতের জীবন শুরু হওয়ার পর, তখন সবাই বলবে– "এটাইতো হলো আসল জীবন! আমরা দুনিয়ায় কতটা ভুলে ছিলাম!" আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَإِنَّ ٱلدَّارَ ٱلْءَاخِرَةَ لَهِىَ ٱلْحَيَوَانُ ۚ لَوْ كَانُوا۟ يَعْلَمُونَ﴾

"আর অবশ্যই আখিরাতের ঘরই হলো প্রকৃত জীবন, যদি তারা জানত।"[৫৯]

আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতে আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন– আখিরাতই চিরস্থায়ী ও বাস্তব জীবন। এটি কোনো কল্পনা নয়; বরং চরম বাস্তবতা। যারা দুনিয়াকেই আসল জীবন ভেবে নেয়, তারা আখিরাতে চরম আফসোস করবে। মু'মিনের উচিত আজই প্রস্তুতি নেওয়া সেই জীবনের জন্য।

৮. বুদ্ধিমান সেই, যে দুনিয়ার মোহ থেকে নিজেকে রক্ষা করে : এই দুনিয়া আমাদের সামনে অসংখ্য প্রলোভন ও বিকল্প তুলে ধরে। কিন্তু প্রকৃত বুদ্ধিমান ব্যক্তি সেই, যে নিজের নফসকে নিয়ন্ত্রণে রাখে, কবর ও আখিরাতকে স্মরণ করে এবং দুনিয়ার আনন্দকে চূড়ান্ত লক্ষ্য মনে করে না। সে জানে– এই দুনিয়া হলো 'প্রস্তুতির জায়গা'।

নবী (ﷺ) আমাদের শেখালেন, কীভাবে এই জীবনকে বিবেচনা করতে হবে এবং কারা প্রকৃত জ্ঞানী। রাসূল (ﷺ) বলেন :

اَلْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ، وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ.

"বুদ্ধিমান সেই ব্যক্তি, যে নিজের আত্মাকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং মৃত্যুর পরের জীবনের জন্য প্রস্তুতি নেয়।"[৬০]

এই হাদীস এক গভীর বাস্তবতা জানায়– আসল বুদ্ধিমত্তা হলো ভবিষ্যতের চিন্তা করা। যারা কেবল আজকে নিয়ে ভাবে, তারা অজ্ঞ। মু'মিনের উচিত তার আত্মাকে মহান আল্লাহর ভয় ও ভালোবাসায় গড়ে তোলা এবং প্রতিটি কাজের আগে ভাবা– "আল্লাহ তা'আলা কি এতে রাজি?"

উপসংহার : দুনিয়া-এক রঙিন ধোঁকা। বাহ্যিক সৌন্দর্য দিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করে রাখে, কিন্তু তার গভীরে লুকিয়ে থাকে শূন্যতা। এই দুনিয়া না চাওয়া গেলেও তার ভেতর দিয়ে পাড়ি দিতে হয়। তবে দুনিয়ার মোহে পড়ে গেলে আখিরাতের সফলতা অসম্ভব।

আমরা যদি মহান আল্লাহর দেওয়া নসিহত ও রাসূল (ﷺ)-এর হাদীসগুলো গভীরভাবে বুঝি, তাহলে দুনিয়ার আসল রূপ স্পষ্ট হয়ে যাবে। তখন আমরা দুনিয়াকে ব্যবহার করব আখিরাত গড়ার উপকরণ হিসেবে, আর নয়া জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য হিসেবে।

আসুন, আজই নিজেকে প্রশ্ন করি– আমি কি রঙিন ধোঁকার পেছনে ছুটছি, নাকি চিরস্থায়ী জীবনের জন্য প্রস্তুত হচ্ছি? ☒

পরিবেশ দূষণ আমার, আপনার সবার জন্যই ক্ষতিকর। আজকের শিশুরা পরিবেশ দূষণের কারণে নানারকম রোগে আক্রান্ত হচ্ছে প্রতিনিয়ত। তাই আসুন! নতুন প্রজন্মকে একটি সুস্থ, সুন্দর, স্বাস্থ্যকর পরিবেশ উপহার দিতে নিজ নিজ অবস্থান থেকে সোচ্চার হই।

[৫৯] সূরা আল 'আনকাবূত : ৬৪।

[৬০] জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ২৪৫৯।

বিবাহোত্তর ওলিমা : সুন্নাহসম্মত আয়োজনের সুষম নির্দেশনা

–জান্নাতুল মহল

প্রথম বিষয়– মেলামেশার পর তিন দিন পর্যন্ত ওলিমা স্থায়ী থাকবে : আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (ﷺ) সাফিয়্যাহ্‌কে বিবাহ করলেন এবং তার মুক্তিপণ তার মোহর নির্ধারণ করলেন এবং তিনদিন ওলীমাহ খাওয়ালেন।

দ্বিতীয় বিষয়– ওলীমার জন্য সৎ ব্যক্তিদের যেন দাওয়াত দেওয়া হয় : চাই তারা গরীব বা ধনী হোক। আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-এর বাণীর ভিত্তিতে–

“তুমি শুধুমাত্র মু’মিন ব্যক্তির সাথী হবে, আর শুধুমাত্র আল্লাহভীরুরা তোমার খাদ্য খাবে।”[৬১]

তৃতীয় বিষয়– একটি ছাগল বা তার বেশি ছাগল দ্বারা ওলীমাহ দিবে যদি সক্ষমতা হয় : সক্ষমতা না থাকলে তার পক্ষ থেকে আয়োজন– আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ)-এর সাথে বিবি সাফিয়্যার বিয়েতে ওলীমাতে আমি মুসলমানদের দাওয়াত দিলাম। ওলীমাতে রুটি-গোশ্‌ত ছিল না। সে চামড়ার দস্তরখান আমি বিছিয়ে দিলাম। অপর বর্ণনায় আছে– আমি একটু সমতল জায়গা খুঁজলাম, একটি চামড়ার দস্তরখান আনা হলো, আর তা আমি সে সমতল ভূমিতে রাখলাম, লোকজন তাতে খেজুর, পনির, ঘি নিক্ষেপ করল (অতঃপর মানুষ তৃপ্তির সাথে খেলো)।[৬২]

চতুর্থ বিষয়– ধনীদের নিজস্ব মাল দিয়ে ওলীমায় শরীক হওয়া : ওলীমার অনুষ্ঠান বাস্তবায়ন করার জন্য লোকেরা তাদের মাল দ্বারা শরীক হওয়া মুস্তাহাব।

পঞ্চম বিষয়– শুধু ধনীদেরকে ওলীমায় দাওয়াত দেওয়া নিষিদ্ধ : গরীব মানুষ বাদ দিয়ে শুধু ধনীদেরকে ওলীমায় দাওয়াত দেওয়া নাজায়েয। রাসূল (ﷺ)-এর বাণী হলো– “খাদ্যের মধ্যে নিকৃষ্ট খাবার ঐ ওলীমার খাবার যাতে শুধু ধনীদেরকে দাওয়াত দেওয়া হয়। আর ওলীমার দাওয়াত যে কবুল করল না সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ﷺ)-এর বিরোধিতা করল।”[৬৩]

মোট কথা, ওলীমাহ খাবার স্থানে দাওয়াত দানকারী যদি সাধারণভাবে সকলকে দাওয়াত দেয় তাহলে তা নিকৃষ্ট খাবার হবে না।

ষষ্ঠ বিষয়– ওলীমার দা’ওয়াতে যাওয়া ওয়াজিব : যাকে ওলীমায় দাওয়াত দেওয়া হবে তার ওলীমার অনুষ্ঠানে উপস্থিত হওয়া ওয়াজিব। এ সম্পর্কে দু’টি হাদীস,

১. “তোমরা দাস মুক্ত করো। মেযবানের (দাওয়াত দানকারীর) দা’ওয়াতে তোমরা সাড়া দাও এবং রুগ্ন ব্যক্তিকে তোমরা দেখতে যাও।”[৬৪]

২. “তোমাদের কাউকে যদি ওলীমাতে দাওয়াত দেওয়া হয় সে যেন তাতে আসে (চাই বিবাহ অনুষ্ঠান বা অন্য কোনো অনুষ্ঠান)। যে ব্যক্তি দা’ওয়াতে গেল না সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ﷺ)-এর অবাধ্য হলো।”[৬৫]

সপ্তম বিষয়– রোযাদার হলেও দা’ওয়াতে যেতে হবে : রোযাদার হলেও দা’ওয়াতে যাওয়া উচিৎ। রাসূল (ﷺ) বলেছেন, “যখন তোমাদের কাউকে কোনো খাদ্যের জন্য দাওয়াত দেওয়া হয় তখন সে যেন তাতে যায়। যদি রোযাদার না হয় যেন খায়। আর রোযাদার হলে তাহলে যেন দু’আ করে।”[৬৬]

অষ্টম বিষয়– মেযবানের জন্য ইফতার করা : দাওয়াতকৃত ব্যক্তি যে কোনো নফল রোযা রাখলে ইফতার করতে পারে। বিশেষ করে যখন মেযবান পীড়াপীড়ি বা অনুনয় করে তখন রোযা ভাঙা বৈধ। হাদীস–

১. “যখন তোমাদের কাউকে খাবার দেয়া হয় তখন সে যেন তাতে খায়। যদি ইচ্ছা হয় খাবে, আর যদি ইচ্ছা না হয় পরিত্যাগ করবে।”[৬৭]

২. “নফল রোযা পালনকারী নিজের প্রতিনিধি। ইচ্ছা করলে রোযা রাখবে আর ইচ্ছা করলে রোযা ভাঙবে।”[৬৮]

---

[৬১] *ফাতহুল বারী- পৃ. ৯/১৯৯।*
[৬২] *সহীহুল বুখারী- ৭/৩৮৭; সহীহ মুসলিম- ৪/১৪৭।*
[৬৩] *সহীহুল বুখারী; সহীহ মুসলিম।*
[৬৪] *সহীহুল বুখারী- ৯/১৯৮।*
[৬৫] *সহীহুল বুখারী- ৯/১৯৮; সহীহ মুসলিম- ৪/১৫২।*
[৬৬] *মুসলিম- ৪/১৫৩; আন্ নাসায়ী- ৬৩/2; আহমাদ- ২/৫০৭।*
[৬৭] *সহীহ মুসলিম; মুসনাদ আহমাদ- ৩/৩৯২।*
[৬৮] *সুনান আন্ নাসায়ী- ৬৪/৪; হাকিম- ১/৪৩৯।*

৬৬ বর্ষ ॥ ৩৯-৪০ সংখ্যা ❖ ১৪ জুলাই- ২০২৫ ঈ. ❖ ১৮ মুহার্‌রম- ১৪৪৬ হি.

নবম বিষয়– বিয়ের অনুষ্ঠানে ছবি- রহমত ও বরকত নেই : আবূ মাস‘ঊদ ‘উক্ববাহ্ (রাহিমাহুল্লা-হ) হতে বর্ণিত, এক লোক তার জন্য খাদ্য তৈরি করল তারপর তাকে দাওয়াত দিলো। অতঃপর তিনি বললেন, ঘরে কি ছবি আছে? সে বলল, হ্যাঁ। তিনি ঘরে প্রবেশ করতে অস্বীকার করলেন, এমনকি ছবি ভেঙে ফেলা হলো। এরপর তিনি প্রবেশ করলেন।[৬৯]

ইমাম আওযায়ী (রাহিমাহুল্লা-হ) বলেছেন, “আমরা ঐ ওলীমাতে যাই না যাতে তবলা ও বাদ্যযন্ত্র থাকে।”[৭০]

দশম বিষয়– যে ব্যক্তি দা’ওয়াতে উপস্থিত হবে তার জন্য যা করা মুস্তাহাব : যে ব্যক্তি দা’ওয়াতে উপস্থিত হবে তার জন্য দু’টি কাজ করা মুস্তাহাব।

১. মেযবানের জন্য খাওয়া শেষে দু’আ করা : ‘আব্দুল্লাহ ইবনু বিসর হতে বর্ণিত, তার পিতা নবী (ﷺ)-এর জন্য খাদ্য তৈরি করলেন এবং তাকে দাওয়াত দিলেন। তিনি দাওয়াত গ্রহণ করলেন। অতঃপর যখন খাওয়া শেষ করলেন, তখন বললেন, “হে আল্লাহ! তাদেরকে ক্ষমা করো, তাদেরকে রহম করো, তাদের যে রিযিক দিয়েছো তাতে বরকত দাও।”[৭১]

২. মেযবান ও তার স্ত্রীর জন্য কল্যাণ ও বরকতের জন্য দু’আ করা : “হে আল্লাহ! তাদের উভয়ের মাঝে বরকত দাও এবং তাদের জন্য বাসরে বরকত দাও।”[৭২]

“তোমার বিবাহ কল্যাণ ও বরকতময় এবং মঙ্গলময় ভাগ্য হোক।”[৭৩]

“আল্লাহ তা‘আলা তোমাকে ও তোমার ওপর বরকত দিন আর তোমাদের মাঝে উত্তম সম্পর্ক গড়ে উঠুক।”[৭৪] ☒

---

[৬৯] *বাইহাক্বী- ফতহুল বারী, ৯/২০৪।*
[৭০] *আবুল হাসান হারবী আল ফাওয়ায়িদুল মুনতাকাহ- ৪/৩/১, সহীহ সনদে।*
[৭১] *সহীহ মুসলিম- ৬/১২২; সুনান আবূ দাঊদ- ২/১৩৫।*
[৭২] *ইবনু সা’দ- ৮/২০-২১; ত্বাবারানী কাবীর- ১/১২১/১, সনদ হাসান।*
[৭৩] *বুখারী- ৯/১৮২; মুসলিম- ১/১৪১; বাইহাক্বী- ৭/১৪৯।*
[৭৪] *সুনানে সা’ঈদ ইবনু মনসুর- হা. ৫২২; আবূ দাঊদ- ৩/৩৩২; হাকিম বলেছেন হাদীসটি মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ।*

আল্লামা মোহাম্মদ ‘আব্দুল্লাহিল ক্বাফী আল কুরায়শী (রাহিমাহুল্লা-হ) বলেন :

দা‘ওয়াত ব্যতীত সংস্কার সম্ভব নয়, আবার প্রামাণ্য দলিল ব্যতীত দা‘ওয়াত সম্ভব নয়, আর তাকলীদের পাশাপাশি দলিল অকার্যকর। সুতরাং অন্ধ তাকলীদের দ্বার রুদ্ধ এবং ইজতিহাদের দ্বার উন্মুক্ত করাই হবে সকল সংস্কার আন্দোলনের গোড়ার কথা।
আহলে হাদীস নির্দিষ্ট কোনো দল বা ফির্কার নাম নয়, প্রত্যুত ফির্কাপরস্তী ও দলবন্দীর নিরসনকল্পে এবং বিচ্ছিন্ন মুসলিম সমাজকে এক ও অভিন্ন মহাজাতিতে পরিণত করার উদ্দেশ্যে সংগ্রাম পরিচালনা করার জন্যই এটার উত্থান হয়েছে।

[আহলে হাদীস পরিচিতি]

দৃষ্টি আকর্ষণ

আপনি কি কোরআন ও সহীহ সুন্নাহ মোতাবেক ‘আমল করে উন্নত জীবন গড়তে আগ্রহী? তাহলে নিয়মিত পাঠ করুন– মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক **“সাপ্তাহিক আরাফাত।”** বর্ধিত কলেবরে, আকর্ষণীয় ও সমৃদ্ধ প্রবন্ধসম্বলিত সাপ্তাহিক আরাফাত প্রকাশিত হচ্ছে। এছাড়াও রয়েছে নিয়মিত প্রশ্নোত্তর বিভাগ। আপনার অজানা মাসআলা-মাসায়েল জানতে নাম, ঠিকানা ও মোবাইল নম্বরসহ প্রশ্ন করুন আমাদের ফাতাওয়া বিভাগে। প্রশ্ন পাঠাতে খামের ওপর অবশ্যই **“পাঠকের জিজ্ঞাসার জবাব”** কথাটি লিখতে হবে।

নিজে গ্রাহক হোন, অপরকেও উৎসাহিত করুন।

প্রশ্ন পাঠানোর ঠিকানা–

ফাতাওয়া বিভাগ, সাপ্তাহিক আরাফাত

জমঈয়ত ভবন, ৭৯/ক/৩, বিবির বাগিচা ৩ নং গেইট, উত্তর যাত্রাবাড়ি, ঢাকা- ১২০৪। ✆ ০১৯৩৩৩৫৫৯০৭

E-mail: weeklyarafat@gmail.com

আলোকিত জীবন

প্রফেসর অধ্যক্ষ আব্দুন নূর সালাফী (১৯৩১-১৯৯৪ খ্রি.)

–ড. এ. বি. এম সাইফুল ইসলাম সিদ্দিকী*

ভূমিকা : বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে নিবেদিতপ্রাণ যে কয়েকজন ইসলামী ব্যক্তিত্ব ধর্মীয় সংস্কার ও দ্বীনি দা'ওয়াতের পাশাপাশি ইসলামী গ্রন্থ রচনা করে প্রভূত অবদান রেখে গেছেন প্রফেসর অধ্যক্ষ আব্দুন নূর সালাফী তাদের অন্যতম।

পরিবার পরিচিতি : রংপুরসহ উত্তরাঞ্চলে তিনি সালাফী নামেই পরিচিত। তাঁর পিতা আব্দুস সোবহান মুন্সী একজন খ্যাতিমান আলেম ছিলেন। তাঁর নাতি মাওলানা নুরুল হুদাও একজন সালাফী আলেম (তার ছেলে আলহাজ্জ আব্দর রহমানের দ্বিতীয় পুত্র)।

জন্ম : তিনি বৃহত্তর দিনাজপুর জেলার চিরির বন্দর উপজেলার সুইহারি গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে ১৯৩১ সালে জন্মগ্রহণ করেন।

শিক্ষা জীবন : আব্দুন নূর আশৈশব মেধাবী এবং প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী ছিলেন। পারিবারিক ঐতিহ্য অনুযায়ী শৈশবকালেই পিতা-মাতার নিকটেই কোরআনী শিক্ষায় শিক্ষিত হন।

পাকিস্তানের পাঞ্জাবে লেখাপড়া করার সময় তিনি সালাফী উপাধি লাভ করেন।

কর্মজীবন : কর্মজীবনে তিনি বিভিন্ন সরকারি কলেজে অধ্যাপনা করেন। সর্বশেষ তিনি সরকারি কলেজে অধ্যাপক থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

শিক্ষা ও গবেষণায় অবদান : তিনি বেশ কিছু গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে কয়েকটি হলো– **১.** তাকলীদ ও উহার স্বরূপ, **২.** সুন্নাত বনাম বিদ'আত, **৩.** সূরা আল ইখলাস-এর তাফসীর, **৪.** ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ্ (রাহিমাহুল্লাহ)'র সংক্ষিপ্ত জীবনী ও মতাদর্শ, **৫.** সালাতুর রাসূল (ﷺ), **৬.** শির্‌ক ও উহার পরিণতি, **৭.** আম্মা পারার তাফসীর ও **৮.** জামে' আত্ তিরমিযী, ১ম খণ্ড।

পাণ্ডুলিপি : এছাড়াও তাঁর কিছু অপ্রকাশিত গ্রন্থ রয়েছে। যেমন- (১) জামে' আত্ তিরমিযী অনুবাদ, (২) আব্দুল ওয়াহাব ও সালাফী 'আক্বীদাহ্ ও কৃতিত্ব, (৩) রংপুর বিভাগে মুসলিম সমাজ গঠন ও ইসলামী দা'ওয়াহ বিস্তারে প্রফেসর আব্দুন নূর সালাদী'র অবদান, (৪) আল্লামা শাওকানীর মাযহিবুস সালাফ।

খাঁটি দ্বীন প্রচারে অবদান : তিনি ছিলেন একজন মিষ্টভাষী বাগ্মী। তিনি ওয়াজ মাহফিলের মাধ্যমে জীবনভর খাঁটি দ্বীনের ব্যাপক ভূমিকা পালন করেছেন। বিভিন্ন আলোচনা সভায় তিনি পথভ্রষ্ট মানুষকে হিদায়াতের বাণী শোনাতেন। তিনি ব্যক্তিগত জীবনে জমঈয়তে আহলে হাদীসের সাথে জড়িত ছিলেন।

তিনি ছিলেন সুমিষ্টভাষী কোকিলকণ্ঠী। তার চেহারা ছিল অত্যন্ত আকর্ষণীয়। যে কেউ দেখলে তার প্রতি আকৃষ্ট হতেন। তাঁর আকর্ষণীয় জ্ঞানগর্ভ সহীহ হাদীসভিত্তিক বয়ান শুনে নীলফামারী জেলার জলঢাকা ও ডালিয়া উপজেলায় ১৮টি গ্রামের লোক একই সাথে অতি উৎসাহ ও উদ্দীপনা সহকারে জমঈয়তে আহলে হাদীসে যোগদান করেন।

জনসেবা : তিনি ছিলেন সেরা সংগঠক ও সমাজ সেবক। অনেক মসজিদ, মাদ্‌রাসা ও স্কুল কলেজের পরিচালনা কমিটির সাথে অন্তর্ভুক্ত থেকে তিনি প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখেন।

আল জামেয়া আস সালাফিয়া প্রতিষ্ঠা : তিনি ১৯৫৯ সালে রংপুর শহরের অন্তর্গত বড় রংপুর মৌজায় আল জামেয়া আস সালাফিয়া নামে একটি মাদ্‌রাসা স্থাপন করেন। এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের পরামর্শ ও সহযোগিতায় মাদ্‌রাসার জন্য ০৩ একর জমি দান করেন। মাদ্‌রাসাটি রংপুরের সেন্ট্রাল রোডে অবস্থিত। তিনি এ মাদ্‌রাসার প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন।

সন্তানাদি : তিনি ৮ ছেলে ৩ কন্যা সন্তানের জনক।

মৃত্যু : তিনি ১৯৯৪ সালের ২৮ মে নিজ বাসভবনে ইন্তেকাল করেন। রংপুরের আহলে হাদীস গোরস্থানে তাঁকে সমাহিত করা হয়। ☒

*প্রফেসর, গ্রেড- ১, আল কুরআন বিভাগ, ইসলামী ইউনিভার্সিটি, কুষ্টিয়া, বাংলাদেশ।

৬৬ বর্ষ ॥ ৩৯-৪০ সংখ্যা ❖ ১৪ জুলাই- ২০২৫ ঈ. ❖ ১৮ মুহার্‌রম- ১৪৪৬ হি.

সূরা ফীলে বর্ণিত হাতিওয়ালাদের ঘটনা

–আবু তাহসীন মুহাম্মদ

সূরা আল ফী-ল। পবিত্র কুরআনের ১০৫তম সূরা। এর আয়াত সংখ্যা পাঁচ। এ সূরায় ইয়েমেনের বাদশাহ আবরাহার বিশাল হস্তী বাহিনী ধ্বংসের বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে। সূরায় উল্লেখিত ফীল অর্থ হাতি। এ সূরায় হস্তী বাহিনীর ঘটনা সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحٰبِ الْفِيْلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِيْ تَضْلِيْلٍ وَّ أَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيْلَ تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيْلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُوْلٍ﴾

"তুমি কি দেখনি, তোমার মালিক (কা'বা ধ্বংসের জন্য আগত) হাতিওয়ালাদের সাথে কী ব্যবহার করেছেন? তিনি কি (সে সময়) তাদের যাবতীয় ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করে দেননি? এবং তিনি তাদের ওপর ঝাঁকে-ঝাঁকে পাখি পাঠিয়েছেন। এ পাখিগুলো এ সুসজ্জিত বাহিনীর ওপর পাথরের টুকরো নিক্ষেপ করছিল। অতঃপর তিনি তাদেরকে জন্তু-জানোয়ারের চর্বিত ঘাস-পাতার মতো করে দিলেন।"[৭৫]

সূরা আল ফী-ল-এর আয়াতগুলো থেকেই মুলত হস্তী বাহিনীর ঘটনা আমরা জানতে পারি। নিম্নে ঘটনাটি উল্লেখ করা হলো–

হুমায়ের গোত্রের শেষ বাদশাহ যূনুয়াস, যে ছিল মুশরিক, তার সময়ের মুসলমানদেরকে পরিখার মধ্যে নিক্ষেপ করে হত্যা করেছিল। ঐসব মুসলমান ছিল 'ঈসা-এর সত্যিকার অনুসারী। তাঁদের সংখ্যা ছিল প্রায় তিন হাজার। তাঁদের সবাইকে শহীদ করে দেয়া হয়েছিল। দাউস যু সা'লাবান নামক একটি মাত্র লোক বেঁচেছিলেন। তিনি সিরিয়ায় পৌঁছে রোমের বাদশাহ কায়সারের কাছে ফরিয়াদ করলেন। কায়সার ছিলেন খ্রিষ্ট ধর্মাবলম্বী। তিনি হাবশার (আবিসিনিয়ার) বাদশাহ নাজাশীকে লিখলেন, 'দাউস যু সা'লাবানের সঙ্গে পুরো বাহিনী পাঠিয়ে দিন'। সেখান থেকে শত্রুদেশ নিকটবর্তী ছিল। বাদশাহ নাজাশী আমীর ইবনু ইরবাত ও আবরাহা ইবনু সাহাব আবূ ইয়াকসুমকে সৈন্য পরিচালনার যৌথ দায়িত্ব দিয়ে এক বিরাট সেনাবাহিনী যূনুয়াসের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। এই সৈন্যদল ইয়ামনে পৌঁছল এবং ইয়ামন ও তথাকার অধিবাসীদের ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করল। যূনুয়াস পালিয়ে গেল এবং সমুদ্রে ডুবে মৃত্যুবরণ করল। যূনুয়াসের শাসন ক্ষমতা হারিয়ে যাওয়ার পর সমগ্র ইয়ামন হাবশার বাদশাহর কর্তৃত্বে চলে গেল। সেনাধ্যক্ষ হিসাবে আগমনকারী উভয় সর্দার ইয়ামনে বসবাস করতে লাগলো। কিন্তু অল্প কিছুদিন পরই তাদের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব দেখা দিলো। শেষ পর্যন্ত উভয়ে নিজ নিজ বিভক্ত সৈন্যদলসহ মুখোমুখী সংঘর্ষের জন্যে প্রস্তুত হলো। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্বক্ষণে উভয় সর্দার পরস্পরকে বলল, অযথা রক্তপাত করে কী লাভ, চলো আমরা উভয়ে লড়াই করি। যে বেঁচে যাবে, ইয়ামন এবং সেনাবাহিনী তার অনুগত থাকবে। এই কথা অনুযায়ী উভয়ে ময়দানে অবতীর্ণ হলো। আমীর ইবনু ইরবাত আবরাহার ওপর আক্রমণ করল এবং তরবারীর এক আঘাতে তার চেহারা রক্তাক্ত করে ফেলল। নাক, ঠোঁট এবং চেহারার বেশ কিছু অংশ কেটে গেল। এই অবস্থা দেখে আবরাহার ক্রীতদাস আতূদাহ এক অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে ইরবাতকে হত্যা করে ফেলল। মারাত্মকভাবে আহত আবরাহা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে গেল। বেশ কিছু দিন চিকিৎসার পর তার ক্ষত ভালো হলো এবং সে ইয়ামনের শাসনকর্তা হয়ে বসল। আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাজাশী এ খবর পেয়ে খুবই ক্রুদ্ধ হলেন এবং এক পত্রে জানালেন, 'আল্লাহর কসম! আমি তোমার শহরসমূহ ধ্বংস করব এবং তোমার টিকি কেটে আনব'। আবরাহা অত্যন্ত বিনয়ের সাথে এ পত্রের জবাব লিখল এবং দূতকে নানা প্রকারের উপঢৌকন, একটা থলের মধ্যে ইয়ামনের মাটি এবং নিজের মাথার কিছু চুল কেটে ওর মধ্যে রাখল ও ওর মুখ বন্ধ করে দিলো। তাছাড়া চিঠিতে সে নিজের অপরাধের ক্ষমা চেয়ে লিখল, 'ইয়ামনের মাটি এবং আমার মাথার চুল হাযির রয়েছে, আপনি নিজের কসম পর্ণূ করুন এবং আমার অপরাধ ক্ষমা করে দিন!' এতে নাজাশী খুশী হলেন এবং ইয়ামনের শাসনভার আবরাহাকে লিখে দিলেন। তারপর আবরাহা নাজাশীকে লিখল, 'আমি ইয়ামনে আপনার জন্যে এমন একটি গীর্জা তৈরি করছি যে, এ রকম গীর্জা ইতঃপূর্বে পৃথিবীতে কখনো তৈরি হয়নি'। অতি যত্নসহকারে খুবই

[৭৫] *সূরা আল ফী-ল : ১-৫।*

৬৬ বর্ষ ॥ ৩৯-৪০ সংখ্যা ❖ ১৪ জুলাই- ২০২৫ ঈ. ❖ ১৮ মুহার্‌রম- ১৪৪৬ হি.

মযবুত ও অতি উঁচু করে ঐ গীর্জাটি নির্মিত হলো। ঐ গীর্জার চূড়া এত উঁচু ছিল যে, চূড়ার প্রতি টুপি মাথায় দিয়ে তাকালে মাথার টুপি পড়ে যেত। আরববাসীরা ঐ গীর্জার নাম দিয়েছিল 'কালীস' অর্থাৎ- টুপি ফেলে দেয়া গীর্জা। এবার আবরাহা মনে করল যে, জনসাধারণ কা'বায় হজ্জ না করে; বরং এ গীর্জায় এসে হজ্জ করবে। সারাদেশে সে এটা ঘোষণা করে দিলো। আদনানিয়্যাহ ও কাহতানিয়্যাহ গোত্র এ ঘোষণায় খুবই অসন্তুষ্ট, আর কুরাইশরা ভীষণ রাগান্বিত হলো। অল্প কয়েকদিন পরে দেখা গেল যে, এক ব্যক্তি রাতের অন্ধকারে ঐ গীর্জায় প্রবেশ করে পায়খানা করে এসেছে। প্রহরীরা পরের দিন এ অবস্থা দেখে বাদশাহর কাছে খবর পাঠাল এবং অভিমত ব্যক্ত করল যে, কুরাইশরাই এ কাজ করেছে। তাদের মর্যাদা ক্ষুণ্ন করা হয়েছে বলেই এ কাজ তারা করেছে। আবরাহা তৎক্ষণাৎ কসম করে বলল, 'আমি মক্কার বিরুদ্ধে অভিযান চালাব এবং বায়তুল্লাহ্'র প্রতিটি ইট পর্যন্ত খুলে ফেলব'।

অন্য এক বর্ণনায় এরূপও আছে যে, কয়েকজন উদ্যোগী কুরাইশ যুবক ঐ গীর্জায় আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিল। সেই দিন বাতাস প্রচণ্ড বেগে প্রবাহিত হয়েছিল বলে আগুন ভালোভাবে ঐ গীর্জাকে গ্রাস করেছিল এবং ওটা মাটিতে ধসে পড়েছিল। অতঃপর ক্রুদ্ধ আবরাহা এক বিরাট বাহিনী নিয়ে মক্কা অভিমুখে রওয়ানা হলো। তাদের সাথে এক বিরাট উঁচু ও মোটা হাতি ছিল। ঐরূপ হাতি ইতঃপূর্বে কখনো দেখা যায়নি। হাতিটির নাম ছিল মাহমূদ। বাদশাহ নাজাশী মক্কা অভিযান সফল করার লক্ষ্যে ঐ হাতিটি আবরাহাকে দিয়েছিল। ঐ হাতির সাথে আবরাহা আরো আটটি অথবা বারোটি হাতি নিলো। তার উদ্দেশ্য ছিল যে, সে বায়তুল্লাহ্'র দেয়ালে শিকল বেঁধে দিবে, তারপর সমস্ত হাতির গলায় ঐ শিকল লাগিয়ে দিবে। এতে শিকল টেনে হাতিগুলো সমস্ত দেয়াল একত্রে ধ্বসিয়ে দেবে। মক্কার অধিবাসীরা এ সংবাদ পেয়ে দিশাহারা হয়ে পড়ল। যে কোনো অবস্থায় এর মুকাবিলা করার তার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল। যুনফর নামক ইয়ামনের একজন রাজবংশীয় লোক নিজের গোত্র ও আশে-পাশের বহু সংখ্যক আরবকে একত্রিত করে দুর্বৃত্ত আবরাহার মুকাবিলা করলেন। কিন্তু মহাপরাক্রমশালী মহান আল্লাহর ইচ্ছা ছিল অন্যরকম। যুনফর পরাজিত হলেন এবং আবরাহার হাতে বন্দী হলেন। যুনফরকেও সঙ্গে নিয়ে আবরাহা মক্কার পথে অগ্রসর হলো। খাশআম গোত্রের এলাকায় পৌঁছার পর নুফায়েল ইবন হাবীব খাশআমী একদল সৈন্য নিয়ে আবরাহার মুকাবিলা করলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তাঁরাই আবরাহার হাতে পরাজয় বরণ করলেন। নুফায়েলকেও যুনফরের মতো বন্দী করা হলো। আবরাহা প্রথম নুফায়েলকে হত্যা করার ইচ্ছা করল, কিন্তু পরে মক্কার পথ দেখিয়ে নেয়ার উদ্দেশ্যে জীবিতাবস্থায় সঙ্গে নিয়ে চলল। তায়েফের উপকণ্ঠে পৌঁছলে সাক্বীফ গোত্র আবরাহার সাথে সন্ধি করল যে, লাত মূর্তিটি যে প্রকোষ্ঠে রয়েছে, আবরাহার সৈন্যরা ঐ প্রকোষ্ঠের কোনো ক্ষতি সাধন করবে না। সাক্বীফ গোত্র আব রিগাল নামক একজন লোককে পথ দেখিয়ে দেয়ার জন্যে আবরাহার সঙ্গে দিলো। মক্কার কাছে মুগমাস নামক স্থানে তারা অবস্থান করল। আবরাহার সৈন্যরা আশে-পাশের জনপদ এবং চারণভূমি থেকে বহু সংখ্যক উট এবং অন্যান্য পশু দখল করে নিলো। এগুলোর মধ্যে 'আব্দুল মুত্তালিবের দু'শ উটও ছিল। এতে আরবের কবিরা আবরাহার নিন্দা করে কবিতা রচনা করল। সীরাতে ইবনু ইসহাকে ঐ কবিতার উল্লেখ রয়েছে। অতঃপর আবরাহা নিজের বিশেষ দূত হানাতাহ হুমাইরীকে বলল, তুমি মক্কার সর্বাপেক্ষা বড় সর্দারকে আমার কাছে ডেকে নিয়ে এস এবং ঘোষণা করে দাও, আমরা মক্কাবাসীদের সাথে যুদ্ধ করতে আসিনি, মহান আল্লাহর ঘর ভেঙে ফেলাই শুধু আমাদের উদ্দেশ্য। তবে হ্যাঁ, মক্কাবাসীরা যদি কা'বাগৃহ রক্ষার জন্যে এগিয়ে আসে এবং আমাদেরকে বাধা দেয় তাহলে বাধ্য হয়ে আমাদেরকে তাদের সাথে যুদ্ধ করতে হবে। হানাতাহ মক্কার জনগণের সাথে আলোচনা করে বুঝতে পারল যে, 'আব্দুল মুত্তালিব ইবনু হাশেমই মক্কার বড় নেতা। হানাতাহ 'আব্দুল মুত্তালিবের সামনে আবরাহার বক্তব্য পেশ করলে 'আব্দুল মুত্তালিব বললেন, 'আল্লাহর কসম! আমাদের যুদ্ধ করার ইচ্ছাও নেই এবং যুদ্ধ করার মতো শক্তিও নেই'। মহান আল্লাহর সম্মানিত ঘর। তার প্রিয় বন্ধু ইব্‌রা-হীমের জীবন্ত স্মৃতি।

সুতরাং আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করলে নিজের ঘরের হিফাযত নিজেই করবেন। অন্যথা তাঁর ঘরকে রক্ষা করার সাহসও আমাদের নেই এবং যুদ্ধ করার মতো শক্তিও আমাদের নেই'। হানাতাহ্ তখন তাঁকে বলল, 'ঠিক আছে, আপনি আমাদের বাদশাহর কাছে চলুন'। 'আব্দুল মুত্তালিব তখন তার সাথে আবরাহার কাছে গেলেন। 'আব্দুল মুত্তালিব ছিলেন অত্যন্ত সুদর্শন, বলিষ্ঠ দেহ সৌষ্ঠবের অধিকারী। তাঁকে দেখা মাত্র যে কোনো মানুষের মনে শ্রদ্ধার উদ্রেক হত। আবরাহা তাঁকে দেখেই সিংহাসন থেকে নেমে এলো এবং তাঁর সাথে মেঝেতে উপবেশন করল, সে

তার দোভাষীকে বলল, তাকে জিজ্ঞেস করো, তিনি কী চান? ‘আব্দুল মুত্তালিব জানালেন, ‘বাদশাহ আমার দু’শ উট লুট করিয়েছেন। আমি সেই উট ফেরত নিতে এসেছি’। বাদশাহ আবরাহা তখন দোভাষীর মাধ্যমে তাঁকে বলল, প্রথম দৃষ্টিতে আপনি যে শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিলেন, আপনার কথা শুনে সে শ্রদ্ধা লোপ পেয়ে গেছে। নিজের দু’শ‘ উটের জন্যে আপনার এত চিন্তা অথচ স্বজাতির ধর্মের জন্যে কোনো চিন্তা নেই! আমি আপনাদের ‘ইবাদতখানা কা‘বা ধ্বংস করে ধূলিস্যাৎ করতে এসেছি’। একথা শুনে ‘আব্দুল মুত্তালিব জবাবে বললেন, ‘শুন, উটের মালিক আমি, তাই উট ফিরে পাওয়ার চেষ্টা করতে এসেছি। আর কা‘বা গৃহের মালিক হলেন স্বয়ং আল্লাহ। সুতরাং তিনি নিজেই নিজের ঘর রক্ষা করবেন’। তখন ঐ নরাধম বলল, ‘আজ স্বয়ং মহান আল্লাহর কা‘বাকে আমার হাত থেকে রক্ষা করতে পারবেন না’। একথা শুনে ‘আব্দুল মুত্তালিব বললেন, ‘তা আল্লাহ তা‘আলা জানেন এবং আপনি জানেন’।

এও বর্ণিত আছে যে, মক্কার জনগণ তাদের ধন-সম্পদের এক তৃতীয়াংশ আবরাহাকে দিতে চেয়েছিল, যাতে সে এই ঘৃণ্য অপচেষ্টা হতে বিরত থাকে। কিন্তু আবরাহা তাতেও রাজী হয়নি।

মোটকথা ‘আব্দুল মুত্তালিব তাঁর উটগুলো নিয়ে ফিরে আসলেন এবং মক্কাবাসীদেরকে বললেন, ‘তোমরা মক্কাকে সম্পূর্ণ খালি করে দাও। সবাই তোমরা পাহাড়ে গিয়ে আশ্রয় নাও’। তারপর ‘আব্দুল মুত্তালিব কুরাইশের কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে সঙ্গে নিয়ে কা‘বা গৃহে গিয়ে কা‘বার খুঁটি ধরে দেয়াল ছুঁয়ে মহান আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি করলেন এবং কায়মনোবাক্যে ঐ পবিত্র ও মর্যাদাপূর্ণ গৃহ রক্ষার জন্যে প্রার্থনা করলেন। আবরাহা এবং তার রক্তপিপাসু সৈন্যদের অপবিত্র ইচ্ছার কবল থেকে কা‘বাকে পবিত্র রাখার জন্যে ‘আব্দুল মুত্তালিব কবিতার ভাষায় নিম্নলিখিত দু‘আ করেছিলেন, দু‘আটির মর্মার্থ হলো– ‘আমরা নিশ্চিন্ত, কারণ আমরা জানি যে, প্রত্যেক গৃহমালিক নিজেই নিজের গৃহের হিফাযত করেন। হে আল্লাহ! আপনিও আপনার গৃহ আপনার শত্রুদের কবল হতে রক্ষা করুন। আপনার অস্ত্রের ওপর তাদের অস্ত্র জয়যুক্ত হবে এমন যেন কিছুতেই না হয়’। অতঃপর ‘আব্দুল মুত্তালিব কা‘বা গৃহের খুঁটি ছেড়ে দিয়ে তাঁর সঙ্গীদেরকে নিয়ে ওর আশে-পাশের পর্বতসমূহের চূড়ায় উঠে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করলেন। এমনও বর্ণিত আছে যে, কুরবানীর একশত পশুকে নিশান লাগিয়ে কা‘বার আশে-পাশে ছেড়ে দিলেন। উদ্দেশ্য ছিল এই যে, যদি দুর্বৃত্তরা মহান আল্লাহর নামে ছেড়ে দেয়া পশুর প্রতি হাত বাড়ায় তাহলে মহান আল্লাহর গযব তাদের ওপর অবশ্যই নেমে আসবে। পরদিন প্রভাতে আবরাহার সেনাবাহিনী মক্কায় প্রবেশের উদ্যোগ গ্রহণ করল। বিশেষ হাতি মাহমূদকে সজ্জিত করা হলো। পথে বন্দী হয়ে আবরাহার সাথে আগমনকারী নুফায়েল ইবনু হাবীব তখন মাহমূদ নামক হাতিটির কান ধরে বললেন, ‘মাহমূদ! তুমি বসে পড়ো, আর যেখান থেকে এসেছ সেখানে ভালোভাবে ফিরে যাও। তুমি মহান আল্লাহর পবিত্র শহরে রয়েছ’। একথা বলে নুফায়েল হাতির কান ছেড়ে দিলেন এবং ছুটে গিয়ে নিকট এক পাহাড়ের আড়ালে গিয়ে আত্মগোপন করলেন। মাহমূদ নামক হাতিটি নুফায়েলের কথা শোনার সাথে সাথে বসে পড়ল। বহু চেষ্টা করেও তাকে নড়ানো সম্ভব হলো না। পরীক্ষামূলকভাবে ইয়ামনের দিকে তার মুখ ফিরিয়ে টেনে তোলার চেষ্টা করতেই হাতি তাড়াতাড়ি উঠে দ্রুত অগ্রসর হতে লাগল। পূর্বদিকে চালাবার চেষ্টা করা হলে সেদিকেও যাচ্ছিল, কিন্তু মক্কার দিকে মুখ ঘুরিয়ে চালাবার চেষ্টা করতেই বসে পড়ল। সৈন্যরা তখন হাতিটিকে প্রহার করতে শুরু করল। এমন সময় দেখা গেল এক ঝাঁক পাখি কালো মেঘের মতো হয়ে সমুদ্রের দিক থেকে উড়ে আসছে।[৭৬]

উবায়েদ ইবনু উমায়ের বলেন, ‘সেগুলো ছিল সামুদ্রিক কালো পাখি, যার ঠোঁটে ও পায়ে কংকর ছিল’। ইবনু মাস‘ঊদ, ইবনু যায়েদ ও আখফাশ বলেন, ‘চারিদিক থেকে তারা এসেছিল’।[৭৭]

ইকরিমা বলেন, ‘সবুজ পাখি যা সমুদ্রের দিক থেকে এসেছিল’। ওয়াক্বেদী তার সূত্রে উল্লেখ করেন যে, পাখিগুলো ছিল হলুদ যা কবুতরের চেয়ে ছোট এবং পাগুলো ছিল লাল রংয়ের। প্রত্যেকের সাথে ছিল তিনটি করে কংকর। সেগুলো তারা নিক্ষেপ করে। অতঃপর তারা সব ধ্বংস হয়ে যায়’।[৭৮]

সা‘ঈদ ইবনু জুবায়ের বলেন, সবুজ পাখি। যার ঠোঁট ছিল হলুদ। তিনি বলেন, ‘এগুলো ছিল আসমানী পাখি। যার ন্যায় পাখি তার পূর্বে বা পরে আর কখনো দেখা যায়নি’।[৭৯]

---

[৭৬] *তাওযীহুল কুরআন।*
[৭৭] *তাফসীরে কুরতুবী; তাফসীরে ইবনু কাসীর।*
[৭৮] *তাফসীরে ইবনু কাসীর।*
[৭৯] *তাফসীরে কুরতুবী।*

অনেকে 'আবাবীল'-কে এক প্রকার পাখি ধারণা করেন। এমনকি এ পাখির অদ্ভুত সব কাল্পনিক বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেন। যেমন- 'এরা সারাদিন উড়ে বেড়ায়। কোথাও বসে না। এদের মারলে মহান আল্লাহর গযবে মানুষ ধ্বংস হয়ে যাবে। সাতটা মানুষ খুন করতে রাযী, কিন্তু এদের বাসা ভাঙতে রাযী নই' ইত্যাদি। বিশেষ করে কারাগারগুলোতে এক ধরনের কালো পাখি দেখা যায়। সেগুলোকে কারাগারের লোকেরা 'আবাবীল' পাখি বলে এবং 'বরকতের পাখি' মনে করে। অথচ এগুলো স্রেফ ধারণা মাত্র।[৮০]

চোখের পলকে ওগুলো আবরাহার সেনাবাহিনীর মাথার ওপর এসে পড়ল এবং চতুর্দিক থেকে তাদেরকে ঘিরে ফেলল। প্রত্যেক পাখির চঞ্চুতে একটি এবং দু'পায়ে দু'টি কংকর ছিল। কংকরের ঐ টুকরাগুলো ছিল মসুরের ডাল বা মাস কলাইয়ের সমান। পাখিগুলো কংকরের ঐ টুকরাগুলো আবরাহার সৈন্যদের প্রতি নিক্ষেপ করছিল। যার গায়ে ঐ কংকর পড়ছিল সেই সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে ভবলীলা সাঙ্গ করছিল।

সৈন্যরা এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করছিল আর নুফায়েল নুফায়েল বলে চিৎকার করছিল। কারণ তারা তাঁকেই পথপ্রদর্শক হিসাবে সঙ্গে এনেছিল। নুফায়েল তখন পাহাড়ের শিখরে আরোহণ করে অন্যান্য কুরাইশদের সাথে আবরাহা ও তার সৈন্যদের দুরবস্থার দৃশ্য অবলোকন করছিলেন। ঐ সময় নুফায়েল নিম্নলিখিত কবিতাংশ পাঠ করছিলেন–

'এখন আর আশ্রয়স্থল কোথায়?
স্বয়ং মহান আল্লাহই তো ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন।
শোন, দুর্বৃত্ত আশরম পরাজিত হয়েছে,
জয়ী হওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়'।

এ ঘটনার প্রেক্ষিতে নুফায়েল আরো বলেন : "হাতিওয়ালাদের দুরবস্থার সময়ে তুমি যদি উপস্থিত থাকতে! মুহাসসার প্রান্তরে তাদের ওপর আযাবের কংকর বর্ষিত হয়েছে। তুমি সে অবস্থা দেখলে মহান আল্লাহর দরবারে সিজদায় পতিত হতে। আমরা পাহাড়ের ওপর দাঁড়িয়ে আল্লাহর প্রশংসা করছিলাম। আমাদের হৃৎপিণ্ড কাঁপছিল এই ভয়ে যে, না জানি হয় তো আমাদের ওপরও এই কংকর পড়ে যায় এবং আমাদেরও দফারফা করে দেয়। পুরো সম্প্রদায় মুখ ফিরিয়ে পালাচ্ছিল ও নুফায়েল নুফায়েল বলে চিৎকার করছিল, যেন নুফায়েলের ওপর হাবশীদের ঋণ রয়েছে'।

ওয়াকেদী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন যে, পাখিগুলো ছিল সবুজ রঙের। ওগুলো কবুতরের চেয়ে কিছু ছোট ছিল। ওদের পায়ের রঙ ছিল লাল। অন্য এক রিওয়ায়াতে রয়েছে যে, মাহমূদ নামক হাতিটি যখন বসে পড়ল এবং সর্বাত্মক চেষ্টা সত্ত্বেও তাকে ওঠানো সম্ভব হলো না, তখন সৈন্যরা অন্য একটি হাতিকে সামনের দিকে নেয়ার চেষ্টা করল। কিন্তু সে পা বাড়াতেই তার মাথায় কংকরের টুকরো পড়ল এবং আর্তনাদ করে পিছনে সরে এল। অন্যান্য হাতিও তখন এলোপাতাড়ি ছুটতে শুরু করল। কয়েকটির ওপর কংকর পড়ায় তৎক্ষণাৎ ওগুলো মারা গেল। যারা ছুটে পালাচ্ছিল, তাদেরও এক একটি অঙ্গ খসে খসে পড়ছিল এবং অবশেষে সবগুলোই মারা গেল। আবরাহা বাদশাহও ছুটে পালাল, কিন্তু তারও এক একটি অঙ্গ খসে খসে পড়ছিল। সান'আ (তৎকালীন ইয়ামনের রাজধানী) নামক শহরে পৌঁছার পর সে মাংসপিণ্ডে পরিণত হলো এবং কুকুরের মতো ছটফট করতে করতে প্রাণ ত্যাগ করল। তার কলিজা ফেটে গিয়েছিল। কুরাইশরা প্রচুর ধনসম্পদ পেয়ে গিয়েছিল। 'আব্দুল মুত্তালিব তো সোনা সংগ্রহ করে করে একটি কূপ ভর্তি করেছিলেন। ঐ বছরই সারা দেশে প্রথম ওলা ওঠা এবং প্লেগ রোগ দেখা দেয়। হরযল, হানযাল প্রভৃতি কটুগাছও ঐ বছর উৎপন্ন হয়। আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীর ভাষায় এ নিয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন এবং যেন বলছেন, যদি তোমরা আমার ঘরের সম্মান এভাবে করতে থাকতে এবং আমার রাসূল-এর কথা মানতে, তবে আমিও সেভাবে তোমাদের হিফাযত করতাম এবং শত্রু দল থেকে তোমাদেরকে মুক্তি দিতাম।

ইবনু ইসহাক বলেন, আবরাহা বাহিনী মক্কা থেকে পালিয়ে ইয়ামন পর্যন্ত পথে পথে মরতে মরতে যায় এবং আবরাহা তার প্রিয় রাজধানী সান'আ শহরে পৌঁছে লোকদের কাছে মহান আল্লাহর গযবের ঘটনা বলার পর মৃত্যুবরণ করে। এ সময় তার বুক ফেটে কলিজা বেরিয়ে যায়'। মুক্বাতিল বিন সুলায়মান বলেন, কুরায়েশরা ঐদিন বহুমূল্য গণীমতের মাল হস্তগত করে। একা 'আব্দুল মুত্তালিব যা স্বর্ণ পান, তাতে তাঁর সমস্ত পাত্র পূর্ণ হয়ে যায়। ইবনু ইসহাক বলেন, এর পরপরই আল্লাহ তাঁর বিশেষ রহমতস্বরূপ কুরায়েশদের গৃহে তাঁর প্রিয়নবী মুহাম্মাদ (ﷺ)-কে প্রেরণ করেন।[৮১]

[পরবর্তী অংশ ৩৩ পৃষ্ঠায় দেখুন]

[৮০] *তাফসীরুল কুরআন।*

[৮১] *তাফসীরে ইবনু কাসীর।*

বিশেষ মাসায়িল

কোনো আলেমকে মাওলানা বলা যাবে কী

আরাফাত ডেস্ক :

মানুষকে 'মাওলানা' বলা যাবে কি না তার সমাধান

'মাওলা' শব্দের অর্থ হচ্ছে– প্রভু, মনিব, বন্ধু, সাহায্যকারী, অভিভাবক, মিত্র, আযাদকৃত দাস ইত্যাদি। ইমাম নববী বলেন, এই শব্দের ১৬টি অর্থ আছে। এই কারণে শব্দটি সালাফে সালেহীনের মধ্যে ব্যবহারের প্রচলন ছিল। যেমন দাসগণ তাদের মনিবদের উদ্দেশ্যে 'মাওলা' শব্দ ব্যবহার করেছেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এক হাদীসে দাসকে নিষেধ করেছেন মনিবকে 'মাওলায়া' বা আমার প্রভূ বলতে। আবার আরেক রিওয়ায়াতে অনুমতি দিয়েছেন যে, দাস তার মনিবকে বলবে 'সাইয়্যেদী ও মাওলায়া'।[৮২]

এখানে 'মাওলা' শব্দের শেষে 'ইয়া' সর্বনাম যোগ করলে একবচন বক্তা বুঝায়, আর 'না' সর্বনাম যোগ করলে বহুবচন বক্তা বুঝায়।

এখন হাদীসে এক বর্ণনায় নিষেধ আরেক বর্ণনায় অনুমতির তাৎপর্য কী?

এ সম্পর্কে আলেমগণ বলেছেন, যদি 'মাওলা' শব্দ দ্বারা রুবুবিয়্যাতের অর্থ গ্রহণ করা হয় এবং তাকে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী উদ্দেশ্য করা হয়, তবে তা নিষেধ। কিন্তু যদি সাধারণভাবে দায়িত্বশীল বা অভিভাবক বা অন্য কোনো অর্থ উদ্দেশ্য করা হয় তবে ব্যবহার করা নিষেধ নয়।

কেউ বলেছেন, দ্বিতীয় বর্ণনা দ্বারা এটি ব্যবহার জায়েয হওয়ার প্রমাণ দেয়া হয়েছে। আর প্রথম বর্ণনাটি দ্বারা আদব রক্ষার্থে ব্যবহার না করতে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। অর্থাৎ- ব্যবহার করা মাকরূহ।

এই জন্যে শাইখ বিন বায (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, যদিও শব্দটির ব্যবহার নাজায়েয নয় তবে তা যত্রতত্র ব্যবহার না করাই উত্তম। শাইখ 'আব্দুল মুহসিন আব্বাদ (হাফিজাহুল্লা-হ) শব্দটি ব্যবহারে বলেন তাওহীদের ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা না থাকলেও যার তার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা ঠিক না।

আবূ রাফি' রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর আযাদকৃত দাস ছিলেন, তিনি তার বিভিন্ন খাতে খরচের জন্যে অর্থ দিতেন। একবার তিনি তাকে বলেছেন, "তোমাকে যা আমি দেই তাতে যদি তোমার যথেষ্ট হয়ে যায়, তবে মানুষের ময়লা (সাদাক্বাহ্‌-যাকাত) চাইবে না। কেননা ওটা আমাদের জন্যে হারাম। আর কোনো ক্বওমের আযাদকৃত দাস তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। তিনি বললেন, 'আনতা মাওলানা ওয়া মিন্না' তুমি আমাদের আযাদকৃত দাস, তুমি আমাদেরই অন্তর্ভুক্ত।"[৮৩]

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন : "আমি যার মাওলা, 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-ও তার মাওলা।"[৮৪]

এর অর্থ সম্পর্কে মুবারকপুরী তোহফাতুল আহওয়াযীতে বলেছেন, আমি যার সাথে বন্ধুত্ব রাখি 'আলীও তার সাথে বন্ধুত্ব রাখে (শত্রুতার বিপরীত)। কেউ বলেছেন, তার অর্থ হচ্ছে– আমি যাকে ভালোবাসি 'আলীও তাকে ভালোবাসে। কেউ বলেছেন, যে আমাদের সাথে সম্পর্ক রাখবে 'আলীও তার সাথে সম্পর্কে রাখবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ﴾

"তোমাদের ওলী (বন্ধু) তো কেবল আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং মু'মিনগণ।"[৮৫] কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾

"আপনি আমাদের মাওলা (সাহায্যকারী ও বন্ধু) অতএব আপনি আমাদেরকে কাফির সম্প্রদায়ের ওপর সাহায্য করুন।"[৮৬]

এই আয়াতে মওলানা অর্থ : বন্ধু ও সাহায্যকারী অর্থাৎ- আপনি আমাদের বন্ধু ও সাহায্যকারী। আমরা আপনার ওপরই ভরসা করছি, আপনার নিকটই সাহায্য প্রার্থনা করছি...।[৮৭]

মোটকথা, শরিয়তের দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী 'মাওলানা' শব্দটি কখনো মহান আল্লাহর জন্য ব্যবহৃত হয় আবার কখনো রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ক্ষেত্রে এবং কখনো কখনো সম্মানিত বিদ্বান ও ব্যক্তিদের ক্ষেত্রেও ব্যবহার করতে কোনো বাধা নেই –ইন্‌ শা-আল্লাহ।

তবে কোনো ব্যক্তি নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে যদি মাওলানা শব্দ ব্যবহার করে তবে নিঃসন্দেহে তা হাস্যকর হবে। কারণ অর্থগতভাবে তা গ্রহণযোগ্য নয় কেননা, মাওলানা অর্থ : আপনি আমাদের অবিভাবক ও বন্ধু। তবে অন্য মানুষ যদি মাওলানা বলে সম্বোধন করে তাতে কোনো বাধা নেই –ইন্‌ শা-আল্লাহ। (আল্লাহই সব চেয়ে ভালো জানেন)

---

[৮২] *উভয় বর্ণনা সহীহ মুসলিমে আছে।*

[৮৩] *সুনান আবূ দাঊদ।*

[৮৪] *মুসনাদ আহমাদ, সুনান আত্‌ তিরমিযী, সুনান ইবনু মাজাহ্‌।*

[৮৫] *সূরা আল মায়িদাহ্‌ : ৫৫।*

[৮৬] *সূরা আল বাক্বারাহ্‌ : ২৮৬।*

[৮৭] *তাফসীর ইবনু তাফসীর।*

৬৬ বর্ষ ॥ ৩৯-৪০ সংখ্যা ❖ ১৪ জুলাই- ২০২৫ ঈ. ❖ ১৮ মুহার্‌রম- ১৪৪৬ হি.

সাময়িক প্রসঙ্গ

সফর মাস প্রসঙ্গ

–আরাফাত ডেস্ক

সফর মাসের জন্য কোনো বিশেষ সালাতও নেই, সিয়ামও নেই। এ মাসের কোনো দিবসে বা রাত্রে কোনো প্রকারের সালাত আদায়ের বিশেষ সাওয়াব বা ফযীলতে কোনো হাদীস বর্ণিত হয়নি। অনুরূপভাবে এ মাসের কোনো দিনে সিয়াম পালনেরও কোনো বিশেষ ফযীলত কোনো হাদীসে বর্ণিত হয়নি। এ বিষয়ে যা কিছু বলা হয় সবই বানোয়াট ও ভিত্তিহীন কথা।

এ মাসকে কেন্দ্র করেও অনেক মিথ্যা ও ভিত্তিহীন কথা মুসলিম সমাজে প্রচলিত হয়েছে। এগুলোকে আমরা তিন ভাগে বিভক্ত করতে পারি। প্রথম, সফর মাসের 'অশুভত্ব' ও 'বালা-মুসিবত' বিষয়ক, দ্বিতীয়, সফর মাসের প্রথম তারিখে বা অন্য সময়ে বিশেষ সালাত ও তৃতীয়, আখেরী চাহার শোম্বা বা সফর মাসের শেষ বুধবার বিষয়ক।

(ক) সফর মাসের অশুভত্ব ও এ মাসের বালা-মুসিবত : কোনো স্থান, সময়, বস্তু বা কর্মকে অশুভ, অযাত্রা বা অমঙ্গলময় বলে মনে করা ইসলামী বিশ্বাসের ঘোর পরিপন্থী একটি কুসংস্কার। এ বিষয়ে আমরা পরবর্তীকালে আলোচনা করব, ইন্ শা-আল্লাহ। এখানে লক্ষ্যণীয় যে, আরবের মানুষেরা জাহেলী যুগ থেকে 'সফর' মাসকে অশুভ ও বিপদাপদের মাস বলে বিশ্বাস করত। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাদের এ কুসংস্কারের প্রতিবাদ করে বলেন :

لَا طِيَرَةَ، وَلَا هَامَةَ وَلَا صَفَرَ.

"...কোনো অশুভ-অযাত্রা নেই, কোনো ভূত-প্রেত বা অতৃপ্ত আত্মা নেই এবং সফর মাসের অশুভত্বের কোনো অস্তিত্ব নেই।..."[৮৮]

অথচ এর পরেও মুসলিম সমাজে অনেকের মধ্যে পূর্ববর্তী যুগের এ সকল কুসংস্কার থেকে যায়। এ সকল কুসংস্কারকে উস্কে দেয়ার জন্য অনেক বানোয়াট কথা হাদীসের নামে বানিয়ে সমাজে প্রচার করেছে জালিয়াতগণ। এ সকল জাল কথার মধ্যে রয়েছে: এ মাস বালা মুসিবতের মাস। এ মাসে এত লাখ এত হাজার... বালা নাযিল হয়।.. এ মাসেই আদম ফল খেয়েছিলেন। এমাসেই হাবীল নিহত হন। এ মাসেই নূহের কাওম ধ্বংস হয়। এ মাসেই ইবরাহীম (আলায়হিস সালাম)-কে আগুনে ফেলা হয়। ... এ মাসের আগমনে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ব্যথিত হতেন। এ মাস চলে গেলে খুশি হতেন...। তিনি বলতেন :

مَنْ بَشَّرَنِيْ بِخُرُوْجِ صَفَرٍ بَشَّرْتُهُ بِالْجَنَّةِ (بِدُخُوْلِ الْجَنَّةِ).

"যে ব্যক্তি আমাকে সফর মাস অতিক্রান্ত হওয়ার সুসংবাদ প্রদান করবে, আমি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করার সুসংবাদ প্রদান করব।" ... ইত্যাদি অনেক কথা তারা বানিয়েছে। আর অনেক সরলপ্রাণ বুযুর্গও তাদের এ সকল জালিয়াতি বিশ্বাস করে ফেলেছেন। মুহাদ্দিসগণ একমত যে, সফর মাসের অশুভত্ব ও বালা-মুসিবত বিষয়ক সকল কথাই ভিত্তিহীন মিথ্যা।[৮৯]

(খ) সফর মাসের ১ম রাতের সালাত : উপরের মিথ্যা কথাগুলোর ভিত্তিতেই একটি ভিত্তিহীন 'সালাতের' উদ্ভাবন করা হয়েছে। বলা হয়েছে, কেউ যদি সফর মাসের ১ম রাত্রিতে মাগরিবের পরে ... বা 'ইশার পরে... চার রাক'আত সালাত আদায় করে, অমুক অমুক সূরা বা আয়াত এতবার পাঠ করে ... তবে সে বিপদ থেকে রক্ষা পাবে, এত পুরস্কার পাবে... ইত্যাদি। এগুলো সবই ভিত্তিহীন বানোয়াট কথা, যদিও অনেক সরলপ্রাণ আলেম ও বুযুর্গ এগুলো বিশ্বাস করেছেন বা তাদের বইয়ে বা ওয়াযে উল্লেখ করেছেন।[৯০]

(গ) সফর মাসের শেষ বুধবার : বিভিন্ন জাল হাদীসে বলা হয়েছে, বুধবার অশুভ এবং যে কোনো মাসের শেষ বুধবার সবচেয়ে অশুভ দিন। আর সফর মাস যেহেতু অশুভ, সেহেতু সফর মাসের শেষ বুধবার বছরের সবচেয়ে বেশি অশুভ দিন এবং এ দিনে সবচেয়ে বেশি বালা মুসিবত নাযিল হয়। এসব ভিত্তিহীন কথাবার্তা অনেক সরলপ্রাণ বুযুর্গ বিশ্বাস করেছেন। যেমন- "সফর মাসে

---

[৮৮] *বুখারী- ৫/২১৫৮, ২১৬১, ২১৭১, ২১৭৭; মুসলিম- ৪/১৭৪২-১৭৪৫।*

[৮৯] *সাগানী, আল-মাউদূ'আত- পৃ. ৬১; মোল্লা কারী, আল-আসরার- পৃ. ২২৫; তাহির পাটনী, তাযকিরা- পৃ. ১১৬; আজলূনী, কাশফুল খাফা ২/৩০৯; শাওকানী, আল-ফাওয়াইদ- ২/৫৩৯; নিযামুদ্দীন আউলিয়া, রাহাতুল মুহিব্বীন- পৃ. ১০১; রাহাতুল কুলুব- পৃ. ১৩৮।*

[৯০] *খাজা নিযামুদ্দীন আউলিয়া, রাহাতুল কুলুব- পৃ. ১৩৮-১৩৯; মুফতী হাবীব সামদানী, বার চান্দের ফযীলত- পৃ. ১৪।*

সূচীপত্র

একলাখ বিশ হাজার 'বালা' নাজিল হয় এবং সবদিনের চেয়ে 'আখেরী চাহার শোম্বা-'তে (সফর মাসে শেষ বুধবার) নাজিল হয় সবচেয়ে বেশি। সুতরাং ঐ দিনে যে ব্যক্তি নিম্নোক্ত নিয়মে চার রাক'আত নামায পাঠ করবে আল্লাহ তা'আলা তাকে ঐ বালা থেকে রক্ষা করবেন এবং পরবর্তী বছর পর্যন্ত তাকে হিফাজতে রাখবেন... ।"[৯১]

এগুলো সবই ভিত্তিহীন কথা। তবে আমাদের দেশে 'আখেরী চাহার শোম্বা'-র প্রসিদ্ধি এ কারণে নয়, অন্য কারণে। প্রসিদ্ধ আছে যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সফর মাসের শেষ দিকে অসুস্থ হয়ে পড়েন। তিনি সফর মাসের শেষ বুধবারে কিছুটা সুস্থ হন এবং গোসল করেন। এরপর তিনি পুনরায় অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং এ অসুস্থতাতেই তিনি পরের মাসে ইন্তেকাল করেন। এজন্য মুসলিমগণ এ দিনে তাঁর সর্বশেষ সুস্থতা ও গোসলের স্মৃতি উদযাপন করেন।

এ বিষয়ক প্রচলিত কাহিনীর সার-সংক্ষেপ প্রচলিত একটি পুস্তক থেকে উদ্ধৃত করছি– "নবী করীম (ﷺ) দুনিয়া হইতে বিদায় নিবার পূর্ববর্তী সফর মাসের শেষ সপ্তাহে ভীষণভাবে রোগে আক্রান্ত হইয়া ছিলেন। অতঃপর তিনি এই মাসের শেষ বুধবার দিন সুস্থ হইয়া গোসল করতঃ কিছু খানা খাইয়া মসজিদে নববীতে হাযির হইয়া নামাযের ইমামতী করিয়াছিলেন। ইহাতে উপস্থিত সাহাবীগণ অত্যধিক আনন্দিত হইয়াছিলেন। আর খুশীর কারণে অনেকে অনেক দান খয়রাত করিয়াছিলেন। বর্ণিত আছে, আবূ বক্‌র (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) খুশীতে ৭ সহস্র দীনার এবং 'উমার ইবনু খাত্তাব (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) ৫ সহস্র দীনার, 'উসমান (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) ১০ সহস্র দীনার, 'আলী (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) ৩ সহস্র দীনার এবং আব্দুর রহমান ইবনু আওফ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) ১০০ উট ও ১০০ ঘোড়া আল্লাহর ওয়াস্তে দান করিয়াছিলেন। তৎপর হইতে মুসলমানগণ সাহাবীগণের নীতি অনুকরণ ও অনুসরণ করিয়া আসিতেছে। নবী করীম (ﷺ)-এর এই দিনের গোসলই জীবনের শেষ গোসল ছিল। ইহার পর আর তিনি জীবিতকালে গোসল করেননি। তাই সকল মুসলমানের জন্য এই দিবসে ওযূ-গোসল করতঃ ইবাদৎ বান্দেগী করা উচিৎ এবং নবী করীম (ﷺ)-এর প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করতঃ সাওয়াব রেছানী করা কর্তব্য... ।"[৯২]

[৯১] *খাজা নিযামুদ্দীন আউলিয়া, রাহাতুল কুলুব- পৃ. ১৩৯।*
[৯২] *মুফতী হাবীব সামদানী, বার চান্দের ফযীলত- পৃ. ১৫।*

উপরের এ কাহিনীটিই কমবেশি সমাজে প্রচলিত ও বিভিন্ন গ্রন্থে লেখা রয়েছে। আমি আমার সাধ্যমতো চেষ্টা করেও কোনো সহীহ বা যয়ীফ হাদীসে এ ঘটনার কোনো প্রকারের উল্লেখ পাইনি। হাদীস তো দূরের কথা কোনো ইতিহাস বা জীবনী গ্রন্থেও আমি এ ঘটনার কোনো উল্লেখ পাইনি। ভারতীয় উপমহাদেশ ছাড়া অন্য কোনো মুসলিম সমাজে 'সফর মাসের শেষ বুধবার' পালনের রেওয়াজ বা এ কাহিনী প্রচলিত আছে বলে আমার জানা নেই।

১. রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সর্বশেষ অসুস্থতা : রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সফর বা রবিউল আউয়াল মাসের কত তারিখ থেকে অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং কত তারিখে ইন্তেকাল করেন সে বিষয়ে হাদীসে কোনোরূপ উল্লেখ বা ইঙ্গিত নেই। অগণিত হাদীসে তাঁর অসুস্থতা, অসুস্থতাকালীন অবস্থা, কর্ম, উপদেশ, তাঁর ইন্তেকাল ইত্যাদির ঘটনা বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু কোথাও কোনোভাবে কোনো দিন-তারিখ বলা হয়নি।

২য় হিজরি শতক থেকে আলেমগণ রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর জীবনের ঘটনাবলি ঐতিহাসিক দিন-তারিখ সহকারে সাজাতে চেষ্টা করেন। তাঁর অসুস্থতার শুরু সম্পর্কে অনেক মত রয়েছে। এ প্রসঙ্গে দ্বিতীয় হিজরি শতকের প্রখ্যাত তাবিয়ী ঐতিহাসিক ইবনু ইসহাক (১৫১ হি./৭৬৮ খ্রি.) বলেন :

أُبْتُدِئَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) بِشَكْوَاهُ الَّذِيْ قَبَضَهُ اللهُ فِيْهِ ... فِيْ لَيَالٍ بَقِيْنَ مِنْ صَفَرٍ، أَوْ فِيْ أَوَّلِ شَهْرِ رَبِيْعِ الْأَوَّلِ.

"রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যে অসুস্থতায় ইন্তেকাল করেন, সে অসুস্থতার শুরু হয়েছিল সফর মাসের শেষে কয়েক রাত থাকতে, অথবা রবিউল আউয়াল মাসের শুরু থেকে।"[৯৩]

কী বার থেকে তাঁর অসুস্থতা শুরু হয়েছিল, সে বিষয়েও মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেছেন শনিবার, কেউ বলেছেন বুধবার এবং কেউ বলেছেন সোমবার তার অসুস্থতার শুরু হয়।[৯৪] ক'দিনের অসুস্থতার পরে তিনি ইন্তেকাল করেন, সে বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেছেন ১০ দিন, কেউ বলেছেন ১২ দিন, কেউ বলেছেন ১৩ দিন, কেউ বলেছেন ১৪ দিন অসুস্থ থাকার পরে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ইন্তেকাল করেন।[৯৫]

[৯৩] *ইবনু হিশাম, আস-সীরাহ আন-নববিয়্যাহ- ৪/২৮৯।*
[৯৪] *কাসতালানী, আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ, আল-মাওয়াহিব আল-লাদুন্নিয়া- ৩/৩৭৩; যারকানী, শারহুল মাওয়াহিব- ১২/৮৩।*
[৯৫] *কাসতালানী, আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ, আল-মাওয়াহিব আল-লাদুন্নিয়া- ৩/৩৭৩; যারকানী, শারহুল মাওয়াহিব- ১২/৮৩।*

পরবর্তী আলোচনা থেকে আমরা দেখতে পাব যে, তিনি কোন তারিখে ইন্তেকাল করেছিলেন, সে বিষয়েও মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেছেন ১লা রবিউল আউয়াল, কেউ বলেছেন ২রা রবিউল আউয়াল এবং কেউ বলেছেন ১২ই রবিউল আউয়াল তিনি ইন্তেকাল করেন।

সর্বাবস্থায়, কেউ কোনোভাবে বলছেন না যে, অসুস্থতা শুরু হওয়ার পরে মাঝে কোনো দিন তিনি সুস্থ হয়েছিলেন। অসুস্থ অবস্থাতেই ইন্তেকালের কয়েকদিন আগে তিনি গোসল করেছিলেন বলে সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। সহীহুল বুখারী সংকলিত হাদীসে 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন :

إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ (ﷺ) لَمَّا دَخَلَ بَيْتِيْ وَاشْتَدَّ بِهِ وَجَعُهُ قَالَ هَرِيْقُوا عَلَيَّ مِنْ سَبْعِ قِرَبٍ ... لَعَلِّيْ أَعْهَدُ إِلَى النَّاسِ (لَعَلِّيْ أَسْتَرِيْحُ فَأَعْهَدُ إِلَى النَّاسِ) ... ثُمَّ خَرَجَ إِلَى النَّاسِ، فَصَلَّى لَهُمْ وَخَطَبَهُمْ.

"রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যখন আমার ঘরে প্রবেশ করলেন এবং তাঁর অসুস্থতা বৃদ্ধি পেল, তখন তিনি বললেন, তোমরা আমার উপরে ৭ মশক পানি ঢাল...; যেন আমি আরাম বোধ করে লোকদের নির্দেশনা দিতে পারি। তখন আমরা এভাবে তাঁর দেহে পানি ঢাললাম...। এরপর তিনি মানুষদের কাছে বেরিয়ে যেয়ে তাদেরকে নিয়ে সালাত আদায় করলেন এবং তাদেরকে খুতবাহ্ প্রদান করলেন বা ওয়ায করলেন।"[৯৬]

এখানে সুস্পষ্ট যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর অসুস্থতার মধ্যেই অসুস্থতা ও জ্বরের প্রকোপ কমানোর জন্য এভাবে গোসল করেন, যেন কিছুটা আরাম বোধ করেন এবং মসজিদে যেয়ে সবাইকে প্রয়োজনীয় নসীহত করতে পারেন।

এ গোসল করার ঘটনাটি কত তারিখে বা কী বারে ঘটেছিল তা হাদীসের কোনো বর্ণনায় সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়নি। তবে আল্লামা ইবনু হাজার আসকালানী সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিমের অন্যান্য হাদীসের সাথে এ হাদীসের সমন্বয় করে উল্লেখ করেছেন যে, এ গোসলের ঘটনাটি ঘটেছিল ইন্তেকালের আগের বৃহস্পতিবার, অর্থাৎ- ইন্তেকালের ৫ দিন আগে।[৯৭] ১২ই রবিউল আউয়াল ইন্তেকাল হলে তা ঘটেছিল ৮ই রবিউল আউয়াল।

[৯৬] *বুখারী- ১/৮৩, ৪/১৬১৪, ৫/২১৬০; হাকিম- আল-মুস্তাদরাক, ১/২৪৩; ইবনু হিব্বান- আস-সহীহ, ১৪/৫৬৬।*

[৯৭] *ইবনু হাজার, ফাতহুল বারী- ৮/১৪২।*

উপরের আলোচনা থেকে আমাদের কাছে প্রতীয়মান হয় যে, সফর মাসের শেষ বুধবারে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সুস্থ হওয়া, গোসল করা এবং এজন্য সাহাবীগণের আনন্দিত হওয়া ও দান-সাদাক্বাহ্ করার এ সকল কাহিনীর কোনোরূপ ভিত্তি নেই। আল্লাহই ভালো জানেন।

যেহেতু মূল ঘটনাটিই প্রমাণিত নয়, সেহেতু সে ঘটনা উদযাপন করা বা পালন করার প্রশ্ন ওঠে না। এরপরেও আমাদের বুঝতে হবে যে, কোনো আনন্দের বা দুঃখের ঘটনায় আনন্দিত বা দুঃখিত হওয়া এক কথা, আর প্রতি বছর সে দিনে আনন্দ বা দুঃখ প্রকাশ করা বা 'আনন্দ দিবস' বা 'শোক দিবস' উদযাপন করা সম্পূর্ণ অন্য কথা। উভয়ের মধ্যে আসমান-যমীনের পার্থক্য।

রাসূলুল্লাহর (ﷺ) জীবনে অনেক আনন্দের দিন বা মুহূর্ত এসেছে, যখন তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছেন, শুকরিয়া জ্ঞাপনের জন্য আল্লাহর দরবারে সাজদা করেছেন। কোনো কোনো ঘটনায় তাঁর পরিবারবর্গ ও সাহাবীগণও আনন্দিত হয়েছেন ও বিভিন্নভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। কিন্তু পরের বছর বা পরবর্তী কোনো সময়ে সে দিন বা মুহূর্তকে তারা বাৎসরিক 'আনন্দ দিবস' হিসেবে উদযাপন করেননি। এজন্য রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নির্দেশ বা সাহাবীদের কর্ম ছাড়া এরূপ কোনো দিন বা মুহূর্ত পালন করা বা এগুলোতে বিশেষ 'ইবাদত বিশেষ সাওয়াবের কারণ বলে মনে করার সুযোগ নেই।

২. আখেরী চাহার শোম্বার নামায : উপরের আলোচনা থেকে আমার জানতে পেরেছি যে, সফর মাসের শেষ বুধবারের কোনো প্রকার বিশেষত্ব হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়। এ দিনে কোনোরূপ 'ইবাদত, সালাত, সিয়াম, যিকির, দোয়া, দান, সাদাক্বাহ্ ইত্যাদি পালন করলে অন্য কোনো দিনের চেয়ে বেশি বা বিশেষ কোনো সাওয়াব বা বরকত লাভ করা যাবে বলে ধারণা করা ভিত্তিহীন ও বানোয়াট কথা। এজন্য আল্লামা আব্দুল হাই লাখনভী লিখেছেন যে, সফর মাসের শেষ বুধবারে যে বিশেষ নফল সালাত বিশেষ কিছু সূরা, আয়াত ও দু'আ পাঠের মাধ্যমে আদায় করা হয়, তা বানোয়াট ও ভিত্তিহীন।[৯৮]

[হাদীসের নামে জালিয়াতি- বারো চাঁদের সালাত ও ফযীলত, ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর (রাহিমাহুল্লাহ)'র গ্রন্থ থেকে সংকলিত]

[৯৮] *আব্দুল হাই লাখনভী, আল-আসার- পৃ. ১১১।*

৬৬ বর্ষ ॥ ৩৯-৪০ সংখ্যা ❖ ১৪ জুলাই- ২০২৫ ঈ. ❖ ১৮ মুহার্‌রম- ১৪৪৬ হি.

পশ্চিমা বিশ্বে নারীদের ইসলাম গ্রহণ : একটি বিশ্লেষণ

–মুহাম্মদ রেজাউল ইসলাম*

গত দুই দশকে পশ্চিমা বিশ্বে, বিশেষত যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপে ইসলাম ধর্ম গ্রহণের প্রবণতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এই পরিবর্তনে নারীদের অংশগ্রহণ লক্ষণীয়; ধর্মান্তরিতদের মধ্যে নারীর অনুপাত ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই গবেষণাপত্রে ২০২৫ সাল পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য ও পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে পশ্চিমা নারীদের ইসলাম গ্রহণের প্রবণতা ও তাদের পেছনের কারণসমূহ বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

পশ্চিমা দেশগুলোতে ইসলাম গ্রহণের পরিসংখ্যান

যুক্তরাজ্য : যুক্তরাজ্যে প্রতি বছর প্রায় ৫ হাজার ব্রিটিশ নাগরিক ইসলাম গ্রহণ করেন, যার প্রায় ৭৫% নারী[৯৯]। নারীরা ইসলামে আগ্রহী হওয়ার প্রধান কারণ হিসেবে আধ্যাত্মিক শান্তি এবং নারীর মর্যাদা উল্লেখ করেছেন।

যুক্তরাষ্ট্র : যুক্তরাষ্ট্রে বার্ষিক প্রায় ২০ হাজার জন ইসলাম গ্রহণ করেন, যেখানে নারীরা পুরুষের চেয়ে প্রায় চার গুণ বেশি[১০০]। ধর্মীয় স্বাধীনতা ও সামাজিক ন্যায়বিচারের প্রতি আকর্ষণ এই প্রবণতার প্রধান চালিকাশক্তি।

ফ্রান্স : ফ্রান্সে মোট ইসলাম গ্রহণকারীর সংখ্যা প্রায় ১ লাখ, যেখানে প্রতি বছরে ৪ হাজার জন নতুন মুসলিম যুক্ত হচ্ছেন। ২০২৩ সালের গাজার সহিংসতার পর ইউরোপে ইসলাম গ্রহণের হার ৪০০% বৃদ্ধি পায়, বিশেষত ফ্রান্সে[১০১]।

জার্মানি : জার্মানিতে ইসলাম গ্রহণকারীর সংখ্যা ২০ হাজার থেকে ১ লাখ জনের মধ্যে অবস্থান করছে, যাদের মধ্যে নারীর অংশও উল্লেখযোগ্য[১০২]। নারীদের মধ্যে ধর্মান্তরের বৃদ্ধি সামাজিক ও পারিবারিক পরিবর্তনের সঙ্গে যুক্ত।

কানাডা ও অস্ট্রেলিয়া : কানাডায় মুসলিম জনসংখ্যা ৪.৯% এ পৌঁছেছে এবং নারীদের মধ্যে ইসলাম গ্রহণের হার বৃদ্ধি পাচ্ছে। অস্ট্রেলিয়ায় প্রতি সপ্তাহে গড়ে পাঁচজন ইসলাম গ্রহণ করেন, অধিকাংশই নারী[১০৩]।

অন্যান্য দেশসমূহ– ব্রাজিল, ফিনল্যান্ড ও ইতালিতেও ইসলাম গ্রহণের হার বাড়ছে। বিশেষত ব্রাজিলে ইসলাম গ্রহণকারী নারীদের অনুপাত ৭০%, যাদের অধিকাংশ তরুণ ও শিক্ষিত[১০৪]।

নারীদের ইসলাম গ্রহণের কারণসমূহ– একটি গবেষণাভিত্তিক বিশ্লেষণ

১. আত্মিক শান্তি ও সত্য অনুসন্ধান : Pew Research Center (2011)-এর জরিপ অনুযায়ী, ধর্মান্তরিত নারীদের ৭৭% বলেছেন তারা "সত্য ও আত্মিক শান্তি" খোঁজার জন্য ইসলাম গ্রহণ করেছেন। এক ব্রিটিশ ধর্মান্তরিত মুসলিম নারী উল্লেখ করেন, "কোরআন পড়ার পর আমি আমার উত্তর পেয়েছি।"

২. যুক্তিনির্ভর ও সংগঠিত ধর্ম হিসেবে ইসলামের গ্রহণযোগ্যতা : ISPU (2021)-এর প্রতিবেদনে দেখা গেছে, ধর্মান্তরিত নারীদের ৮০% ইসলামকে যুক্তিনির্ভর ও সামঞ্জস্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি হিসেবে গ্রহণ করেন। ইসলামের সরল কাঠামো ও নৈতিক নির্দেশনার প্রতি তারা আকৃষ্ট।

৩. নারীর মর্যাদা ও সম্মান : পশ্চিমা সমাজে নারীর প্রতি ভোগ্যপণ্যগত মনোভাব থেকে ভিন্ন, ইসলাম নারীর মর্যাদা তার চরিত্র, জ্ঞান ও ব্যক্তিত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত বলে মনে করেন ধর্মান্তরিতরা। সাবেক ব্রিটিশ সাংবাদিক Yvonne Ridley বলেন, "ইসলাম আমাকে নারীত্বের গৌরব বুঝিয়েছে।"

** সহ-সাংগঠনিক সেক্রেটারি, কেন্দ্রীয় জমঈয়ত ও ব্যাংক কর্মকর্তা।*

[৯৯] *The Guardian, 2013।*

[১০০] *Justice For All, 2025।*

[১০১] *Morocco World News, 2024।*

[১০২] *Wikipedia, 2025।*

[১০৩] *AboutIslam, Sinar Daily।*

[১০৪] *Wikipedia।*

৪. পারিবারিক ও সামাজিক সংহতি : Faith Matters UK (2023)-এর গবেষণায় দেখা গেছে, ইসলাম গ্রহণকারী ৭৫% নারী মুসলিম সমাজের পারস্পরিক সহানুভূতি ও সামাজিক বন্ধনের জন্য প্রভাবিত। পশ্চিমা সমাজের পারিবারিক ভাঙনের যন্ত্রণায় তারা ইসলামে একটি পূর্ণাঙ্গ সামাজিক কাঠামো খুঁজে পান।

৫. মানসিক শান্তি ও আত্মবিশ্বাস : Harvard Divinity School (2022) অনুসারে, ইসলাম গ্রহণের পর নারীদের মধ্যে উদ্বেগ ও বিষণ্নতা ৩০% কমেছে। নিয়মিত 'ইবাদত মানসিক স্থিতি এবং আত্মবিশ্বাস বাড়াতে সাহায্য করে।

৬. ভালোবাসা ও সম্পর্ক নয়, ব্যক্তিগত বিশ্বাস : The Journal of Muslim Minority Affairs (2015) অনুযায়ী, ইসলাম গ্রহণকারী নারীদের ৭০% নিজস্ব বিশ্বাস ও আত্মিক সন্তুষ্টির ভিত্তিতে ধর্মান্তরিত হয়েছেন, কেবলমাত্র সম্পর্কের কারণে নয়।

৭. জীবনের পূর্ণতা ও দিকনির্দেশনা : অনেক নারী উল্লেখ করেছেন যে, ইসলামে তারা জীবনের একটি পরিপূর্ণ দিকনির্দেশনা পান যা পশ্চিমা সমাজে অভাব ছিল।

উপসংহার : পশ্চিমা নারীদের ইসলাম গ্রহণ শুধুমাত্র ধর্মান্তর নয়; বরং একটি গভীর আত্মিক ও সামাজিক পরিবর্তনের অংশ। আত্মিক শান্তি, যুক্তির স্বীকৃতি, নারীর মর্যাদা ও পারিবারিক সংহতির আকাঙ্ক্ষা তাদের ইসলাম গ্রহণের মূল কারণ। এই প্রবণতা পশ্চিমা সমাজে ইসলাম ধর্মের প্রতি নারীদের বাড়তি আগ্রহ ও গ্রহণযোগ্যতার প্রমাণ।

তথ্যসূত্র : ➤ The Guardian (2013)। ➤ Justice For All (2025)। ➤ Morocco World News (2024)। ➤ Wikipedia (2025)। ➤ AboutIslam, Sinar Daily। ➤ Pew Research Center (2011, 2021)। ➤ Institute for Social Policy and Understanding (ISPU) (2021)। ➤ Faith Matters UK (2023)। ➤ Harvard Divinity School Reports (2022)। ➤ The Journal of Muslim Minority Affairs (2015)। ➤ ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার : Yvonne Ridley, Lauren Booth, Kristiane Backer।

সূরা ফীলে বর্ণিত হাতিওয়ালাদের ঘটনা

[২৭ পৃষ্ঠার পরের অংশ]

তিনি বলেন, আবরাহা বাহিনীর এই মর্মান্তিক পরিণতির ফলে সমগ্র আরবে কুরায়েশদের সম্মান ও মর্যাদা অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। তারা তাদেরকে 'আল্লাহওয়ালা' বলতে থাকে। তারা বলতে থাকে যে, 'আল্লাহ তাদের পক্ষে লড়াই করেছেন এবং তাদেরকে শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করেছেন।[১০৫]

এই ঘটনার পর দশ বছর মক্কার লোকেরা মূর্তিপূজা থেকে বিরত থাকে।[১০৬]

শিক্ষণীয় বিষয়

১. আল্লাহর ঘর ও ধর্মের প্রতি আক্রমণকারীদের পরিণতি ভয়াবহ : আবরাহার বাহিনী কাবা ধ্বংস করতে এসেছিল, কিন্তু তারা আল্লাহর গজবে পড়েছিল। এটা প্রমাণ করে যে, যারা আল্লাহর দ্বীন ও প্রতীকগুলোর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, তাদের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী।

২. শক্তি ও প্রযুক্তির ওপর নির্ভরতা মানুষকে রক্ষা করতে পারে না : আবরাহার বিশাল হাতি বাহিনী ও আধুনিক সামরিক শক্তি থাকা সত্ত্বেও তারা পরাজিত হয়। এটি দেখায় যে, আল্লাহর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো বাহিনীরই শক্তি টিকতে পারে না।

৩. আল্লাহ তা'আলাই প্রকৃত রক্ষক : কুরাইশরা তখন দুর্বল ছিল, তারা কাবা রক্ষা করতে পারেনি। কিন্তু আল্লাহ নিজেই কাবা রক্ষা করেছেন। আল্লাহ তাঁর ঘর ও দ্বীন রক্ষার দায়িত্ব নিজেই নেন।

৪. ইতিহাস ও কুরআনের ঘটনা আমাদের সতর্কবার্তা : এই ঘটনা শুধু গল্প নয়, বরং আমাদের জন্য সতর্কবার্তা। যারা অহংকার, জুলুম, ও অন্যায় পথে চলে, তাদের পরিণতি এমনই ভয়ানক হতে পারে।

৫. ছোট ও দুর্বল বাহিনীর মাধ্যমেও আল্লাহ বড় বাহিনী ধ্বংস করতে পারেন : তাই আমাদের সংখ্যা বা শক্তি কম হলেও আল্লাহর সাহায্য থাকলে বিজয় সম্ভব।

৬. ধ্বংসের কারণ– অহংকার ও অবজ্ঞা : আবরাহা তার শক্তি ও হাতি বাহিনীর ওপর গর্ব করে কাবা ধ্বংসে এগিয়ে আসে। তার এই অহংকারই তাকে ধ্বংস করেছে। ☒

---

[১০৫] *তাফসীরে কুরতুবী।*

[১০৬] *হাকিম- ২/৫৩৬, হা. ৬৮৭৭; সহীহাহ্‌- হা. ১৯৪৪।*

৬৬ বর্ষ ॥ ৩৯-৪০ সংখ্যা ❖ ১৪ জুলাই- ২০২৫ ঈ. ❖ ১৮ মুহার্‌রম- ১৪৪৬ হি.

তারুণ্যের শক্তি : কিছু কথা

–আবূ সা'দ ড. মো. ওসমান গনী*

আজকের তরুণ আগামী দিনের ভবিষ্যত। তারুণ্যের মধ্যেই নিহিত আছে সকল অন্যায়-অনাচারের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠার উজ্জীবন শক্তি। অগ্রজদের প্রজ্ঞা, পরামর্শ আর তারুণ্যের শক্তি একটি জাতির সমৃদ্ধি অর্জনের শ্রেষ্ঠতম উপায়। তাই বলা হয়, 'তারুণ্যেই শক্তি, তারুণ্যেই মুক্তি'। পৃথিবীর সকল মহৎ কাজে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে তরুণরা। এই তারুণ্য শক্তির অগ্নিমশালে পৃথিবীর জঞ্জাল পুড়ে ছারখার হতে পারে। তরুণদের শুভ শক্তির দ্যুতি ছড়িয়ে অমানিশার পৃথিবী হতে পারে আলোকিত।

বয়স দিয়ে তারুণ্যকে সংজ্ঞায়িত করা যায় না। তারুণ্য জীবনের সেই সময় যখন একজন মানুষ তরুণ থাকে। আবার শৈশব এবং প্রাপ্তবয়স্কের মাঝামাঝি সময়কেও তারুণ্য বলা হয়ে থাকে। তবে যার মধ্যে সৌন্দর্য, সজীবতা, জীবনীশক্তি এবং উদ্দীপনা থাকে তিনিই তো তরুণ। বস্তুত তারুণ্য একটি অভিজ্ঞতা নির্ভর, সৃজনশীল এবং উদ্দীপিত জীবনাচারের একটি স্তর। শারীরিকভাবে সক্ষম, ভাবনায় আধুনিক, মননে সংস্কৃতিবান ও কল্যাণকর্মে স্বতঃস্ফূর্ত –এরাই তো তরুণ। মাহাথির মোহাম্মদ। শতবর্ষের মাইলফলক পেরিয়ে আজও দেদীপ্যমান। শততম জন্মদিনেও শারীরিক ও মানসিকভাবে এখনো সক্রিয় মাহাথির। তার মতে, আমি সবসময় কাজকর্মের মধ্যে থাকি। মানুষ কেন বিশ্রাম (অবসর) নিতে চায়, তা আমি বুঝি না। নিরন্তর কাজ করে যাওয়ার মধ্যে তারুণ্যের উষ্ণ শোনিত বহমান থাকে। 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন,' ঈমানদারদের প্রাণ বায়ু বের হওয়ার সময় শরীর ঘর্মাক্ত অবস্থায় থাকবে। তা কিন্তু মৃত্যুযন্ত্রণা জনিত কারণে নয়; কঠোর পরিশ্রম জনিত কারণে। অর্থাৎ- সে কর্মরত অবস্থায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করবে।

তারুণ্য যে কোনো জাতির অমূল্য সম্পদ। তারুণ্যের দৃঢ় মনোবল, অপরিসীম সাহস ও পরিচ্ছন্ন মানসিকতা পারে একটি জাতিকে পরিবর্তন করে দিতে। সভ্যতার উত্থান-পতনে তার বড় অংশই এসেছে তারুণ্যের হাত ধরে। তারুণ্যই সংস্কৃতি ও সভ্যতার উন্নয়নের মূল কারিগর। অফুরন্ত প্রাণশক্তি আর সৃষ্টির উন্মাদনাই তারুণ্যের গৌরব। বধ্য কুটিরের দুয়ার চূর্ণ করে যাওয়াটাই এদের অর্জন। চেতনাদৃপ্ত তরুণরা যখন জেগে উঠে তখন সকল প্রতিবন্ধকতার চড়াই-উৎরাই মাড়িয়ে তারা বিজয় ছিনিয়ে আনে। বিজয়ের পুষ্পমালা তাদের ঘাড়ে শোভা পায়। ইসলাম তারুণ্যের শক্তি ও সাহসিকতায় যুক্ত করেছে নতুন এক সত্যের অনির্বাণ। মুসলিম তারুণ্যের মুখরিত পদচারণায় সম্ভব হয়েছে ইউরোপের বুক চিরে ইসলামের মশাল ছড়িয়ে দেয়।

কোরআনুল কারীমেও বিধৃত হয়েছে তারুণ্যের জয়গান। উল্লেখ আছে– আল্লাহ তা'আলা তিনি দুর্বল (শিশু) অবস্থায় তোমাদের সৃষ্টি করেন অতঃপর দুর্বলতার পর শক্তি (যৌবন) দান করেন। তাঁর শক্তিমত্তার ইঙ্গিতবাহী শব্দে হুঁশিয়ারী উচ্চারিত হয়েছে–

﴿ثُمَّ جَعَلَ مِنۢ بَعۡدِ قُوَّةٖ ضَعۡفٗا وَشَيۡبَةٗ﴾

অর্থাৎ- "অতঃপর দেন দুর্বলতা ও বার্ধক্য।"[১০৭]

সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে হিলফুল ফুজুল মতো চুক্তিভিত্তিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে তারুণ্যের জন্য রেখে গেছেন অনুপম দৃষ্টান্ত। সৃষ্টির শুরু থেকে আজ পর্যন্ত সভ্যতার গতি পরিবর্তনকারী ইতিহাসের প্রতিটি বাঁকে বাঁকে লেখা আছে তারুণ্যের বীরত্ব গাঁথা। যার শুরুটা হয়েছে আল্লাহভীরু, তাক্বওয়াবান ও সত্যের পথে প্রথম শাহাদাতবরণকারী তরুণ হাবিল (আলাইহিস সালাম)-এর মাধ্যমে। যিনি ছিলেন 'ইবাদতগুজার ও আল্লাহপ্রেমের অনুরাগী। পৃথিবীর সকল তরুণের জন্য যিনি অত্যুত্তম আদর্শের প্রতীক।

ইব্‌রা-হীম (আলাইহিস সালাম) ছিলেন তরুণ। পাষণ্ড নমরুদের অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন সত্যকে আলিঙ্গন করে। পরাস্ত হননি; পুরস্কৃত হয়েছেন। বনে গেছেন স্রষ্টার বন্ধু। সৌম্যদর্শন ইউসুফ (আলাইহিস সালাম) ছিলেন তরুণ। ঈমানী চেতনায় আলোকিত। ষড়রিপুর ফাঁদ তাঁকে কাবু করতে পারেনি। মানুষ বাঁচুক। বিকশিত হোক দ্বীন। জীবন যায়,

* **ভাইস-প্রেসিডেন্ট,** বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস। **প্রফেসর ও সাবেক ডিন, স্কুল অব আর্টস,** এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ। **পরিচালক,** এশিয়ান ইন্সটিটিউট। **ভাইস প্রেসিডেন্ট,** বাংলাদেশ সোসাইটি ফর দি স্টাডি অব কালচার এন্ড রিলিজিয়ন।

[১০৭] সূরা আর্ রূম : ৫৪।

যাবে, যাক! ঝাঁপিয়ে পড়লেন অতলান্ত বারিধিতে। সেই মহান মানুষটি তরুণ ছিলেন। ত্যাগের মহিমায় ঘরে ঘরে পরিচিত সেই তরুণ মু'মিন হলেন ইউনুস (আলায়হিস সালাম)।

জালুত একজন অত্যাচারী শাসক ছিল। মানবকূল অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছিলেন তার অত্যাচারে। তাদের রক্ষা করতে গিয়ে জালুতকে হত্যা করার প্রয়োজন দেখা দেয়। তদানীন্তন তারুণ্যের প্রতিক দাউদ (আলায়হিস সালাম) সে দায়িত্ব কাঁধে-নিলেন। হত্যা করলেন জালুতকে। দাউদ (আলায়হিস সালাম) তখন ছিলেন টগবগে তরুণ।

কোরআনুল কারীমে তরুণদের নিয়ে নানা উপদেশ আমাদের চমৎকৃত করায় উদ্দীপিত হই। আসহাবে কাহাফে বর্ণিত কতিপয় তরুণদের ছিল উচ্চ মনোবল, পর্বতসম সাহস ও মহান আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আস্থা। অপরদিকে তাঁদের সাহস ও সহযোগিতা দিয়ে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছেন−

﴿نَحۡنُ نَقُصُّ عَلَيۡكَ نَبَأَهُم بِٱلۡحَقِّۚ إِنَّهُمۡ فِتۡيَةٌ ءَامَنُواْ بِرَبِّهِمۡ وَزِدۡنَٰهُمۡ هُدٗى﴾

"হে নবী! আপনার কাছে আমি তাদের (আসহাবে কাহ্‌ফ-এর) ইতিবৃত্ত সঠিকভাবে বর্ণনা করেছি, তারা ছিল কয়েকজন তরুণ এবং আমি তাদের সৎ পথে চলার শক্তি বৃদ্ধি করে দিয়েছি।"[১০৮]

পুরো ষষ্ঠ শতক ও সপ্তম শতকের প্রথমার্ধে আরব সমাজের অস্থিরতা, বর্বরতা, মারামারি, হানাহানি ও জানমালের নিরাপত্তাহীনতা একটি কালো অধ্যায়ের সূচনা করে। ঐতিহাসিক হিট্টির ভাষায় তা ছিল অজ্ঞতার যুগ। সে অমানিশার ঘোর অন্ধকার দূর করতে আবির্ভূত হলেন মুহাম্মদ ইবনু 'আব্দুল্লাহ। টগবগে তরুণ। গঠন করলেন হিলফুল ফুজুল। সংগঠনের অধীনে সংঘবদ্ধ করে আরবে শান্তির ডাক দিয়েছিলেন। দারুণভাবে সফলতা লাভ করলেন। পুলকিত হলো আরববাসী।

নবুওয়াত লাভের পর মুহাম্মদ (ﷺ) তরুণদের মোবিলাইজ করেন। তারুণ্যের আভা ও শক্তিতে মহীয়ান আবূ বক্‌র (রাযিয়াল্লাহু আনহু), 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু), 'উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ও দশ বছরের 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) শর্তহীনভাবে নবী (সা.)-এর কাছে ও কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন। যুদ্ধের ময়দানে বীরত্বে শৌর্য দেখান তরুণরাই। বদরের যুদ্ধে (৬২৪ খ্রি.) মু'আয ও মু'আওয়ায নামক দু'জন তরুণ সাহাবী ইসলামের ঘোর দুশমন আবূ জাহালকে হত্যা করেছিলেন। এমনিভাবে সকল জিহাদী ময়দানে সম্মুখ সমরে নিরন্তর তলোয়ার চালিয়েছে তারুণ্যদীপ্ত সেনানীরা। মুতার যুদ্ধে খালিদ ইবনু ওয়ালিদ, স্পেন বিজয়ী নাবিক ইবনু যিয়াদ, সিন্ধু বিজয়ী মুহাম্মদ ইবনু কাশিমের নাম আজ সকল মুসলমানের হৃদয়ের তন্ত্রীতে অনুরণিত হচ্ছে।

উপমহাদেশে ইসলামের অভ্যুদয় ও বিকাশে তরুণরা সাহসী ভূমিকা পালন করেছে। ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বখতিয়ার খলজি, আলী মর্দান, হুসামউদ্দিন ইওয়াজ খলজী থেকে ফখরউদ্দীন মুবারক শাহ, হাজী ইলিয়াস ও আলাউদ্দিন হোসেন শাহ সকলেই ছিলেন তারুণ্যে ভরা বীর সেনানী। দুঃখজনকারে পলাশীর বিপর্যয়ের পরে মুসলিম তরুণদের অর্জিত সফলতা ম্লান হয়ে পড়ে। ইংরেজ বেনিয়া ও পৌত্তলিক ব্রাহ্মণদের ষড়যন্ত্র ও উপর্যুপরি বিশ্বাসঘাতকতার কারণে বিজয় অর্জন বিলম্বিত হয়েছে। ১৮৩১ সাল হতে ১৯৪৭ সাল অবধি অকুতোভয় তরুণ মুসলিম যুবকরা পরাধীনতার গ্লানি মুছে ফেলার চেষ্টা চালিয়েছে। অপেক্ষা করতে হয়েছে ১৯০ বছর। অতঃপর অর্জিত হয়েছে স্বাধীনতা।

সুপ্রিয় পাঠক! স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে। কিন্তু শনির দৃষ্টি যেন পিছু ছাড়ছে না। রাহুগ্রস্ত করতে ইলেকট্রিক মিডিয়ার সাহায্যে চলছে সাংস্কৃতিক আগ্রাসন। স্যাটেলাইটের মাধ্যমে ডিশ এন্টিনার সাহায্যে পাশ্চাত্যের ধর্মবিমুখ আল্লাহদ্রোহী ইন্দ্রীয়পরায়ণ ভোগবাদী জীবনের সকল অনুষঙ্গই আজ মুসলমানদের অন্দরমহলে অনুপ্রবেশ করছে। তামাকজাত দ্রব্য ও মাদকদ্রব্যের নেশা তরুণদের পেয়ে বসেছে। পাশ্চাত্য তার সাম্রাজ্যবাদী, ডিসকোর্সকে সফল করার জন্য মুসলিম বিশ্বের ওপর কতিপয় তক্‌মা জারি করে হেনস্তা করছে। একজন সত্যিকার মুসলমানকে মৌলবাদী, সন্ত্রাসী ও জঙ্গী নাম দিয়ে অগ্রযাত্রাকে ব্যাহত করছে।

শিক্ষাক্ষেত্রে দারুণ নৈরাজ্য যুবমানসে সংকট সৃষ্টি করেছে। ধর্মহীন শিক্ষাব্যবস্থার কারণে তরুণরা ধর্মীয় নৈতিকতাবোধ শিখতে পারছে না। শতকরা ৫০% মুসলিম প্রধান দেশ মালোয়শিয়ায় শিক্ষার সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত ধর্মীয় শিক্ষা বাধ্যতামূলক। অথচ শতকরা ৯০% মুসলিম প্রধান বাংলাদেশে ইসলামি শিক্ষা সবচেয়ে অবহেলিত। অধুনা ধর্মীয় ও নৈতিকতার মহাসংকটে বাংলাদেশ যেন হাবুডুবু খাচ্ছে।

[১০৮] সূরা আল কাহ্‌ফ : ১৩।

৬৬ বর্ষ ॥ ৩৯-৪০ সংখ্যা ❖ ১৪ জুলাই- ২০২৫ ঈ. ❖ ১৮ মুহার্‌রম- ১৪৪৬ হি.

ছাত্র-শিক্ষক ও প্রশাসন শিক্ষা ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পৃক্ত। দলীয় রাজনীতির বিষাক্ত ছোবলে এ সকল অঙ্গ আজ বিপর্যস্ত। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো এখন রাজনৈতিক দলবাজি এবং দলপোষণের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। বিনোদনের নামে পত্র-পত্রিকায় নায়ক-নায়িকা, গায়ক-গায়িকাদের নগ্ন-অর্ধনগ্ন ছবি বিকৃতভাবে প্রকাশ করা হচ্ছে। রুচি বিগর্হিত এ সকল প্রকাশনা তরুণদের বিপথে ফেলে দিচ্ছে। পশ্চিমা নিয়ন্ত্রিত প্রচারমাধ্যম যেন মরার ওপর খাঁড়ার ঘা। তাদের প্রচার মাধ্যমগুলোতে শুধু বিকৃত ছবিই প্রচার করা হচ্ছে না আমাদের উপলব্ধি ক্ষমতাও নস্যাৎ করে দিচ্ছে।

স্রষ্টার সাথে সম্পর্কিত হওয়ার পথকে বন্ধ করে তুলেছে। তাওহীদী চেতনা ও ইত্তেবায়ে সুন্নাহতে সিক্ত হয়ে চলার পথকে মসৃণ করতে হবে। যাবতীয় ত্রুটি- বিচ্যুতি, দুর্বল ও আলস্য দূর করে সাহসী হতে হবে। নৈরাশ্য ও হতাশাকে পদদলিত করে বিজয় অর্জনের জন্য সম্মুখপানে এগিয়ে যেতে হবে দৃঢ়পদে। কোরআনী দর্শন ও রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর আদর্শের ভিত্তিতে তারুণ্যের মাঝে একটি গণজাগরণ তৈরি করতে হবে।

আশার কথা এই যে, বাংলাদেশের পরিসরে বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশ জমঈয়তে শুব্বানে আহলে হাদীস সমাজ পরিবর্তনের পক্ষে দুর্বার গতিতে কাজ করে যাচ্ছে। অসহায় যুবসমাজ আজ দিকভ্রান্ত। বিষয়টি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে পেরে যুবসমাজকে ঐশীদর্শনের ভিত্তিতে সমাবেত করার জোর প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। ইহ ও পারলৌকিক কল্যাণ লাভের উদগ্রবাসনা তাদের প্রতিনিয়ত ঐক্যবদ্ধ করে চলেছে। বিজয়ার্জনের নিরন্তব যাত্রা আমাদের তরুণদের প্রতিনিয়ত সাহসী ও প্রত্যয়ী করে তুলেছে। অচিরেই অমানিশার কালো মেঘ বিদূরিত হবে। কবির ভাষায় তারুণ্যের মনন জগত বিধৃত হয়েছে–

'আমাদের এ মিছিল নিকট অতীত থেকে অনন্তকালের দিকে...

আমরা বদর থেকে ওহূদ হয়ে, এখানে, শত সংঘাতের মধ্যে এ শিবিরে এসে দাঁড়িয়েছি...

কে প্রশ্ন করে আমরা কোথায় যাব? আমরা তো বলেছি আমাদের যাত্রা অনন্তকালে...

উদয় ও অস্তের ক্লান্তি আমাদের কোনোদিন বিহ্বল করতে পারেনি। ☒

বিশ্বসভ্যতায় মুসলিমদের অবদান

[৩৭ পৃষ্ঠার পরের অংশ]

৩. ইতিহাস ও ভূগোল

ইতিহাস : মোহাম্মদের (ﷺ) জীবনী এবং হাদীস সংকলনের আগ্রহ থেকে মুসলমানদের মধ্যে ইতিহাস বিষয়ে আগ্রহ সৃষ্টি হয়। মুসলিম ঐতিহাসিকরা সর্বপ্রথম ধারাবাহিকভাবে ইতিহাস রচনা শুরু করেন।

মুহাম্মদ ইবনু জারীর আত-তাবারী (Muhammad ibn Jarir al-Tabari) : রচিত 'তারিখ-অর-রাসূল ওয়াল মুলূক' একটি বিশাল বিশ্ব ইতিহাস।

মুসলিম ইতিহাসবিদরা 'ইসনাদ' (বর্ণনাকারীদের ধারাবাহিকতা) পদ্ধতি ব্যবহার করে ঐতিহাসিক তথ্যের সত্যতা যাচাই করার চেষ্টা করেন, যা এক বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাস রচনার প্রাথমিক পর্যায় ছিল।

ভূগোল : মুসলিম ভূগোলবিদরা পৃথিবী সম্পর্কে নতুন নতুন জ্ঞান অর্জন করেন এবং মানচিত্র অঙ্কনে উন্নতি সাধন করেন। তারা সমুদ্রপথে বাণিজ্যের প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন।

৪. স্থাপত্য ও শিল্পকলা

মুসলিম স্থাপত্যে মসজিদের নকশা, মিনার, গম্বুজ এবং অলংকরণে জ্যামিতিক নকশা ও ক্যালিগ্রাফির ব্যবহার এক অনন্য মাত্রা যোগ করে।

আলহাম্বরা (স্পেন), ইস্তাম্বুলের ব্লু মস্ক (তুরস্ক) এবং আগ্রার তাজমহল (ভারত) মুসলিম স্থাপত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

ক্যালিগ্রাফি, ক্ষুদ্রাকৃতি চিত্রকর্ম, কার্পেট বুনন এবং সিরামিক শিল্পের ক্ষেত্রেও মুসলিম শিল্পীরা অসাধারণ দক্ষতা দেখিয়েছেন।

৫. সমাজ ও অর্থনীতি

ইসলাম একটি ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গঠনের ওপর জোর দেয়, যেখানে জ্ঞান অর্জনকে উৎসাহিত করা হয়।

মুসলিম সাম্রাজ্যগুলো বাণিজ্য এবং অর্থনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছিল, যা দূরবর্তী অঞ্চলের মধ্যে পণ্য ও জ্ঞানের আদান-প্রদানে সাহায্য করেছিল।

'বাইতুল হিকমাহ' (House of Wisdom)-এর মতো জ্ঞানচর্চা কেন্দ্রগুলো জ্ঞানীদের পৃষ্ঠপোষকতা করত এবং অনুবাদ আন্দোলনকে উৎসাহিত করত, যেখানে গ্রিক, পারস্য, ভারতীয় ও চীনা সভ্যতার জ্ঞান আরবিতে অনূদিত হয়েছিল।

সংক্ষেপে, মুসলিম সভ্যতা শুধু নিজস্ব জ্ঞান-বিজ্ঞানেরই জন্ম দেয়নি; বরং প্রাচীন গ্রিক, রোমান, পারস্য, ভারতীয় এবং চীনা সভ্যতার জ্ঞানকে সংরক্ষণ, অনুবাদ ও বিকাশের মাধ্যমে আধুনিক বিশ্বের বুদ্ধিবৃত্তিক অগ্রযাত্রায় এক অবিস্মরণীয় অবদান রেখেছে। ☒

৬৬ বর্ষ ॥ ৩৯-৪০ সংখ্যা ❖ ১৪ জুলাই- ২০২৫ ঈ. ❖ ১৮ মুহার্‌রম- ১৪৪৬ হি.

নিভৃত ভাবনা

বিশ্বসভ্যতায় মুসলিমদের অবদান

–আব্দুল্লাহ বিন বেলাল হোসাইন*

বিশ্ব সভ্যতায় মুসলিমদের অবদান অপরিসীম। বিশেষ করে অষ্টম থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত সময়কালকে "ইসলামী স্বর্ণযুগ" বলা হয়, যখন মুসলিম বিশ্ব বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, চিকিৎসা, স্থাপত্য, শিল্প, সাহিত্য এবং দর্শনসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যাপক অগ্রগতি সাধন করেছিল। তাদের এসব কাজ পরবর্তীতে পশ্চিমা রেনেসাঁ এবং আধুনিক সভ্যতার ভিত্তি স্থাপন করেছে। এখানে কিছু গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র এবং মুসলিমদের অবদান তুলে ধরা হলো–

১. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি– গণিত

আল-খোয়ারিজমি (Al-Khwarizmi) : তাকে বীজগণিতের (Algebra) প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে গণ্য করা হয়। তার "কিতাব আল-জাবর ওয়াল মুকাবিলা" গ্রন্থটি ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হয়ে ইউরোপে বীজগণিতের ভিত্তি স্থাপন করে। 'অ্যালজেব্রা' শব্দটি তার বইয়ের নাম থেকেই এসেছে।

ওমর খৈয়াম (Omar Khayyam) : পারস্যের এই বিখ্যাত গণিতজ্ঞ ত্রিকোণমিতির উন্নয়ন এবং ক্যালেন্ডার সংস্কারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন।

আরবীয় সংখ্যা পদ্ধতি (আজকাল আমরা যে ১, ২, ৩... ব্যবহার করি) এবং শূন্যের ধারণা মুসলিম পণ্ডিতদের মাধ্যমেই ইউরোপে পরিচিত হয়।

জ্যোতির্বিদ্যা :

আল-বতানি (Al-Battani) : তিনি পৃথিবীর গতির সূক্ষ্ম পরিমাপ করেন এবং সৌর বছরের দৈর্ঘ্য নির্ধারণ করেন। তার কাজগুলো পরবর্তীতে ইউরোপীয় জ্যোতির্বিদদের জন্য ভিত্তি হিসেবে কাজ করে।

আল-ফারগানি (Al-Farghani) : জ্যোতির্বিদ্যা ও জ্যামিতিতে তার কাজ কপার্নিকাস ও কেপলারের মতো বিজ্ঞানীদের প্রভাবিত করে।

মুসলিম জ্যোতির্বিদরা উন্নত মানের অ্যাস্ট্রোল্যাব তৈরি করেন, যা নেভিগেশন এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানের পর্যবেক্ষণে ব্যবহৃত হতো।

চিকিৎসাবিজ্ঞান :

ইবনে সিনা (Ibn Sina, পশ্চিমা বিশ্বে Avicenna নামে পরিচিত) : তার বিখ্যাত গ্রন্থ "কানুন ফি তিব" (The Canon of Medicine) রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা পদ্ধতি নিয়ে বিশদ বর্ণনা দিয়েছে। এই গ্রন্থটি দীর্ঘকাল ধরে ইউরোপের মেডিক্যাল কলেজগুলোতে পাঠ্য ছিল।

আল-রাজী (Al-Razi) : তিনি "কিতাব আল-হাউই" নামক একটি চিকিৎসা গ্রন্থ রচনা করেন যা চিকিৎসাবিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ রেফারেন্স ছিল।

হাসপাতাল ব্যবস্থা, অস্ত্রোপচার পদ্ধতি, ফার্মাকোলজি এবং চোখের চিকিৎসার ক্ষেত্রে মুসলিম চিকিৎসকদের উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে।

রসায়ন :

জাবির ইবনু হাইয়ান (Jabir ibn Hayyan) : তাকে রসায়নের জনক হিসেবে গণ্য করা হয়। তিনি পাতন (distillation), স্ফটিকীকরণ (crystallization), পরিস্রাবণ (filtration)-সহ বিভিন্ন রাসায়নিক প্রক্রিয়া উদ্ভাবন করেন।

২. দর্শন ও সাহিত্য

দর্শন : কোরআন এবং হাদীস ছিল মুসলিম দর্শনের মূল ভিত্তি। মুসলিম দার্শনিকরা গ্রিক দর্শনের সাথে ইসলামের মৌলিক নীতিমালার সমন্বয় সাধন করেন।

ইবনু রুশদ (Ibn Rushd, Averroes) : তিনি এরিস্টটলের দর্শনের ওপর ব্যাপক কাজ করেন এবং ইউরোপীয় স্কলাস্টিসিজমের ওপর গভীর প্রভাব ফেলেন।

আল-ফারাবি (Al-Farabi), আল-কিন্দি (Al-Kindi) এবং আল-গাজ্জালি (Al-Ghazali)-এর মতো দার্শনিকরা যুক্তিবিদ্যা, অধিবিদ্যা এবং নীতিশাস্ত্রের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন।

সাহিত্য : আরবি ভাষা এবং সাহিত্য ইসলাম ও মুসলিম সভ্যতার বিকাশে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। পবিত্র কোরআন মাজিদ নিজেই এক অতুলনীয় সাহিত্যকর্ম।

ইসলামপূর্ব যুগের সাহিত্যে বিদ্যমান কদাচার দূর করে ইসলাম পরিচ্ছন্ন, মানবিক ও নৈতিক সাহিত্যের ধারাকে উন্নীত করে।

'আরব্য রজনী' (One Thousand and One Nights)-এর মতো গল্প সংকলন বিশ্ব সাহিত্যে অমর সৃষ্টি।

[পরবর্তী অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায় দেখুন]

*অধ্যয়নরত, মাদ্রাসা দারুল হাদীস সালাফিয়্যাহ, পাঁচরুখী, আড়াই হাজার, নারায়ণগঞ্জ।

প্রকৃতি ও পরিবেশ সুরক্ষায় ইসলাম

–আরাফাত ডেস্ক

পরিবেশ রক্ষায় ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা

প্রকৃতি ও পরিবেশকে সুরক্ষা করা এবং তার সাথে মানবতার সম্পর্ক স্থাপন করা –এটি শুধু একাডেমিক বা বৈজ্ঞানিক বিষয় নয়; বরং ইসলামের একটি মূল শিক্ষা। আল্লাহ তা'আলা মানব জাতিকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন একটি দায়িত্ব দিয়ে : পৃথিবী ও এর পরিবেশকে সুরক্ষিত রাখা এবং তার সংরক্ষণ করা।

ইসলামের দৃষ্টিতে, পরিবেশের প্রতি সদয় মনোভাব এবং প্রকৃতির প্রতি দায়িত্বশীলতা আমাদের একটি মৌলিক কর্তব্য। কোরআন ও হাদীসে পরিবেশ রক্ষার জন্য বহু নির্দেশনা রয়েছে, যা আমাদের জীবনের অঙ্গ হিসেবে পালন করতে হবে।

কুরআনের নির্দেশনা– প্রকৃতির প্রতি শ্রদ্ধা : কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿الَّذِيْ لَهٗ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهٗ شَرِيْكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهٗ تَقْدِيْرًا﴾

“আল্লাহই তিনি, যিনি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং তার মধ্যে যা কিছু রয়েছে তা সৃষ্টি করেছেন।”[১০৯]

এখানে আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টির প্রতি শ্রদ্ধা, তার রক্ষণাবেক্ষণ এবং সঠিক ব্যবহারের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। প্রকৃতি ও পরিবেশের প্রতি এই শ্রদ্ধাই আমাদের উচিত –যাতে পরবর্তীতে পৃথিবী তার নিয়তিত সুষমায় থাকতে পারে।

হাদীসের আলোকে পরিবেশ রক্ষা : হাদীসে আমাদেরকে পরিবেশ রক্ষার জন্য বিশেষভাবে সতর্ক করা হয়েছে–

“যে ব্যক্তি একটি গাছ রোপণ করে এবং এর যত্ন নেয়, সে যেন জানিয়ে দেয় যে, সে আল্লাহর রাস্তায় কিছু করছে।”[১১০]

এটি শুধু বৃক্ষরোপণ নয়; বরং প্রকৃতির প্রতি সদয় দৃষ্টি দেওয়ার প্রক্রিয়াও। পশু-পাখি, নদী-নালা, পাহাড়-পর্বত –এগুলো সবই আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টির অংশ এবং সেগুলোর প্রতি আমাদের দায়িত্ব রয়েছে।

জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রেও পরিবেশ রক্ষার দৃষ্টিভঙ্গি

১. অযথা অপচয় করা হারাম : কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْا إِخْوَانَ الشَّيَاطِيْنِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهٖ كَفُوْرًا﴾

“নিশ্চয়ই অপচয়কারীরা শয়তানের ভাই এবং শয়তান আল্লাহর রহমত থেকে দূরে থাকে।”[১১১]

এটি আমাদেরকে বুঝায় যে, খাদ্য, পানি বা যে কোনো উপাদান অযথা অপচয় করা বা পরিবেশে দূষণ সৃষ্টি করা ইসলামিক দৃষ্টিতে অত্যন্ত নিন্দনীয়।

২. পানি ব্যবহারে সতর্কতা : হাদীসে এসেছে–

“তুমি একটি নদী বা জলাশয়ের পানি ব্যবহার করছো, কিন্তু মনে রেখো– পানি এক ধরনের নিয়ামত এবং তা অপচয় করা ঠিক নয়।”[১১২]

পানির অপচয় রোধ করাও আমাদের দায়িত্ব। মিষ্টি পানি বা অন্যান্য জলাভূমি যেন জীবন্ত থাকে, তার জন্য আমাদের সচেতন থাকতে হবে। ☒

আসুন সচেতন হই

আপনি কি সুস্থ-সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন জীবন যাপন করতে আগ্রহী? তাহলে–

নিজ দায়িত্বে আপনার চারপাশ পরিষ্কার রাখুন। যেখানে-সেখানে ময়লা-আবর্জনা না ফেলে নির্দিষ্ট স্থানে বা ডাস্টবিনে ফেলুন।

আপনার-আমার সদিচ্ছাতেই গড়ে উঠতে পারে– একটি পরিচ্ছন্ন পরিবেশ, একটি পরিচ্ছন্ন নগর বা শহর।

আসুন! আমরা সচেতন হই।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন :

পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অঙ্গ

[১০৯] *সূরা আল ফুরক্বা-ন : ২।*
[১১০] *সহীহ মুসলিম।*
[১১১] *সূরা আল ইসরা : ২৭।*
[১১২] *সহীহ মুসলিম।*

তথ্য-প্রযুক্তি

চ্যাটজিপিটিকে যেসব তথ্য দিয়ে বিপদে পড়ছেন

পড়াশোনা থেকে শুরু করে অফিসের কাজ; ফেসবুকের ক্যাপশন ঠিক করা থেকে শুরু করে রিসার্চ পেপার তৈরির কাজ- যা-ই হোক না কেন, সবার নিত্যদিনের সঙ্গী হয়ে উঠেছে চ্যাটজিপিটি। এখন শুধু প্রশ্নের উত্তর দেওয়াতেই সীমাবদ্ধ নয়, গবেষণা থেকে শুরু করে সব তথ্যও পাওয়া যায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক এই রোবটের কাছে।

জীবনযাপন সহজ করে দিলেও এর রয়েছে অনেক ঝুঁকি। আধুনিক যুগে তথ্যই হলো বড় সম্পদ। আর এই তথ্য অসাবধানতাবশত ভুল করেও কাছে চলে গেলে আপনার ক্ষতি হতে পারে। তাই জেনে নেওয়া যাক এমন কিছু বিষয় সম্পর্কে, যেগুলো কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক চ্যাটবটের সঙ্গে শেয়ার করা উচিত নয়।

ব্যক্তিগত শনাক্তকরণ তথ্য : ব্যক্তিগত শনাক্তকরণ তথ্য হলো এমন যে কোনো তথ্য, যা কারো পরিচয় স্পষ্টভাবে নির্ধারণ করে। যেমন- ব্যবহারকারীর নাম, জন্মতারিখ, জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর, ঠিকানা, ফোন নম্বর, ই-মেইল অ্যাড্রেস ইত্যাদি। চ্যাটবটগুলো ইচ্ছাকৃতভাবে এসব তথ্য সংরক্ষণ না করলেও তথ্য ফাঁসের মতো ঘটনায় এর ঝুঁকি থেকেই যায়।

ব্যাংকিং তথ্য : নিজের ক্রেডিট কার্ড নম্বর বা ব্যাংক অ্যাকাউন্টের খুঁটিনাটি, মোবাইল ব্যাংকিং সম্পর্কিত যে কোনো তথ্য চ্যাটজিপিটির মতো প্ল্যাটফর্মে ব্যবহার করাটা বেশ বিপজ্জনক। এ ধরনের তথ্য ফাঁস হলে অসাধু লোকেরা এসব তথ্য ব্যবহারের মাধ্যমে ব্যাংক জালিয়াতি করে আপনার ব্যাংক হিসাবের অর্থ খালি করে দিতে পারে।

যে কোনো পাসওয়ার্ড : চ্যাটবটকে এ ধরনের তথ্য দিলে তা হ্যাক বা অবৈধ প্রবেশের জন্য সুযোগ করে দেয়। তাই প্রতিটি অনলাইন অ্যাকাউন্টের জন্য আলাদা ও শক্তিশালী পাসওয়ার্ড ব্যবহার করা উচিত। এ ক্ষেত্রে টু ফ্যাক্টর অথেনটিকেশন চালু রাখাও বাঞ্ছনীয়।

গোপনীয় তথ্য : কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক এই চ্যাটবটগুলো মানুষের মতো বিবেক দিয়ে কিছু চিন্তা করে না বা প্রেক্ষাপট বোঝে না। ফলে গোপন বা ব্যক্তিগত তথ্য এআইয়ে ব্যবহার করলে তা অনিচ্ছাকৃতভাবে ফাঁস হয়ে যাওয়ার আশংকা থেকেই যায়।

বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পত্তি : বর্তমানে চ্যাটজিপিটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। অনেকেই নিজের উদ্ভাবনী ধারণা, ব্যবসায়িক পরিকল্পনা, কোডিং বা ডিজাইন, আর্টওয়ার্কের মতো মেধাসম্পদ চ্যাটজিপিটির সঙ্গে শেয়ার করেন। পরে এসব তথ্য এআই সংরক্ষিত ডেটা হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে, এমনকি অন্যের কাছেও তা পৌঁছে যেতে পারে। তাই নিজের মস্তিষ্কপ্রসূত কোনো ধরনের উদ্ভাবনী ধারণা বা পরিকল্পনা অথবা স্বত্বাধিকারযুক্ত কনটেন্ট এআই চ্যাটবটকে না দেওয়াই ভালো।

ফোন নম্বর ছাড়াই মেসেজ ও কলের সুবিধা দেবে মাস্কের 'এক্সচ্যাট'

বিশ্বজুড়ে মেসেজিং অ্যাপগুলোর আধিপত্যকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে প্রযুক্তিবিদ ইলন মাস্ক চালু করেছেন নতুন একটি প্রাইভেট কমিউনিকেশন টুল– 'এক্সচ্যাট'। হোয়াটসঅ্যাপের বিকল্প হিসেবে তৈরি এ প্ল্যাটফর্মটি 'এক্স'-এর অংশ হিসেবেই যুক্ত থাকবে এবং এর বিশেষত্ব হলো– এটি ব্যবহার করতে ফোন নম্বরের প্রয়োজন হবে না।

ইলন মাস্কের দীর্ঘদিনের লক্ষ্য 'এক্স' প্ল্যাটফর্মকে একটি 'অল-ইন-ওয়ান' অ্যাপে রূপান্তর করা। এক্সচ্যাট সেই পরিকল্পনারই একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ।

নতুন এই অ্যাপটির মূল আকর্ষণ হলো সর্বোচ্চ নিরাপত্তা ও গোপনীয়তা। এতে বিটকয়েনের মতো এনক্রিপশন প্রযুক্তি ব্যবহারের কথা জানানো হয়েছে, যদিও বিস্তারিত প্রযুক্তিগত বিবরণ এখনও প্রকাশ করেননি মাস্ক। এছাড়া রয়েছে স্বয়ংক্রিয়ভাবে মুছে যাওয়া বার্তা, প্ল্যাটফর্মভিত্তিক সীমাবদ্ধতা ছাড়াই অডিও ও ভিডিও কল করার সুযোগ এবং চার ডিজিটের পাসকোড দিয়ে এন্ড-টু-এন্ড এনক্রিপশন সুবিধা।

বর্তমানে এক্সচ্যাটের বেটা সংস্করণ সীমিত সংখ্যক পেইড সাবস্ক্রাইবারদের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে। এক্সচ্যাটকে 'একেবারে নতুন ধরনের অ্যাপ' হিসেবে উল্লেখ করে মাস্ক জানান, এটি হোয়াটসঅ্যাপ, টেলিগ্রাম ও সিগন্যালের মতো জনপ্রিয় অ্যাপগুলোর সঙ্গে সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে।

এই নতুন উদ্যোগ এমন এক সময়ে এসেছে, যখন মেটার মালিকানাধীন হোয়াটসঅ্যাপ ও ইনস্টাগ্রামও ধাপে ধাপে এন্ড-টু-এন্ড এনক্রিপশন সেবা সম্প্রসারণ করছে। হোয়াটসঅ্যাপে ইতোমধ্যে ডিফল্টভাবে এই সুবিধা চালু হলেও, মেসেঞ্জার ও ইনস্টাগ্রাম এখনও পুরোপুরি তা বাস্তবায়ন করেনি।

বিশ্লেষকদের মতে, এক্সচ্যাট কেবল একটি মেসেজিং অ্যাপ নয়– এটি ইলন মাস্কের বৃহৎ ডিজিটাল পরিকল্পনার অংশ। ভবিষ্যতে এই অ্যাপে যুক্ত হতে পারে পেমেন্ট, মিডিয়া শেয়ারিং এবং ডেটিংয়ের মতো একাধিক সেবা, ঠিক যেমনটি দেখা যায় চীনের উইচ্যাটে।

ইলন মাস্কের হাত ধরে প্রযুক্তি দুনিয়ায় আরো একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তনের পথে পা রাখল 'এক্স'। এখন দেখার বিষয়, ব্যবহারকারীরা কতটা দ্রুত এই নতুন প্ল্যাটফর্মকে গ্রহণ করে।

কবিতা

ভাসবে সারাক্ষণ

মোল্লা মাজেদ*

বহতা এক ছোট্ট নদী
ডুব সাঁতারী ঢেউ
প্লাবনমুখী ঢেউয়ের দোলায়
মত্ত মাতাল কেউ।

জল থৈ থৈ ভরাট নদী
উথাল পাথাল নিরবধী
রস রঙ্গে জলতরঙ্গে
বাজায় সুখের বীণ
স্বপ্ন সুখের এ সংসারে
সব কিছু রঙ্গিন।

রঙিন চোখে রঙিন স্বপন
আবির ছড়ায় ভোরের তপন
সেই আবিরের আলতো ছোঁয়ায়
সজীব দেহ মন
প্রশান্তির এ ভর জোয়ারে
ভাসবে সারাক্ষণ।

নামায নিয়ে গজল (৩)

মো. গোলাম মোস্তফা*

নামায দিয়ে বানাও তলোয়ার
রোযা দিয়ে বানাও ঢাল।
যতো বড় হোক না বিপদ
তিনি দিবেন সামাল। ঐ...

মুয়ায্যিনের আযান শুনে
ঘুমিয়ে থাকি আপন মনে
একটু যদি খেয়াল করি
সুখি পরকাল। ঐ...

আরামের ঘুম হারাম করে
ছুটে আসি মহান আল্লাহর ঘরে
সবাই মিলে সেজদায় পড়ি
যাবে না বিফল। ঐ...

মহান আল্লাহর বান্দা নবী (ﷺ)-এর উম্মত
দাবি করি মিছে
নামায রোযা না করিলে
দুঃখ পাবো পিছে
রোজ হাশ্‌রের কঠিন দিনে
কি যে হবে হাল। ঐ...

নামায রোযা এমন জিনিষ
বাজে কাজকে করে ফিনিস
চোখের জ্যোতি বেড়ে যাবে
রূহ্ জল জল। ঐ...

* বরেণ্য কবি, রঘুনাথপুর, পাংশা, রাজবাড়ী-৭৭২০।

* সহ-সভাপতি, দিগরডাংগা জমঈয়তে আহলে হাদীস জামে মসজিদ। গ্রাম- দিগরডাংগা (মাধবকাটি), পোস্ট- বলাডাংগা, থানা ও জেলা- সাতক্ষীরা।

জীবন প্রদীপ

শেখ শান্ত বিন আব্দুর রাজ্জাক*

পৃথিবীর বুকে কত দীপ জ্বলছে
স্থির নয় চন্দ্র শশীর অশনি;
জীবন চেরাগ অবিরাম জ্বলছে
একদা হঠাৎ চিরতরে নিভবে জানি।
ফের জ্বালাবে কারো কি সাধ্য আছে?
তেল শেষ, পাবে কই? শূন্য তেল খনি
কর্ণে শুনছি ওপারে যাবার ধ্বনি
কেরোসিন দহন শক্তি হারিয়েছে।

ধরাতে মূল্যহীন দীপ নিভা জীবন
মর্তে পুঁতো বাঁশঝাড়ে সেটা উত্তম;
সে এখন করবে পরিবেশ দূষণ
ভুলে মোম জ্বালিও না কোনো অধম
পূণ্য দীপশিখা অন্তহীন জীবন
কষ্টের নেই লেশ শুধু অনুপম!

* বামনাছড়া, উলিপুর, কুড়িগ্রাম।

জমঈয়ত সংবাদ

ঢাকা মহানগর দক্ষিণ জমঈয়তের উদ্যোগে জুমু'আর খুতবাহ্ ও দাওয়াতি সফর

১১ জুলাই শুক্রবার ঢাকা মহানগর দক্ষিণ জমঈয়তে আহলে হাদীস এর উদ্যোগে এবং মাদারটেক এলাকা শাখার সার্বিক ব্যবস্থাপনায় মাদারটেক ও আশপাশের ৫টি উপ-অঞ্চলের ২৮টি মসজিদে একযোগে জুমুআর খুতবা ও দাওয়াতি সফর সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

সকাল ১০টায় মাদারটেক আহলে হাদীস জামে মসজিদে খতিবগণের এক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সফরের দিকনির্দেশনা প্রদান করেন কেন্দ্রীয় জমঈয়তে ভারপ্রাপ্ত সেক্রেটারি জেনারেল শাইখ মুহাম্মদ হারুন হুসাইন, ঢাকা মহানগর দক্ষিণ জমঈয়তের সাংগঠনিক সেক্রেটারি শাইখ ইসহাক বিন এরশাদ মাদানী, মাদারটেক এলাকা জমঈয়তের সেক্রেটারি মো. নাসির উদ্দীন মোল্লা।

এরপর খতিবগণ দাওয়াতি সামগ্রীসহ নির্ধারিত মসজিদগুলোর উদ্দেশে রওনা হন। প্রতিটি মসজিদে জুমু'আর খুতবার পাশাপাশি মুসল্লিদের মাঝে গুরুত্বপূর্ণ ইসলামিক বই ও পুস্তিকা বিতরণ করা হয়।

➤ সফর শেষে ত্রিমোহনী পশ্চিমপাড়া আহলে হাদীস জামে মসজিদে বাদ আসর এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন মাদারটেক শাখার সভাপতি শাইখ ড. সফিকুল ইসলাম। প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ রঈসুদ্দীন, গেস্ট অব অনার কেন্দ্রীয় জমঈয়তে উপদেষ্টা শাইখ সাইফুদ্দীন বেলাল মাদানী এবং প্রধান আলোচক ছিলেন কেন্দ্রীয় জমঈয়তে ভারপ্রাপ্ত সেক্রেটারি জেনারেল শাইখ মুহাম্মদ হারুন হুসাইন।

বিশেষ অতিথিবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা মহানগর দক্ষিণ জমঈয়তের সভাপতি আলহাজ্জ আনোয়ারুল ইসলাম জাহাঙ্গীর, সহ-সভাপতি আকমাল হুসাইন ও শাইখ শামসুল হক শিবলী এবং সেক্রেটারি শাইখ মুহাম্মদ এহসান উল্লাহ।

আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন কেন্দ্রীয় জমঈয়তের তালীম ও তারবীয়াত বিষয়ক সেক্রেটারি শাইখ নূরুল আবসার, ফাতাওয়া গবেষণা সেক্রেটারি শাইখ আব্দুল্লাহ শাহেদ আল মাদানী, বিদেশ ও প্রবাস বিষয়ক সেক্রেটারি শাইখ ড. ইবরাহীম মাদানী, নির্বাহী পরিষদের সদস্য শাইখ ড. মুযাফফর বিন মুহসিন ও কেন্দ্রীয় শুব্বান সভাপতি শাইখ মুহা. আব্দুল্লাহ আল ফারুক। এছাড়াও স্থানীয় জমঈয়ত ও শুব্বান নেতৃবৃন্দ সভায় অংশগ্রহণ করেন। এই বৃহৎ পরিসরে সংগঠিত দাওয়াতি কার্যক্রমের মাধ্যমে সমাজে তাওহীদ ও সুন্নাহর বার্তা পৌঁছে দেওয়ার প্রয়াস প্রশংসিত হয়।

হারাগাছে জমঈয়তের কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত : নতুন কমিটি ঘোষণা

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস রংপুর জেলার অন্তর্গত হারাগাছ এলাকায় জমঈয়তের কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ৪ জুলাই, শুক্রবার হারাগাছের বায়তুল মুয়াজ্জাম জামে মসজিদের দ্বিতীয় তলায় এ অধিবেশন আয়োজন করা হয়। সভাপতিত্ব করেন আলহাজ্ব মাহমুদার রহমান সোনা। অনুষ্ঠানে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে কর্মসূচির সূচনা হয়। অতিথি ছিলেন রংপুর জেলা জমঈয়তের জেনারেল সেক্রেটারি শাইখ আব্দুল মালেক, সাংগঠনিক সেক্রেটারি মুহাম্মাদ সাঈদুল হক, গংগাচড়া জমঈয়তের সেক্রেটারি শাইখ মোস্তাফিজার রহমান এবং গজঘণ্টা এলাকার সহ-সভাপতি কাজি আব্দুল মতিন।

বক্তব্য রাখেন ঐতিহাসিক সাদা মসজিদের খতিব শাইখ মুয়াজ বিন জামাল মাদানী এবং দরদী মসজিদের খতিব শাইখ হামিদুল ইসলাম। অধিবেশনে সর্বসম্মতিক্রমে হারাগাছ এলাকার জমঈয়তের পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণা করা হয়। এতে সভাপতি নির্বাচিত হন আলহাজ্জ মাহমুদুর রহমান সোনা। সহ-সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হন আতাউল করিম অতুন, আবু সিদ্দিক ও আকুল হোসেন। সেক্রেটারির দায়িত্ব পান ফারুক আহম্মেদ।

প্রসঙ্গত, হারাগাছের ঐতিহাসিক "সাদা মসজিদ"-কে বাংলাদেশের আহলে হাদীস আন্দোলনের সূতিকাগার হিসেবে ধরা হয়। এই মসজিদেই ১৩৫৩ বঙ্গাব্দে (৭৯ বছর আগে) অনুষ্ঠিত হয়েছিল "বঙ্গ ও আসাম আহলে হাদীস কনফারেন্স", যার সভাপতিত্ব করেন আল্লামা আব্দুল্লাহেল কাফি আল কুরাইশি এবং পরিচালনায় ছিলেন মার্চেন্ট আলহাজ্জ জেরাতুল্লাহ সাহেব।

চাঁপাইনবাবগঞ্জে জমঈয়তের তৃতীয় সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত : জেলা কনফারেন্স আয়োজনের সিদ্ধান্ত

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা কমিটির তৃতীয় সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে গত ৬ জুলাই ২০২৫, শনিবার বেলা ১১টায় দারুল হাদীস জামে

মসজিদে। সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা সভাপতি ডা. সুলতান আহমদ। সভা শুরু হয় পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে, যা করেন সদস্য মাওলানা আব্দুল মতিনের পুত্র ও হিফজ শিক্ষার্থী মোবাশ্বির আহমেদ। এরপর দ্বিতীয় সাধারণ সভার কার্যবিবরণী পাঠ করে শোনানো হয় এবং সর্বসম্মতভাবে অনুমোদিত হয়।

সভায় সভাপতির বক্তব্যে সহকারী সেক্রেটারি-১ শাইখ শাহজাহানের শারীরিক অসুস্থতার বিষয়টি তুলে ধরা হয়। জানা যায়, কয়েক দিন আগে ঢাকায় তাঁর অস্ত্রোপচার হয় এবং বর্তমানে তিনি ধীরে ধীরে সুস্থ হচ্ছেন। তাঁর সুস্থতা কামনায় সভায় দু'আ করা হয়। সভায় আসন্ন জেলা কাউন্সিল অধিবেশনের জন্য ১৯ জন কাউন্সিলারের নাম চূড়ান্ত করা হয়। পাশাপাশি বর্তমান কমিটির এক বছর পূর্তি (২৫ ডিসেম্বর ২০২৫) উপলক্ষে একটি জেলা কনফারেন্স আয়োজনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

কনফারেন্স বাস্তবায়নের জন্য ১১ সদস্যের একটি উপ-কমিটি গঠন করা হয়। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, জেলার প্রতিটি উপজেলা থেকে ১০ জন করে সদস্য নিয়ে অন্তত ২০০ সদস্যবিশিষ্ট সাধারণ কমিটি গঠন করে কনফারেন্সের সকল কার্যক্রম পরিচালিত হবে। বাস্তবায়ন উপ-কমিটিকে আগামী সভায় অগ্রগতি প্রতিবেদন উপস্থাপন করতে অনুরোধ জানান সভাপতি। কার্যনির্বাহী ও সাধারণ কমিটির সভার রেজুলেশন প্রস্তুতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন সহ-সভাপতি শাইখ অধ্যক্ষ (অব.) মজিবুর রহমান মাওড়ী।

সভায় শুব্বানের প্রাক্তন দায়িত্বশীল শাইখ মিজানুর রহমান সংগঠনের গুরুত্ব ও ভূমিকা নিয়ে প্রেরণাদায়ক বক্তব্য রাখেন, যা উপস্থিত সকলকে অনুপ্রাণিত করে।

সভা শেষে সভাপতি ডা. সুলতান আহমদ সকলকে ধন্যবাদ জানান এবং কেন্দ্রীয় কাউন্সিল ও জেলা কনফারেন্সের সফলতা কামনা করে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

কালনী নোয়াগাঁওয়ে জমঈয়তে আহলে হাদীস ও শুব্বানের মাসিক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ উপজেলার পূর্বাচল এলাকায় অবস্থিত কালনী নোয়াগাঁও গ্রামে জমঈয়তে আহলে হাদীস ও জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস-এর যৌথ উদ্যোগে মাসিক দ্বীনী আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গত ১০ জুলাই, বৃহস্পতিবার কালনী পশ্চিম পাড়া জামে মসজিদে এ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন কালনী নোয়াগাঁও এলাকার জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর সভাপতি শাইখ অধ্যাপক আরমানুদ্দিন। তত্ত্বাবধানে অত্র মসজিদের সভাপতি ও এলাকার জমঈয়তের সেক্রেটারি ছিলেন আব্দুল হান্নান মিয়া।

আলোচনা সভার প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর ভারপ্রাপ্ত সভাপতি শাইখ ড. মুহাম্মদ রঈসুদ্দীন। প্রধান আলোচক ছিলেন নির্বাহী পরিষদ সদস্য শাইখ ড. মুযাফফর বিন মুহসিন।

আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন কেন্দ্রীয় জমঈয়তের বিদেশ ও প্রবাস বিষয়ক সেক্রেটারি শাইখ ড. ইবরাহীম মাদানী, যাত্রাবাড়ী এলাকা জমঈয়তের সেক্রেটারি শাইখ মুফতি আব্দুর রউফ মাদানী ও কালনী নোয়াগাঁও শুব্বানের সভাপতি শাইখ মোহাম্মদ ইউসুফ। সভায় বক্তারা তাওহীদ ও সুন্নাহর গুরুত্ব, সমাজ সংস্কার, এবং যুবসমাজের দ্বীনি দায়িত্ব নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা উপস্থাপন করেন। মুসল্লিরা অত্যন্ত আগ্রহ ও মনোযোগ সহকারে আলোচনা শোনেন এবং আয়োজকদের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

অনুষ্ঠানটির উপস্থাপনা ও সমন্বয়ে ছিলেন নারায়ণগঞ্জ জেলা শুব্বান সেক্রেটারি মো. রমজান মিয়া ও রূপগঞ্জ থানা শুব্বানের সেক্রেটারি শাইখ আনিসুর রহমান।

মৃত্যু সংবাদ

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের হিসাবরক্ষক ও হাজী আব্দুল্লাহ সরকার লেন, বংশাল নিবাসী জনাব মো. ইয়ামিন হুসাইন সানি'র শ্রদ্ধেয় মাতা মমতাজ বেগম (৫৫) গত ৭ জুলাই-২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ, সোমবার, সকাল ১১টায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেছেন–

إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ.

মৃত্যুকালে তিনি স্বামী (শাকিল আহমেদ সান্টু), এক পুত্র, এক কন্যাসহ বহু আত্মীয়-স্বজন ও শুভাকাঙ্ক্ষী রেখে গেছেন।

তার ইন্তেকালে বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর সভাপতি ও সেক্রেটারি জেনারেল মহোদয় গভীর শোক প্রকাশ করেছেন এবং মাগফিরাত কামনা করে সকলের নিকট দু'আর আবেদন জানিয়েছেন।

আমরা মহান আল্লাহর দরবারে এ দু'আ করি–

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهَا وَارْحَمْهَا، وَأَسْكِنْهَا فِيْ فَسِيْحِ جَنَّاتِكَ.

হে আল্লাহ! তাঁকে ক্ষমা করুন, দয়া করুন এবং তাঁকে জান্নাতুল ফিরদাউসের উচ্চ মর্যাদা দান করুন –আমীন।

৬৬ বর্ষ ॥ ৩৯-৪০ সংখ্যা ❖ ১৪ জুলাই- ২০২৫ ঈ. ❖ ১৮ মুহার্‌রম- ১৪৪৬ হি.

শুব্বান সংবাদ

আক্বীদাহ ও সীরাত পাঠ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠান-২০২৫ ইং এর ফলাফল ও পুরস্কার বিতরণ

গত ১০ জুলাই, বৃহস্পতিবার জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ, মাদ্‌রাসাতুল হাদীস আস সালাফিয়া সাংগঠনিক উপজেলা শাখা কর্তৃক আয়োজিত আক্বীদাহ ও সীরাত পাঠ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠান-২০২৫ ইং এর ফলাফল ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান মাদ্‌রাসা সংলগ্ন মাহমুদাহ বিনতে আব্দুল হামিদ আহলে হাদীস জামে মসজিদে সাংগঠনিক উপজেলা শাখা সভাপতি মোঃ ইমরান হোসেন এর সঞ্চালনায় অত্র মাদ্‌রাসার পরিচালক আব্দুল হালিম এর সভাপতিত্বে ও অধ্যক্ষ শাইখ মো. ওমর ফারুক-এর সহ-সভাপতিত্বে অত্যন্ত সুন্দরভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, দি মেসেজ ফাউন্ডেশন ঢাকার চেয়ারম্যান ও দারুল কোরআন সালাফিয়া মাদ্‌রাসা, বেজোড়া, বগুড়ার পরিচালক শাইখ সাইফুল ইসলাম খাঁন মাদানী (হাফিযাহুল্লা-হ্)।

সম্মানিত অতিথি ছিলেন, বগুড়া জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর সহ-সভাপতি জনাব মোঃ শহীদুল ইসলাম মানা, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ, বগুড়া জেলা শাখার সভাপতি নাযীর আহমাদ সরকার, কোষাধ্যক্ষ হাফিয মোঃ আব্দুল খালেক।

প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, বগুড়া সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় এর ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক শাইখ ফাইজুর রহমান (হাফিযাহুল্লা-হ)।

বিশেষ আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাদ্‌রাসাতুল হাদীস আস সালাফিয়ার উপাধ্যক্ষ শাইখ মোঃ ইসমাইল হোসেন (হাফিযাহুল্লা-হ্), সহকারি শিক্ষক শাইখ মোঃ ফজলুল হক মাদানী (হাফিযাহুল্লা-হ্)।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন অত্র মাদ্‌রাসার উস্তাযবৃন্দ ও শিক্ষার্থীবৃন্দ।

উল্লেখ্য- অত্র মাদ্‌রাসার সকল শিক্ষার্থীর মেধা বিকাশ, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে উৎকর্ষ সাধনের লক্ষ্যে উক্ত অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় এবং তিনটি বিষয়ে মোট ৬টি গ্রুপে ভাগ করে ৩৫ প্রতিযোগিকে পুরস্কৃত করা হয়।

শেরপুর উপজেলা শুব্বান কর্তৃক আয়োজিত কর্মী প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত

গত ১২ জুলাই, শনিবার দারুত তাওহীদ বালিকা মাদ্‌রাসা, হাওয়াখানা, শেরপুর, বগুড়ায় শেরপুর উপজেলা শুব্বানের সহ-সভাপতি মোঃ রফিকুল ইসলাম এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মোঃ সাব্বির হোসাইন এর সঞ্চালনায় কর্মী প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শেরপুর উপজেলা জমঈয়তের সভাপতি আলহাজ্জ ডা. ফজলুর রহমান।

প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর কেন্দ্রীয় শুব্বান বিষয়ক সেক্রেটারি শাইখ মুহাম্মদ আব্দুল্লাহিল কাফি মাদানী।

বিশেষ আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দি মেসেজ ফাউন্ডেশন-এর চেয়ারম্যান শাইখ মুহাম্মদ সাইফুল ইসলাম খাঁন মাদানী, বগুড়া জেলা শুব্বান এর সভাপতি নাযীর আহমাদ সরকার, শেরপুর উপজেলা শুব্বানের সাবেক সভাপতি মোঃ আব্দুর রাজ্জাক।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শেরপুর উপজেলা জমঈয়তের সেক্রেটারি মাওঃ মোঃ রেজাউল করিম, সমাজ সেবক ডা. মোঃ মোকতাল হোসেন।

এছাড়াও বগুড়া জেলা শুব্বানের সাধারণ সম্পাদক মোঃ ইমরান হোসেন, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মোঃ কামরুল ইসলাম, সদস্য মোঃ জালাল উদ্দিন সহ প্রমুখ জমঈয়ত ও শুব্বান দরদী মুসলিমবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য যে, শেরপুর উপজেলা শুব্বানের কর্মীবৃন্দ বিকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

প্রশিক্ষণ শেষে বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর কেন্দ্রীয় শুব্বান বিষয়ক সেক্রেটারি শাইখ মুহাম্মদ আব্দুল্লাহিল কাফি মাদানী-এর নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় শুব্বানের শ্লোগান "সবুজ ভুবন আমাদেরই প্রয়োজন" দেশব্যাপী বৃক্ষরোপন কর্মসূচির অংশ হিসেবে মাদ্‌রাসা প্রাঙ্গনে কয়েকটি ফলজ বৃক্ষরোপন করা হয়।

الفتاوى و المسائل ❖ ফাতাওয়া ও মাসায়িল

জিজ্ঞাসা ও জবাব

ফাতাওয়া বোর্ড, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

জিজ্ঞাসা (০১) : আমার বয়স ১৭, আমি হস্তমৈথুনে আশক্ত, প্রতি সপ্তাহে ১ বার হলেও এই নিকৃষ্ট কাজটি করে থাকি। যার কারণে আমার পড়ালেখায় ক্ষতি এবং রামাযান মাসে রোযা ভঙ্গেরও কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কি করলে আমি এই নোংরা কাজ থেকে বের হতে পারবো?

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, কোনাপারা, ডেমরা, ঢাকা।

জবাব : মহান আল্লাহ যৌবনকে সুরক্ষার জন্য উত্তম ব্যবস্থা দিয়েছেন। আর তা হলো বিবাহের মাধ্যমে জৈবিক চাহিদা মেঠানো। যুবকদের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন :

“হে যুবসমাজ! তোমাদের মাঝে যে (স্ত্রীর ভরণ-পোষণ ও জৈবিক চাহিদা মেঠানোর) ক্ষমতা রাখে, সে যেন বিয়ে করে। কেননা, এটা তার রক্ষুকে নিম্নগামী করবে এবং লজ্যাস্থানকে সুরক্ষা দেবে। আর যদি বিয়ে করার ক্ষমতা না থাকে, তাহলে সে যেনো সিয়াম রোযা) রাখে। এটা তার জন্য যৌবনাশক্তি নিয়ন্ত্রক।” *(বুখারী ও সহীহ মুসলিম)*

আপনি আল্লাহকে ভয় করুন এবং এ বদভ্যাসের খারাপ পরিণতির কথা ভাবুন। নিয়মিত সালাত আদায় করুন এবং আল্লাহর সাহায্য চাইতে থাকুন। প্রতিদিন সালাতের পর মাসনূন যিক্‌র-আযকার পড়া অবস্থায় ধ্যানমগ্ন হোন –ইনশা-আল্লাহ আপনি এ ক্ষতিকর পাপ থেকে মুক্তির দিশা পাবেন। –ওয়াল্লা-হু আ'লাম।

জিজ্ঞাসা (০২) : আমি একজন ওসওয়াসা রোগী। বিয়ের কিছু দিন পর থেকেই তালাকের ওসওয়াসা আমার মধ্যে দেখা দেয়। কিছু দিন পরে ওসওয়াসা থেকে সন্দেহে পরিণত হয় আমার। স্ত্রীর সব কাজেই আমার সন্দেহ হয়। কারণ আমাকে মিথ্যা কথা বলছিল– আমার স্ত্রীর একটা খারাপ অভ্যাস ছিল, ছেলেদের দিকে তাকানো। কিন্তু ও সেটা আমাকে মিথ্যা বলতো। সেখান থেকেই সন্দেহের শুরু। একটা কথা না বললেই নয়, আমি আমার বাবাকেও অনেক সন্দেহ করি, আমি আমার বাবাকেও জিজ্ঞাসা করেছি, কিন্তু আমার বাবা বলসে আমার স্ত্রীর সাথে কোনো খারাপ কিছু নেই। আমার স্ত্রীকেও জিজ্ঞাসা করেছি, সেও বলছে খারাপ কিছু নেই। কিন্তু আমার বাবার ব্যবহার এখনও আমার মনে সন্দেহ জাগায়।... আমি আমার স্ত্রীকে অনেক ভালোবাসি।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, ঢাকা।

জবাব : আপনি সুচিবাই রোগে আক্রান্ত। আপনাকে ভালো একজন মনোরোগ চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত। তাছাড়া আপনি সালাত ও তার পর যিক্‌র পড়ার সময় ধ্যানমগ্ন থাকবেন। মনোবল বৃদ্ধি করবেন এবং অভিশপ্ত শয়তান থেকে মহান আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থণা করে বলবেন : “আ'উযু বিল্লা-হি মিনাশ শাইত্বা-নির রাজীম”। যখনই কোনো ওয়াসওয়া দেখা দেবে, তখনই মন অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেবেন। ব্যক্তিগত কোনো কাজ বা আল্লাহর যিক্‌র-এ মশগুল থাকুন। আশা করি মহান আল্লাহ আপনাকে এরূপ অবস্থা থেকে মুক্তি দান করবেন।

জিজ্ঞাসা (০৩) : আমরা জানি যে, ১৯০৬ সালে অল ইন্ডিয়া আহলে হাদীস কনফারেন্স-এর মধ্য দিয়ে আহলে হাদীসের সাংগঠনিক যাত্রা শুরু হয়। আমার প্রশ্ন হলো– ১৯০৬ সালের আগে এ উপমহাদেশে কি আহলে হাদীসদের কোনো অস্তিত্ব ছিল? থাকলে তার ইতিহাস জানাবেন কী?

কামাল শেখ, বিক্রামপুর।

জবাব : ভারবতবর্ষে ‘উমার (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)’র খিলাফত কাল থেকে ইসলাম আগমন করে। তখন যে ইসলাম এসেছিল, তা খাঁটি ও স্বচ্ছ ছিল। আর এ স্বচ্ছ ও নিরেট খাঁটি ইসলামের অনুসারীদেরকে “আহলুল হাদীস” বলা হয়। তাঁরা ছোট ছোট সমাজ নিয়ে দা'ওয়াহর কার্যক্রম চালিয়ে গেলেও ১৯০৬ সালের আগে পূর্ণাঙ্গ জমঈয়ত কায়েম হয়নি।

জিজ্ঞাসা (০৪) : মাদ্‌রাসার আদায়কৃত টাকা ইসলামী শরিয়াহ মোতাবেক পরিচালিত ব্যাংকে এফ. ডি. আর করা জায়েয আছে কি-না? যদি জায়েয হয় তাহলে এফ. ডি. আর-এর মুনাফার অর্থগুলো কোন কোন খাতে খরচ করা যেতে পারে। দয়া করে উত্তর দিয়ে উপকৃত করবেন।

মো. শরিফুল ইসলাম খান, মো. ইমদাদ হোসেন
শিবরামপুর, পাবনা।

জবাব : না, এটা বৈধ নয়। কারণ এফ. ডি. আর তথা মুদারাবার মধ্যে মূলধন ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ঝুঁকি থাকে, আর মাদ্‌রাসার সম্পদ ক্ষতি করার অধিকার পরিচালনা কমিটিকে দেওয়া হয়নি। তবে মাদ্‌রাসার আদায়কৃত টাকা মাদ্‌রাসার প্রয়োজনীয় খাতে ব্যয় করার পর যদি উদ্বৃত্ত থাকে তাহলে মাদ্‌রাসার পরিচালনা কমিটি পরামর্শের ভিত্তিতে অর্থ-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মাধ্যমে শরিয়াহ মোতাবেক পরিচালিত ব্যাংকে এফ. ডি. আর করতে পারবে এই শর্তে যদি টাকা ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহলে পরিচালনা কমিটি মাদ্‌রাসার টাকার ক্ষতিপূরণ দিবেন কারণ মাদ্‌রাসার অর্থ ক্ষতি করার অধিকার পরিচালনা কমিটিকে দেওয়া হয়নি। মনে রাখতে হবে, এই টাকার মালিক মাদ্‌রাসা। সুতরাং এফ. ডি. আর-এর মুনাফার অর্থগুলো কেবল মাদ্‌রাসার প্রয়োজনীয় খাতে ব্যয় করতে হবে, মাদ্‌রাসা বহির্ভূত কোনো খাতে মুনাফার টাকা ব্যয় করা যাবে না।

জিজ্ঞাসা (০৫) : আমি যখন মসজিদে পৌঁছাই তখন জামা'আত রুকূ'তে চলে গেছে। আমিও জামায়াতের সঙ্গে রুকূ'তে যাই। এখন যখন সালাত শেষ হবে তখন কি আমাকে আরো এক রাকআত পড়তে হবে? অর্থাৎ- যে রাকআতে আমি সূরাতুল ফাতিহাহ্ পড়তে পারিনি সেই রাকআতটি কি আবার পড়ে নিতে হবে? *রিফাত আল মাসুম*

জবাব : অধিকাংশ আলেমের মতে কোনো মুসাল্লী যদি মসজিদে গিয়ে ইমামকে রুকূ' অবস্থায় পায়, তাহলে সে ইমামের সাথে রুকূ'তে শমিল হবে। সে এটাকে রাকআত হিসেবে গণ্য করবে। এই রাকআতটা তাকে ইমামের সালামের পর দোহরাতে হবে না। কেননা আবূ বাক্‌রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) যখন দৌড়িয়ে এসে কাতারের পিছনে একাকী রুকূ' করে নামাযে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং কাতারে শামিল হলেন তখন নবী (ﷺ) তাকে বলেছেন,

"আল্লাহ তা'আলা তোমার আগ্রহ আরো বৃদ্ধি করুন। তুমি আর কখনো এরূপ করো না"– *(বুখারী- কিতাবুল আযান, ৭৮৩)*। অর্থাৎ- তাকে তিনি তাড়াহুড়া করে সালাতে আসতে নিষেধ করেছেন। ঐদিকে তিনি রুকূ' থেকে যেই রাকআতটা শুরু করেছিলেন, সেই রাকআতটা সালামের পরে পুনরায় পড়ার আদেশ দেননি। তাই প্রমাণিত হচ্ছে যে, রুকূ' পাওয়া গেলেই রাকআত পাওয়া গেছে বলে ধরে নিতে হবে। তবে ভারত বর্ষের মুহাদ্দিসগণ এই মাসআলায় ব্যতিক্রম বলেছেন। তাদের মতে রাকআতটা পুনরায় পড়তে হবে। কারণ এখানে একাধিক বিষয় ছুটে গেছে। বুখারীর হাদীস প্রথম মতকেই সমর্থন করে।

জিজ্ঞাসা (০৬) : সম্প্রতি জানতে পারলাম যে, যারা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদে বিশ্বাস করে এবং যারা এই মতবাদে বিশ্বাসীদের সাপোর্ট করে তারা কাফির, যদিও তারা সালাত সিয়াম পালন করে। আমি যা জেনেছি, তা-কি সঠিক?

আয়েশা সিদ্দিকা, জলঢাকা, নীলফামারী।

জবাব : জ্বী, আপনি যা শুনেছেন ও জেনেছেন, তা সঠিক। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ একটি নতুন মতবাদ। এটি একটি ভ্রান্ত আন্দোলন। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে– রাষ্ট্র থেকে ধর্মকে আলাদা করা, দুনিয়া ও দুনিয়ার মজা নিয়ে মেতে থাকা। আখেরাতকে ভুলে গিয়ে, অথবা আখেরাতকে উপেক্ষা করে পার্থিব জীবনকে মূল লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারণ করা। পরকালের 'আমলের প্রতি বিন্দুমাত্র দৃষ্টি না দেয়া। ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাসী ব্যক্তির ক্ষেত্রে নবী (ﷺ)-এর এ হাদীসটি হুবহু মিলে যায় যেখানে তিনি বলেছেন,

"দিনার ও দিরহামের পূজারি ধ্বংস হোক। ধ্বংস হোক কারুকাজের পোশাক ও মখমলের বিলাসী। যদি তাকে কিছু দেয়া হয় সন্তুষ্ট থাকে; আর না দেয়া হলে অসন্তুষ্ট হয়। সে মুখ থুবড়ে পড়ুক অথবা মাথা থুবড়ে পড়ুক। সে কাঁটাবিদ্ধ হলে কেউ তা তুলতে না পারুক।" *(বুখারী- হা. ২৮৮৭)*

উল্লেখিত বিশেষণের মধ্যে এমন ব্যক্তিরাও পড়বে যারা ইসলামের কোনো একটি কথা বা কাজকে সমালোচনার পাত্র বানায়। যে ব্যক্তি ইসলামী শরিয়াকে বাদ দিয়ে মানবরচিত আইনে শাসন পরিচালনা করে সেই ধর্মনিরপেক্ষ। যে ব্যক্তি ইসলামে নিষিদ্ধ বিষয় যেমন- ব্যভিচার, মদ, গান-বাজনা, সুদী কারবার ইত্যাদিকে বৈধ বিবেচনা করে এবং বিশ্বাস করে যে, এগুলো থেকে বারণ করা মানুষের জন্য ক্ষতিকর ও ব্যক্তিগত স্বার্থে বাধা দেয়ার নামান্তর সে ব্যক্তি ধর্মনিরপেক্ষ। যে ব্যক্তি শরয়ী দণ্ডবিধি যেমন- হত্যার শাস্তি, পাথর নিক্ষেপে মৃত্যুর শাস্তি, ব্যভিচারী ও মদ্যপের ওপর বেত্রাঘাতের শাস্তি, চোর ও ডাকাতের হাত কাটার শাস্তি কায়েমে বাধা দেয় অথবা অসম্মতি প্রকাশ করে, অথবা দাবি করে এসব দণ্ডবিধি যুগোপযুগী নয়, এগুলো নিষ্ঠুর ও জঘন্য তাহলে বুঝতে হবে সে ব্যক্তি ধর্মনিরপেক্ষ। তাদের ব্যাপারে ইসলামের হুকুম হচ্ছে– আল্লাহ ইয়াহূদীদের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন :

"তবে কি তোমরা কিতাবের কিয়দংশ বিশ্বাস করো এবং কিয়দংশ অবিশ্বাস কর? যারা এরূপ করে পার্থিব জীবনে দুর্গতি ছাড়া তাদের আর কোনোই পথ নেই।" *(বাক্বারাহ্ : ৮৫)*

সুতরাং যে ব্যক্তি যে বিধানগুলো তার মনঃপুত হয় যেমন পারিবারিক আইন, কিছু কিছু 'ইবাদত সেগুলো মানে আর যেগুলো তার মনঃপুত হয় না সেগুলো প্রত্যাখ্যান করে সেও এ আয়াতের বিধানের মধ্যে পড়বে। একই প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন : "যে ব্যক্তি পার্থিবজীবন ও তার চাকচিক্যই কামনা করে, আমি দুনিয়াতেই তাদেরকে তাদের 'আমলের প্রতিফল ভোগ করিয়ে দেব এবং এতে তাদের প্রতি কিছুমাত্র কমতি করা হবে না। এরাই হলো সেসব লোক আখিরাতে যাদের জন্য আগুন ছাড়া কিছু নেই।" *(সূরা হূদ : ১৫-১৬)*

জিজ্ঞাসা (০৭) : ফর্‌য, নফল ও অন্যান্য সলাতে কখন সাহু সাজদা দিতে হবে? আর কোন কোন ভুলের জন্য সাহু সাজদা দিতে হবে? দয়া করে জানিয়ে উপকৃত করবেন।

ডা. এম. আর ইসলাম, ল্যাব এইড, ধানমন্ডি, ঢাকা।

জবাব : **প্রথমতঃ** সলাতে সাহু সাজদা দিতে হয় তিনটি কারণে। যথা- **১)** সলাতে অতিরিক্ত করে ফেললে, যেমন কেউ একটি রুকূ' অথবা একটি সাজদা অথবা একটি কিয়াম (দাড়ানো) অথবা একটি বৈঠক অতিরিক্ত করে ফেললে সাহু সাজদা দিতে হবে। যদি কেউ ইচ্ছাকৃত এগুলো অতিরিক্ত করে তাহলে তার সলাত বাতিল হয়ে যাবে। কারণ নবী (ﷺ) বলেছেন : "যে এমন কোনো কাজ করবে যার ওপর আমাদের নির্দেশ নেই তাহলে তার সেই 'আমল প্রত্যাখ্যাত হবে।" *(মুসলিম- ১৭১৮)* তবে যদি ভুলে অতিরিক্ত পড়ে ফেলে তাহলে তার সলাত বাতিল হবে না কিন্তু ভুলের জন্য তাকে ডান দিকে সালাম ফেরানোর পর দু'বার সাহু সাজদা দিতে হবে এবং পুনরায় সালাম ফেরাতে হবে। *(বুখারী- হা. ৪০৪, ৪৮২; মুসলিম- ৫৭২, ৫৭৩)*

২) সলাত কম করে ফেললে সাহু সাজদা দিতে হবে, যদি কেউ সলাতের কোনো রোকন কম করে ফেলে এবং পরবর্তী রাকআতে সেই রোকনে পৌঁছানোর আগেই যদি তার কম করার বিষয়টি মনে পড়ে তাহলে সাথে সাথে বাদ পড়া রোকন আদায় করবে এবং তৎপরবর্তী কাজগুলো আদায় করবে। আর যদি পরবর্তী রাকআতে সেই রোকনে পৌঁছানোর পরে মনে পড়ে তাহলে আগের রাকআত বাতিল হয়ে যাবে এবং বর্তমান রাকআতকে প্রথম রাকআত গণ্য করবে এবং উভয় অবস্থায় তাকে ডান দিকে সালাম ফেরানোর পর দু'বার সাহু সাজদা দিতে হবে এবং পুনরায় সালাম ফেরাতে হবে। আর যদি সলাতের কোনো ওয়াজিব ছেড়ে দেয়। যেমন- দ্বিতীয় রাকআতের পর বৈঠক করতে ভুলে গিয়ে দাঁড়িয়ে গেছে তাহলে তাকে আর ফিরে আসতে হবে না; বরং শেষে সালাম ফেরানোর আগে দু'বার সাহু সাজদাহ দিয়ে পরে সালাম ফেরাবে। *(বুখারী- ১২৩০; মুসলিম- ৫৭০)*

৩) সলাতে সন্দেহ হলে– কম পড়ল না-কি বেশি পড়ল সেটা নিয়ে সন্দেহ, এ অবস্থায় যদি কোনোটা প্রাধান্য পায় তাহলে সেটাকে ধরে নিয়ে সলাত শেষ করবে এবং ডান দিকে সালাম ফেরানোর পর দু'বার সাহু সাজদা দিতে হবে এবং পুনরায় সালাম ফেরাতে হবে। আর যদি কোনোটা প্রাধান্য না পায় তাহলে কমটা ধরে সলাত শেষ করবে এবং সালাম ফেরানোর আগে দু'বার সাহু সাজদাহ দিয়ে পরে সালাম ফেরাবে। *(বুখারী- হা. ৪০১; সহীহ মুসলিম- হা. ৫৭১)*

দ্বিতীয়তঃ ফর্‌য সলাত ও নফল সলাতে সাহু সাজদার নিয়ম একই। **তৃতীয়তঃ** যদি কেউ এক জায়গার পঠিতব্য বিষয় ভুলে অন্য জায়গায় পড়ে, যেমন- রুকূ'তে বা সাজদাতে কোরআন পড়ে ফেলে তাহলে তার এই ভুলের জন্য সাহু সাজদা দেওয়া আবশ্যক নয়, তবে সুন্নাত।

জিজ্ঞাসা (০৮) : ***আমি জানি কসমের কাফ্‌ফারা ১০ জন মিসকীনকে খাওয়াতে হয়। কিন্তু আমার প্রশ্ন হলো– ঐ মিসকিনগুলো কি মুসলিম হওয়া জরুরি? বেনামাযী কিংবা অজ্ঞতাবসত বিদআত শির্‌ক করে এমন ব্যক্তিকে মিসকীনকে কি খাওয়ানো যাবে? এখন প্রত্যেক মিসকীনকে গিয়ে গিয়ে তো আর জিজ্ঞাসা করা যায় না, যে শির্‌ক করে কি না, বিদআত করে কি না? হয়তবা তারা এ বিষয়ে অজ্ঞ।***

সাদিয়া, চট্টগ্রাম।

জবাব : অবশ্যই মিসকীনকে মুসলিম হতে হবে। কাফ্‌ফারার খাবার অমুসলিমকে খাওয়ানো যাবে না। ইমাম মালেক (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন : স্বাধীন মুসলিম মিসকীনকে সব ধরনের কাফ্‌ফারা এর খাবার না খাওয়ালে কাফ্‌ফরা আদায় হবে না। *(আত্ তায্ ওয়াল ইকলীল- ৫/৪৫০)* ইমাম শাফেঈ বলেছেন : শপথের কাফ্‌ফারার খাবার স্বাধীন অভাবী মুসলিমকে না খাওয়ালে কাফ্‌ফরা আদায় হবে না। *(আল উম্ম- ৭/৬৮)* ইবনু কুদামা বলেন : মিসকীনগুলোকে মুসলিম হতে হবে, শপথের কাফ্‌ফারা এর খাবার কোনো কাফিরকেই দেওয়া যাবে না। একই কথা বলেছেন হাসান বসরী, আন নাখাঈ, আল আওযাঈ, ইসহাক, আবূ উবাইদ। এটার দলিল হলো কাফ্‌ফারা খাবারটা যাকাতের ন্যায় কারণ উভয়টা ওয়াজিব। তাই যাকাত যেমন মুসলিমকে দিতে হবে কাফ্‌ফারাও মুসলিমকে দিতে হবে। তবে এ ক্ষেত্রে সে নামায পড়ে কি না, বা শির্‌ক-বিদআত করে কি না তা খতিয়ে দেখা লাগবে না। বাহ্যিকভাবে যে মিসকীন মুসলিম তাকে দিলেই চলবে।

জিজ্ঞাসা (০৯) : ***হায়েয অবস্থায় রুকইয়া করা যাবে কি?***

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, জুরাইন, ঢাকা।

জবাব : মহিলাগণ তাদের পিরিয়ড চলাকালীন সময় বিভিন্ন ইসলামিক বই পড়তে পারবে। যে কোনো যিক্‌র করা যাবে, তাসবিহ পাঠ করা যাবে, দু'আ-ইস্তেগফার করা যাবে এবং রুকইয়া শরঈয়া করা যাবে। তবে মূল আরবী কোরআন স্পর্শ করতে ও তা পাঠ করতে ইচ্ছুক ব্যক্তিকে অবশ্যই দৈহিকভাবে পবিত্র হতে হবে। মুহাম্মদ (ﷺ) বলেন, ঋতুবতী নারী ও জুনুবি ব্যক্তি কুরআনের কিছুই পাঠ করবে না– *(সুনান আত্ তিরমিযী- হা. ১৩১)*। বেশিরভাগ বিশেষজ্ঞ সাহাবা ও তাবিঈ এটাই বলেছেন। তাদের পরবর্তীগণ যেমন- সুফ্‌ইয়ান সাওরী, ইবনুল মুবারাক, শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক বলেন, নাপাক ও হায়িয অবস্থায় কোরআন তিলাওয়াত করবে না; কিন্তু কোনো আয়াতের অংশবিশেষ অথবা শব্দ ইত্যাদি পাঠ করতে পারবে।

জিজ্ঞাসা (১০) : ***ইসলামে কি বহুদল ও বহু মানহাজ স্বীকৃত?***

আব্দুর রহমান, সদর, গাইবান্ধা।

জবাব : ইসলামে বহুদল স্বীকৃত নয়। মানহাজ বা পথ মাত্র একটিই। আর সেটি হলো কোরআন-সুন্নাহর পথ। এর উপরেই ছিলেন সালাফগণ। এই মানহাজের বিপরীত যত মানহাজ রয়েছে, তার সবই প্রত্যাখ্যাত। আল্লাহ বলেন, "নিশ্চয়ই এটি আমার সরল-সোজা পথ, সুতরাং তোমরা এ পথের অনুসরণ করো এবং ভিন্ন পথ অনুসরণ করো না। করলে তা তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে সরিয়ে বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে। এভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যেন তোমরা সাবধান হও।" *(সূরা আল আন'আম : ১৫৩)*

সুতরাং যেসব ভাইদের মধ্যে দ্বীনের কিছু কিছু বিষয়ে মতভেদ দেখা দিয়েছে, তারা যেন আল্লাহর কিতাব, রাসূলের সুন্নাত এবং সালাফদের মানহাজের দিকে ফিরে আসে। তারা যেন এটিকেই দৃঢ়ভাবে ধারণ করে। যারা ভুলের মধ্যে রয়েছে, তারা যেন ভুল পরিহার করে। আর যারা সঠিক পথের সন্ধান পেয়েছে, তারা যেন আল্লাহর প্রশংসা করে এবং আল্লাহর কাছে সত্যের ওপর টিকে থাকার দৃঢ়তা প্রার্থনা করে। তাদের থেকে এটিই কাম্য। ⊠

প্রচ্ছদ রচনা

ইসলামিক সোসাইটি অব বস্টন কালচারাল সেন্টার (ISBCC), ম্যাসাচুসেটস, যুক্তরাষ্ট্র

–আবু ফাইয়ায জি. রহমান

ভূমিকা : ইসলামিক সোসাইটি অব বস্টন কালচারাল সেন্টার (ISBCC) হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত অন্যতম বৃহৎ এবং প্রভাবশালী ইসলামিক প্রতিষ্ঠান। এটি মুসলিমদের 'ইবাদত, শিক্ষা, দা'ওয়াহ, সমাজসেবা ও আন্তঃধর্মীয় বোঝাপড়ার একটি কেন্দ্রস্থল। আধুনিক স্থাপত্য, সেবার পরিধি ও ধর্মীয় মূল্যবোধের কারণে এটি শুধু মুসলিমদেরই নয়; বরং বস্টনের একটি বহুসাংস্কৃতিক মডেল সেন্টারে পরিণত হয়েছে।

প্রতিষ্ঠা ও স্থাপনা :

প্রতিষ্ঠা : ২০০৯ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয়।

অবস্থান : রক্সবারি, বস্টন, ম্যাসাচুসেটস।

আয়তন : প্রায় ৭০ হাজার বর্গফুট।

কাঠামো : বৃহৎ মসজিদ (পুরুষ ও মহিলাদের জন্য পৃথক জায়গা), কমিউনিটি হল, ইসলামিক বুকশপ, ক্লাসরুম ও অফিস, বহুমুখী ইভেন্ট স্পেস।

প্রধান কার্যক্রম ও সেবা :

১. 'ইবাদত ও ধর্মীয় কার্যক্রম :

➤ দৈনিক ৫ ওয়াক্ত সালাত ও জুমু'আহ্। ➤ ঈদ জামায়াত ও রমাযানে ইফতার। ➤ তারাবি, ইতিকাফ, হজ্জ প্রশিক্ষণ। ➤ দু'আ মাহফিল ও বিশেষ ইসলামী দিবস উদযাপন।

২. ইসলামিক শিক্ষা কার্যক্রম : ➤ শিশুদের জন্য উইকেন্ড মাদ্‌রাসা। ➤ প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য কোরআন তাফসীর, হাদীস, ফিকহ ক্লাস।

হিফজ ও তাজবিদ সেন্টার : নতুন মুসলিমদের ইসলামিক বেসিক কোর্স।

৩. দা'ওয়াহ ও আন্তঃধর্মীয় সংলাপ : ➤ অমুসলিমদের জন্য মাসিক ইসলাম পরিচিতি সেশন। ➤ স্থানীয় গির্জা ও সিনাগগের সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও সংলাপ। ➤ টাউন হল মিটিং, গাইডেড ট্যুর।

৪. সামাজিক ও মানবিক সেবা : ➤ ফুড ব্যাংক ও যাকাত বিতরণ। ➤ গৃহহীনদের সহায়তা। ➤ মাদক ও মানসিক স্বাস্থ্য কাউন্সেলিং। ➤ বিয়ে রেজিস্ট্রেশন ও দাম্পত্য পরামর্শ।

৫. ইয়ুথ ও নারী উন্নয়ন : ➤ তরুণদের জন্য ইসলামিক নেতৃত্ব প্রশিক্ষণ। ➤ ইসলাম ও আধুনিক জীবনের ভারসাম্য নিয়ে সেমিনার। ➤ মহিলাদের জন্য সাপ্তাহিক হালাকা, স্পোর্টস ও স্কিল ডেভেলপমেন্ট সেশন।

প্রভাব ও গুরুত্ব : ISBCC স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে মুসলিমদের পরিচিতি, মর্যাদা এবং অংশগ্রহণ বৃদ্ধিতে ব্যাপক অবদান রাখছে। এটি মুসলিমদের প্রতি সমাজের ভুল ধারণা দূর করতে আন্তরিকভাবে কাজ করছে। ইসলাম-ভীতির বিরুদ্ধে ইতিবাচক ও শিক্ষামূলক কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। এছাড়া রাজনৈতিক ও সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য ভোটার রেজিস্ট্রেশন, সিভিক এডুকেশন এবং সমাজকল্যাণে মুসলিমদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করছে।

উপসংহার : ইসলামিক সোসাইটি অব বস্টন কালচারাল সেন্টার (ISBCC) শুধু একটি মসজিদ নয়; বরং এটি এক জীবন্ত ইসলামিক সংস্কৃতি ও সমাজের কেন্দ্র। এটি এমন একটি জায়গা যেখানে ইসলামি আধ্যাত্মিকতা, জ্ঞানচর্চা, সামাজিক দায়িত্ব ও মানবিকতা একত্রিত হয়েছে। অন্যান্য অঞ্চলের মুসলিম কমিউনিটির জন্য এটি একটি সফল মডেল হিসেবে বিবেচিত। ☒

উদাত্ত আহ্বান

জমঈয়তে আহলে হাদীস এ উপমহাদেশের আহলে হাদীস তথা কোরআন ও সহীহ সুন্নাহ'র অনুসারীদের ঐক্যবদ্ধ প্লাটফর্ম। শতাব্দীকাল ধরে এ উপমহাদেশের বিদগ্ধ মুহাদ্দিস, মুফাস্‌সির ও যুগশ্রেষ্ঠ আহলে হাদীস ওলামায়ে কেরাম জমঈয়তের প্লাটফর্মে ঐক্যবদ্ধ ছিলেন এবং আছেন।

অতএব **সকলের প্রতি আমাদের উদাত্ত আহ্বান** সর্বপ্রকার আমিত্ব, ব্যক্তিস্বার্থ, দলাদলি, ব্যক্তিকেন্দ্রিক সমর্থক গ্রুপ তথা দল এবং বিচ্ছিন্নতা পরিত্যাগ করে এক ও অবিভক্ত উম্মাহ গঠনের লক্ষ্যে জমঈয়তের প্লাটফর্মে আসুন ঐক্যবদ্ধ হই।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে ফিতনামুক্ত এবং তাক্বওয়াভিত্তিক ঐক্যবদ্ধ জীবন-যাপন করার তাওফীক দান করুন –আমীন।

সূচীপত্র

কোরআন ও সহীহ সুন্নাহর আলোকে এবং বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদফতর, সালাত টাইম ও ইসলামিক ফাইন্ডার-এর সময় সমন্বয়ে ২০২৫ ইং অনুযায়ী

দৈনন্দিন সালাতের সময়সূচি (জুলাই-২০২৫ ঈসায়ী)

তারিখ	ফজর	সূর্যোদয়	যোহর	আসর	মাগরিব	‘ঈশা
০১	০৩ : ৪৮	০৫ : ১৫	১২ : ০৩	০৩ : ২১	০৬ : ৫০	০৮ : ১৭
০২	০৩ : ৪৯	০৫ : ১৫	১২ : ০৩	০৩ : ২২	০৬ : ৫০	০৮ : ১৭
০৩	০৩ : ৪৯	০৫ : ১৫	১২ : ০৩	০৩ : ২২	০৬ : ৫০	০৮ : ১৭
০৪	০৩ : ৫০	০৫ : ১৬	১২ : ০৩	০৩ : ২২	০৬ : ৫০	০৮ : ১৭
০৫	০৩ : ৫০	০৫ : ১৬	১২ : ০৩	০৩ : ২২	০৬ : ৫০	০৮ : ১৭
০৬	০৩ : ৫১	০৫ : ১৬	১২ : ০৪	০৩ : ২৩	০৬ : ৫০	০৮ : ১৭
০৭	০৩ : ৫১	০৫ : ১৭	১২ : ০৪	০৩ : ২৩	০৬ : ৫০	০৮ : ১৬
০৮	০৩ : ৫২	০৫ : ১৭	১২ : ০৪	০৩ : ২৩	০৬ : ৫০	০৮ : ১৬
০৯	০৩ : ৫২	০৫ : ১৮	১২ : ০৪	০৩ : ২৪	০৬ : ৫০	০৮ : ১৬
১০	০৩ : ৫৩	০৫ : ১৮	১২ : ০৪	০৩ : ২৪	০৬ : ৪৯	০৮ : ১৬
১১	০৩ : ৫৩	০৫ : ১৮	১২ : ০৪	০৩ : ২৪	০৬ : ৪৯	০৮ : ১৫
১২	০৩ : ৫৪	০৫ : ১৯	১২ : ০৫	০৩ : ২৫	০৬ : ৪৯	০৮ : ১৫
১৩	০৩ : ৫৫	০৫ : ১৯	১২ : ০৫	০৩ : ২৫	০৬ : ৪৯	০৮ : ১৫
১৪	০৩ : ৫৫	০৫ : ২০	১২ : ০৫	০৩ : ২৫	০৬ : ৪৯	০৮ : ১৪
১৫	০৩ : ৫৬	০৫ : ২০	১২ : ০৫	০৩ : ২৫	০৬ : ৪৮	০৮ : ১৪
১৬	০৩ : ৫৬	০৫ : ২১	১২ : ০৫	০৩ : ২৬	০৬ : ৪৮	০৮ : ১৪
১৭	০৩ : ৫৭	০৫ : ২১	১২ : ০৫	০৩ : ২৬	০৬ : ৪৮	০৮ : ১৩
১৮	০৩ : ৫৮	০৫ : ২১	১২ : ০৫	০৩ : ২৬	০৬ : ৪৮	০৮ : ১৩
১৯	০৩ : ৫৮	০৫ : ২২	১২ : ০৫	০৩ : ২৭	০৬ : ৪৭	০৮ : ১২
২০	০৩ : ৫৯	০৫ : ২২	১২ : ০৫	০৩ : ২৭	০৬ : ৪৭	০৮ : ১২
২১	০৩ : ৫৯	০৫ : ২৩	১২ : ০৫	০৩ : ২৭	০৬ : ৪৭	০৮ : ১১
২২	০৪ : ০০	০৫ : ২৩	১২ : ০৫	০৩ : ২৭	০৬ : ৪৬	০৮ : ১১
২৩	০৪ : ০১	০৫ : ২৪	১২ : ০৫	০৩ : ২৮	০৬ : ৪৬	০৮ : ১০
২৪	০৪ : ০১	০৫ : ২৪	১২ : ০৫	০৩ : ২৮	০৬ : ৪৫	০৮ : ০৯
২৫	০৪ : ০২	০৫ : ২৫	১২ : ০৫	০৩ : ২৮	০৬ : ৪৫	০৮ : ০৯
২৬	০৪ : ০৩	০৫ : ২৫	১২ : ০৫	০৩ : ২৮	০৬ : ৪৫	০৮ : ০৮
২৭	০৪ : ০৩	০৫ : ২৫	১২ : ০৫	০৩ : ২৮	০৬ : ৪৪	০৮ : ০৭
২৮	০৪ : ০৪	০৫ : ২৬	১২ : ০৫	০৩ : ২৯	০৬ : ৪৪	০৮ : ০৭
২৯	০৪ : ০৫	০৫ : ২৬	১২ : ০৫	০৩ : ২৯	০৬ : ৪৩	০৮ : ০৬
৩০	০৪ : ০৫	০৫ : ২৭	১২ : ০৫	০৩ : ২৯	০৬ : ৪৩	০৮ : ০৫
৩১	০৪ : ০৬	০৫ : ২৭	১২ : ০৫	০৩ : ২৯	০৬ : ৪২	০৮ : ০৫

সূচীপত্র

الجامعة الإسلامية العالمية للعلوم والتقنية ببنغلاديش

ইন্টারন্যাশনাল ইসলামী ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি বাংলাদেশ

মেধাবৃত্তির সুবিধা

ভর্তি চলছে

Fall Semester 2025

সরকার এবং ইউজিসি অনুমোদিত

৫০% টিউশন ফি ছাড়

ব্যাচেলর'স প্রোগ্রামস

- B.A. in Al Quran and Islamic Studies (AQIS)
- B.Sc. in Computer Science and Engineering (CSE)
- B.Sc. in Electrical and Electronic Engineering (EEE)
- Bachelor of Business Administration (BBA)

মাস্টার্স প্রোগ্রামস

- M.A. in Al Quran and Islamic Studies (AQIS)
- Master of Business Administration (MBA)
  Master of Business Administration (MBA-Regular)
  Master of Business Administration (MBA-Executive)

বিশেষ বৈশিষ্ট্যসমূহ

- মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে নিজস্ব ৯ একর জমির উপর স্থায়ী গ্রীন ক্যাম্পাস
- উচ্চতর গবেষণা এবং কর্মমুখী শিক্ষার ব্যবস্থা
- আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন শিক্ষা ও গবেষণা
- দেশ-বিদেশের খ্যাতনামা শিক্ষকমণ্ডলী
- ডেডিকেটেড ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেটসহ উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কম্পিউটার ল্যাব
- আধুনিক মেশিনারিজ ও যন্ত্রপাতি সজ্জিত ইঞ্জিনিয়ারিং ল্যাব
- শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ক্যাম্পাস
- 'সাইলেন্ট স্টাডি' এবং 'গ্রুপ স্টাডি' সুবিধাসহ বিশাল লাইব্রেরি
- ২৪x৭ সিসিটিভি ক্যামেরা এবং নিরাপত্তা প্রহরী
- শিক্ষার্থীদের ক্যারিয়ার গঠনে ইনটেনসিভ কেয়ার এবং কাউন্সেলিং
- ২৪x৭ বিদ্যুৎ (নিজস্ব ৫০০ কেভিএ সাব-স্টেশন এবং জেনারেটর)
- বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে শিক্ষার্থীদের আবাসিক সুবিধা

01329-728375-78 info@iiustb.ac.bd /iiustb

স্থায়ী ক্যাম্পাস: বাইপাইল, আশুলিয়া, ঢাকা-১৩৪৯। (বাইপাইল বাস স্ট্যান্ড থেকে আধা কি.মি. উত্তরে, ঢাকা-ইপিজেড সংলগ্ন)

THE WEEKLY ARAFAT, REG. DA.60 ▪ PRICE Tk. 25.00

জাহেলিয়াতের বুনিয়াদ
মোরা ভাঙ্গবোই

কুরআন ও সুন্নাহর পতাকা তলে
ঐক্যবদ্ধ জাতি গঠন আমাদের নিরন্তর প্রয়াস

১১তম কেন্দ্রীয় সম্মেলন ২০২৫

২ আগস্ট ২০২৫
শনিবার, সকাল: ৯:০০ টা

স্থান
আইডিইবি ভবন
১৬০/এ, ভিআইপি রোড
কাকরাইল, ঢাকা

প্রধান অতিথি
অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক
সভাপতি, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস ও
প্রধান পৃষ্ঠপোষক, জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ

উদ্বোধক
আলহাজ্জ এম. এ. সবুর
উপদেষ্টা, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস ও
চেয়ারম্যান, মাসকো গ্রুপ

গেস্ট অব অনার

- **এ্যাডভোকেট মোঃ শামসুর রহমান শিমুল বিশ্বাস**
  চেয়ারম্যান, আলহাজ্ব আহেদ আলী বিশ্বাস মানবকল্যাণ ট্রাস্ট (এ.বি ট্রাস্ট), পাবনা
- **জনাব আলতাফ হোসেন**
  উপদেষ্টা, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস ও চেয়ারম্যান, পদ্মা গ্রুপ
- **প্রফেসর ড. ইফতিখারুল আলম মাসউদ**
  রেজিস্ট্রার, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ও সাবেক সভাপতি, জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ
- **জনাব মুহাম্মদ মুনীরুজ্জামান ভূঁঞা**
  যুগ্মসচিব, কারিগরি ও মাদরাসা শিক্ষা বিভাগ

দাওয়াহ অধিবেশনের আলোচকবৃন্দ

- **প্রফেসর ড. মুহাম্মদ লোকমান হোসেন**
  উপদেষ্টা, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস
- **শাইখ ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী**
  সেক্রেটারি জেনারেল, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস
- **অধ্যাপক মুহাম্মদ আসাদুল ইসলাম**
  নির্বাহী সদস্য, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস
- **শাইখ ড. ইমাম হোসেন**
  অধ্যাপক, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর।

সাংগঠনিক অধিবেশনের বিশেষ অতিথিবৃন্দ

- **প্রফেসর ড .আ.ব.ম. সাইফুল ইসলাম সিদ্দীকী**
  উপদেষ্টা, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস
- **আলহাজ্ব ফকির বদরুজ্জামান**
  সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস
- **শাইখ মোস্তফা বিন বাহারুদ্দীন সালাফী**
  অধ্যক্ষ, মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া, যাত্রাবাড়ি, ঢাকা
- **প্রফেসর ড.আহমাদুল্লাহ ত্রিশালী**
  সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস
- **প্রফেসর ড. মোঃ ওসমান গনী**
  সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস
- **শাইখ মুহাম্মদ হারুন হুসাইন**
  সিনিয়র যুগ্ম সেক্রেটারি জেনারেল, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস
- **শাইখ মাসউদুল আলম উমরী**
  দাওয়াহ ও মিডিয়া বিষয়ক সেক্রেটারি, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস
- **অধ্যক্ষ মুহাম্মদ গোলাম কিবরিয়া নূরী**
  সাবেক আহবায়ক, জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ
- **শাইখ আব্দুন নূর মাদানী**
  অধ্যক্ষ, মাদরাসা দারুস সুন্নাহ, মিরপুর, ঢাকা
- **শাইখ ড. মুহাম্মদ ইবরাহীম আব্দুল হালীম মাদানী**
  বিদেশ ও প্রবাস বিষয়ক সেক্রেটারি, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস
- **শাইখ ড. মুযাফফর বিন মুহসিন**
  নির্বাহী সদস্য, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস
- **শাইখ সাইফুল ইসলাম খান মাদানী**
  চেয়ারম্যান, দি ম্যাসেজ ফাউন্ডেশন
- **আলহাজ্জ মোঃ আওলাদ হোসাইন**
  সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস
- **আলহাজ্জ মুহাম্মদ জাকির হোসেন**
  সভাপতি, পরিচালনা পর্ষদ, মাদরাসাতুল হাদীস, নাজির বাজার
- **উপাধ্যক্ষ মাওলানা ওবায়দুল্লাহ গযন্‌ফর**
  সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস
- **জনাব মুহিব্বুল্লাহিল বাকী সেলিম**
  সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস
- **শাইখ আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ**
  যুগ্ম সেক্রেটারি জেনারেল, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস
- **ড. শরিফুল ইসলাম রিপন**
  চেয়ারম্যান, সৃষ্টি শিক্ষা পরিবার
- **অধ্যাপক মুহাম্মদ মুনিরুল ইসলাম**
  সাবেক আহবায়ক, জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ
- **উপাধ্যক্ষ নুরুল আবসার**
  তা'লীম ও তারবিয়াত বিষয়ক সেক্রেটারি, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস
- **শাইখ মুহাম্মদ আব্দুল্লাহিল কাফী মাদানী**
  শুব্বান বিষয়ক সেক্রেটারি, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস
- **শাইখ ইসহাক বিন এরশাদ মাদানী**
  সাবেক সভাপতি, জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ
- **শাইখ এহসান উল্লাহ**
  সেক্রেটারি, ঢাকা মহানগর দক্ষিণ জমঈয়তে আহলে হাদীস
- **প্রফেসর ড. দেওয়ান আব্দুর রহীম**
  সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস
- **শাইখ ড. মুহাম্মাদ রঈসুদ্দীন**
  সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস
- **শাইখ মুফাযযল হুসাইন মাদানী**
  সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস
- **জনাব আনোয়ারুল ইসলাম জাহাঙ্গীর**
  কোষাধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস
- **শাইখ মুহাম্মদ আব্দুল মাতীন**
  সাংগঠনিক সেক্রেটারি, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস
- **জনাব শাহজাহান কবির একেএস**
  পরিচালক, রংপুর মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি, রংপুর
- **শাইখ ড. মোহাম্মদ হেদায়েত উল্লাহ**
  কারিকুলাম বিশেষজ্ঞ, বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষাবোর্ড
- **শাইখ আব্দুল্লাহ শাহেদ আল মাদানী**
  ফাতাওয়া ও গবেষণা বিষয়ক সেক্রেটারি, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস
- **শাইখ মুহাম্মদ রেজাউল ইসলাম**
  সহকারী সাংগঠনিক সেক্রেটারি, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস
- **শাইখ সাইফুল ইসলাম মাদানী**
  অধ্যক্ষ, দোলেশ্বর ইসলামিয়া মাদরাসা, ঢাকা
- **শাইখ আব্দুল্লাহিল ওয়াহীদ মাদানী**
  সভাপতি, উত্তরা এলাকা জমঈয়তে আহলে হাদীস

সভাপতি
মুহা. আব্দুল্লাহ আল-ফারুক
কেন্দ্রীয় সভাপতি, জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ

জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ

info.shubbanbd@gmail.com ৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ি, ঢাকা-১২০৪। www.shubbanbd.org

প্রফেসর ড. এম.এ. বারীর পক্ষে **অধ্যাপক ডক্টর আব্দুল্লাহ ফারুক** কর্তৃক **আল হাদীস প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং** হাউজ: ৯৮, নওয়াবপুর রোড, ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ হতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত